Moulvibazar
shoreganj
Habiganj
Dharmanagar
Sreemangal
Bajitpur
Kolasib
Bhairab
Agartala
Bishalgarh
Aizawl
Bisramganj
Dampa Tiger Reserve
Comilla
Udaipur
Serchhip
Sekdi
Manu Bazaar
Khagrachari
Pangza
Chowmohani
Senbag
Lunglei
Noakhali
Kabirhat
Rangamati
Chittagong

At Union Bank, we believe in being transparent in whatever we do, giving you the best value for money and the fastest turnaround time. 4iso, we understand that life is all about having a choice. That's why, we have come up with various channels that let you choose the way you want to bank. So that you can spend time following your dreams. Rather than just running around after your bank. After all, your dreams are not yours alone.

Union Bank of India

Good people to bank with

Channels of Banking: MOBILE BANKING I NET BANKING I PHONE BANKING I ATMs I BRANCH BANKING

mudra 1750

For details, call toll free on 1800222244 or log on to www.unionbankofindia.co.in

দৈঙনাক্যে, তঞ্চঙ্গ্যে, আনক্যে এক তোলোয়োত বোজিভার ধারাজে -

𑄌𑄋𑄟𑄇𑄳𑄠𑄬, 𑄖𑄧𑄐𑄳𑄋𑄳𑄠𑄬, 𑄃𑄚𑄇𑄳𑄠𑄬 𑄃𑄬𑄇𑄴
𑄖𑄮𑄣𑄮𑄠𑄮𑄖𑄴 𑄝𑄮𑄎𑄨𑄞𑄢𑄴 𑄙𑄢𑄎𑄬 -

𑄝𑄨𑄏𑄪 𑄚𑄨𑄎𑄬𑄚𑄨𑄦𑄴

বিঝু নিজেনিহ্

𑄹𑄺 𑄛𑄳𑄆𑄖𑄴𑄖𑄨𑄣𑄧𑄢𑄴 𑄖𑄨𑄛𑄪𑄢 𑄢𑄎𑄳𑄠𑄴 𑄥𑄳𑄖𑄧𑄢𑄧𑄢𑄴 𑄝𑄨𑄏𑄪𑄟𑄬𑄣-𑄸𑄶𑄺𑄸
𑄈𑄪𑄟𑄴𑄛𑄪𑄃𑄨 𑄈𑄬𑄣𑄊𑄧𑄢𑄴 𑄟𑄗𑄴, 𑄈𑄪𑄟𑄪𑄣𑄪𑄁, 𑄖𑄨𑄛𑄪𑄢।

৩১ পল্লার রেজ্য হাবর বিঝুমেলা

বিঝু নিজেনিহ্

১২, ১৩ আ ১৪ এপ্রিল, ২০১২

মাধব মাষ্টর আদাম, মনুগাঙ, তিবুরা।

কাবিদ্যাঙ

কুসুম কান্তি চাকমা

এজাল কাবিদ্যেঙ

অজিত কান্তি চাঙমা আ মতিলাল চাকমা

এড থুবোনিত

পরিতোষ চাকমা, বিমান দেওয়ান, ড. রুপক চাকমা, সন্তোষ চাকমা, প্রদীপ দেওয়ান, সৌমিত্র চাকমা, নমজিত চাকমা, সিংহ মনি চাকমা আ সিদ্ধার্থ চাকমা।

তদবির ঃ মাদি ফগদাঙ, ধর্মনগর।

কম্পোজ আ ধাল ঃ মাদি

বলাবল ঃ ৩০ তেঙা।

ছাবানিত ঃ দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ধর্মনগর।

নিহ্গিলেনিত

৩১ পল্লার তিবুরা রেজ্য হাবর বিঝু মেলা আরকানি জধা,

মাধব মাষ্টর আদাম, মনুগাঙ, তিবুরা।

E-mail : chakmamaadi11@ymail.com.

E-edition : chakmamaadi.wordpress.com.

सत्यमेव जयते

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA-799 001

শুভেচ্ছা

লংতরাই ভ্যালি মহকুমাস্থিত ময়নামায় ১২-১৪ এপ্রিল, ২০১২ ৩১তম রাজ্যভিত্তিক বিজু উৎসব উদযাপিত হবে জেনে আমি আনন্দিত ।

আবহমানকাল ধরে চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ সুখ ও সমৃদ্ধির কামনায় এই উৎসব পালন করে আসছেন ।

আশা করি, বিজু উৎসব ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে ।

৩১-তম রাজ্যভিত্তিক বিজু উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করি ।

(মানিক সরকার)
মুখ্যমন্ত্রী
ত্রিপুরা

অঘোর দেববর্মা
মন্ত্রী
কৃষি, উপজাতি কল্যাণ ও প্রাণী সম্পদ
বিকাশ দপ্তর,
ত্রিপুরা সরকার

Aghore Debbarma
MINISTER
AGRICULTURE, TRIBAL WELFARE & ARD
DEPARTMENT
GOVT. OF TRIPURA

Phone No. (0381) 241-4043 (Office)
(0381) 232-9488 (Resi)

Ref.No. F.1(2)/MIN/AGRI/TW/ARDD/08 Dated, Agartala 26.3 - 2012.

শুভেচ্ছা বার্তা

আগামী ১২-১৪ এপ্রিল, ২০১২ইং একত্রিশতম ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক বিজু উৎসব-২০১২ ধলাই জেলাতে লংতরাই ভেলীর ময়নামার মাধব মাষ্টার পাড়াতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। উক্ত উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে উদ্যোক্তারা একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আরো খুশী।

বিজু উৎসব চাকমা সম্প্রদায়ের একটি জনপ্রিয় উৎসব। বহু বৎসর পূর্ব থেকে এই উৎসব ত্রিপুরাতে চলে আসছে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশনার গুরুত্ব অপরিসীম। আমি আশা করবো উক্ত স্মরনিকাতে বিজু উৎসব সম্পর্কে অনেক তথ্য থাকবে যাতে ত্রিপুরা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত জনগন জানতে পারবেন এবং উপকৃত হবেন।

প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক চেতনা ও সৃজনশীলতার সার্বিক প্রতিফলন ঘটে। এমন প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে জেগে উঠে সৌভ্রাতৃত্ববোধ। উৎসবের সূচনায় স্মরণিকা প্রকাশনা সুস্থ্য সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তুলে। সকলের মধ্যে জেগে উঠে মৈত্রী ও সম্প্রীতির ভাবনা। এমনই এক ধর্মীয় পরিমন্ডলের মধ্যে সাংস্কৃতিক স্মরনিকা প্রকাশনা এই উৎসবের আনন্দ ও সৌন্দর্য্যকে অনেক গুন বাড়িয়ে দেয়।

পরিশেষে আমি একত্রিশতম ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক বিজু উৎসব-২০১২ - এর সাফল্য কামনা করছি এবং পাশাপাশি উক্ত স্মরনিকা প্রকাশনার সাথে যুক্ত বিজু উৎসব কমিটির প্রতিটি সদস্য ও সদস্যাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(অঘোর দেববর্মা)

सत्यमेव जयते

Jitendra Chaudhury

MINISTER
Education (Youth Affairs & Sports),
RD and Tribal Welfare Etc. Departments
GOVERNMENT OF TRIPURA, AGARTALA.

MESSAGE

It gives me immense pleasure to learn that the State level Bizu Festival-2012 is going to be held at Mainama, Madhab Master Para, Longtharai Valley and the Festival committee is bringing out a Souvenir on this occasion. Bizu festival is the most important socio-religious festival of the Chakmas. This festival starts on the day before the last day of Bengali calendar year and continues for three days. The festival is of three steps, first day is **"Phool Bizu"** second day is **"Mul Bizu"** which is main Bizu, and last day is **'Gojjepojje Bizu"** which is celebrated through socio-religious activities.

It is a platform of the Chakmas, to come together and develop closer social and cultural interaction among them and with other communities. This festival aims to keep alive the rich Cultural heritage of Chakmas in the field of art, music, dance, literature, theatre etc. in Tripura.

I wish every success of the festival as well as the "Souvenir" to be published in this auspicious occasion.

(Jitendra Chaudhury)

SUSHIL KUMAR CHAKMA
Chairman
Chakma Autonomous District Council
Karnalanagar

Phone : 94361-50723 (M)
0372-2563226 (R)
0372-2563201 (O)

Ref ....   *Date*.......................

MESSAGE

I am glad to learn that the Chakma Community of Tripura is celebrating the Bizu Festival in great pomp and show on the 12th, 13th & 14th April 2012, and is publishing a Souvenir to commemorate the occasion.

I extend my sincere felicitations to trie community on this important and auspicious occasion and also thank them for inviting me to be a part of this event.

I wish the Bizu Celebration a grand success.

(S. K. CHAKMA)

Dated Kamalanagar
12th March 2012

GOVERNMENT OF TRIPURA

DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR

DHALAI DISTRICT, JAWAHARNAGAR, PIN-799289

ABHISHEK SINGH, IAS

☏ (03826) 222-210 ® /267-214 (o)
(03826) 267-215 (Fax)
Email: www.dmdhalai@gmail.com

MESSAGE

I am very glad to know that this year the Biju Festival is going to be held at Mainama in Dhalai district from 12-14 April, 2012.

Over the years the Chakma community has been celebrating the onset of New Year to welcome the new opportunities and crop season that lie ahead and to bid farewell to the current year for the happiness and prosperity it brought along with it. This is also an occasion for amalgamation of sects, religious, culture and traditions of different communities, which also take part and celebrate this festival during this part of the year. It is also an opportunity to learn and know many good things about the traditions and culture of Buddhist Chakma People.

I take this opportunity to convey my best wishes and greetings through this message to all the participants and organizers of this fair.

I wish the fair a grand success.

(**ABHISHEK SINGH, IAS**)

কা বি দ্যা ঙ' র'

অরুনাচল, আসাম, মিজোরাম, তিবুরা, দেচহ্‌ল - গদা চাঙমা-পিথিমিত বে'ক চাঙমাঘুন এক তোলোয়োত বঝিবার এক মাত্র জাগা তিবুরার বিঝুমেলা। আঝা রাঘেই দৈঙনাক্যে-তোনচোঙ্যে-আনোক্যে বুদ্ধিজীবীঘুন বঝরে একবার মিলিবার আরকানিয়ো গরি পারিবোঙ ইয়োত মুজুঙোর দিনুনোত। দেচহ্‌লোর 'আদিবাসী মেলা', মিজোরামর 'সিএডিসি ডে' আর' নানান চিগোন-দাঙর জধার বৈ-সা-বি পালনী/বিঝু পালনীদো আঝা গরিই এ পইদ্যেনে এক্কা-উক্কো চিদে গরাহ্‌ অহ্‌ব'।

এ বঝর ৩১ পল্লার বিঝুমেলা ফেলা অহ্‌র। এ বঝরত্তুন ধরিনেই বিঝুমেলাগানরে নুও ধগে সাজেবার আরকানি নেজা অহ্‌ল'। গদা তিবুরারে অট্যাভো বামে ভাক গরিনেই বামে-বামে খারা আ নাচ-গীদর জিদেজিত্যে এ বঝরত্তুন ধরিনেই চালু গরা অহ্‌ল'। লগে আমার জে জিনিচ্ছানি আহ্‌জি জাল্লোই সে - উভো গীত, ঝরা গীত, অলি গীত, তান্যাবী গীত, হেঙগরঙ বানা, ধুদুক বানা, শিঙে বানা, পোত্তি খারা, ঘিলে খারা, নাদেঙ খারা, বাদল তাক চানা, ফু তাক চানা - এ বাবদর জিনিচ্ছানি বামানিত্তেই হামাক্কায় গরি দ্যে ওয়ে। হয়েক বঝর পরে এ জিদেজিত্যেগানি চাঙমা সাংস্কৃতিক জগদত নুও তুবোল আনি দিবো ভিলি আমার আন্দাচ।

বিঝুর তিন্নো দিন বেঘর গমে হাদোক, সুঘে হাদোক। মায়ুগাঙ, ধিকনদী, লাঙফের, সাজেক-থেগা-তৈজোঙ, দেরগাঙ-মনুগাঙ-গুমেত, কাজলঙ-মেয়েনি-চেঙেই গাঙর অঝার হলগত বোই জোক হুঝির বরব'। চাঙমা জাদর জয় ওহ্‌ক।

বালাতুলি মনকঝড়া বেক ফেঝেড়া, মানেই উধো জাগিরে
ফি-বলা, আপদ বলা, দূরত যোক - কই উধে বিঝুপেঘে ডাগিরে।

- জনেশ আয়ন চাকমা।

[illegible]

[illegible]

𑄷. [illegible], *[illegible]* ---------- 𑄷
𑄸. [illegible], *[illegible]* ---------- 𑄷
𑄹. আজনম সইত্য, *যোগমায়া চাকমা* ---------- ২
𑄺. ধুন্দুগ, *দেবোত্তম খীসা* ---------- ২
𑄻. পুজোর, *অরুন চাকমা* ---------- ২
𑄼. চাঙমা ছড়াগীত, *পঠন চাকমা* ---------- ৩
𑄽. দিয়্যান পিঝোর, *প্রগতি চাকমা* ---------- ৩
𑄾. শিলছড়া, *সবিনা চাকমা* ---------- ৪
𑄿. হোচপেয়োং মুইও স্ববনত, *তন্দ্রা চাকমা* ---------- ৪
𑄷𑄶. জাদর হধা, *মন কুমার চাকমা* ---------- ৪
𑄷𑄷. তোগাঙ তরে নিমোনে, *নিপম চাকমা* ---------- ৫
𑄷𑄸. [illegible], *[illegible]* ---------- 𑄻
𑄷𑄹. [illegible], *[illegible]* ---------- 𑄼
𑄷𑄺. [illegible], *[illegible]* ---------- 𑄼
𑄷𑄻. রবীন্দ্রনাথ ১৫০, *অনিল সরকার* ---------- ৬

[illegible]

𑄷. আমলে আমলে চাঙমা বিঝু, *স্বর্ণ কমল চাকমা* ---------- ৭
𑄸. Chakma Scripts and Its uses in Boitdyali, *L.B. Chakma* ---------- 8
𑄹. The struggle for identity continues in Arunachal Pradesh, *Tejang Chakma* ---------- 19
𑄺. অধুনা প্রকাশিত চাকমা সাহিত্যের পরিপূরক ঝলক, *চাকমা অসীম রায়* ---------- ২৩
𑄻. চাঙমা ইতিহাস নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ, *প্রধীর তালুকদার* ---------- ২৯
𑄼. পাপ ন গরিলে পূণ্য, *বি. বি. চাকমা* ---------- ৩৮
𑄽. Need for Rights-based Actions, *Paritosh Chakma* ---------- 41
𑄾. সাপ্রে বা দৈনাক্ টং-চং-য়্যা বিবরণ, *রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা* ---------- ৫৮
𑄿. Kalindi Rani: 19th century Chakma Queen Regnant, *Kabita Chakma* -- 53
𑄷𑄶. Buddhism in Tripura, *Ven. Dr. Dhamma Piya* ---------- 59
𑄷𑄷. প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামঃ কবিতায় জুম্ম নারী, *মৃত্তিকা চাকমা* ---------- ৬২
𑄷𑄸. Border Fencing: Will the displaced Chakmas of Mizoram get rehabilitation ?, *MCDF* ---------- 65

𑄷𑄽. বিঝু এবং জুম্ম ছাত্র সমাজের একাল সেকাল, ধীর কুমার চাকমা ---------------------- ৭০
𑄷𑄾. Rādhāmohn-Dhanpudi Pālhā & Chādigang Chārā Pālhā (Ballad): An Analysis With Special Reference to Bijoygiri's Capital Champaknagar, His Period and Religion, *Jyotir Moy Chakma* ---------- ৭৪
𑄷𑄿. End Discrimination; Take 'Positive Discrimination' Policy, *MCDF* ----- 80

𑄷. অধঙ'র তম্বী, *চাঙমা অজিত কান্তি ধামেই* -- ৪৬
২. নেয়েহ্‌র পথ উনঝুর কাদা, *বিজয় বাহন চাকমা* --------------------------------------- ৬৮

𑄷. ড. পল্লান দেবানর তালাভি ঃ শিপচরনর শেচ লামা, *কুসুম কান্তি চাকমা* ------------------ ৮৫

𑄷. কমলানগর ভবনতু, *বিকাশ চাকমা* -- ৫৭
২. রুক-ব্যাধির ঘোরবো চেরেসথা, ড. রুপক চাকমা -------------------------------------- ৭৮
৩. পড়িয়ে লগর ভালেদি হদা, শুভপদ্ম চাক্‌মা -- ৮৩
𑄺. 31st Tripura State Level Bijhumela Organising Committee ----------------------- 92
𑄻. Tripura State Level Bijhumela Standing Committee (2011-2013) ---------------- 96

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আজনম সইত্য

যোগমায়া চাকমা

পধত ছড়েয়্যা ছিত্যা এ'ল সয়সাগর কধা
শিঙোরত বান্ন্যা মন। ভালক জনে দ্বি-ঠ্যেঙে
উরি মারি যেয়্যন এ্যাইল ঘাজ-যিগুন
কন সময় মর সমাচ্যা ন-এলাক।
পধত আহ্‌দি যেয়েঙ গায় গায়
কখকে ডুবপ্যে মরাচান আন্ধার রেদোত, জুনি পুগ
পধত বেড়ান যিত্তুন যাত্রা অয়্যে
মোনমুরো জীংহানি। ইধু জমা এল
হাজার হাজার দিন - হাজার হাজার দুগোর কধা
শিঙোরত বানাবান্ন্যা অফুরন্তি দুগ ধুনধুগ
পধ থামি গেলে ঘুরি ফিরি এযঙ
যিধু দেগা অইয়্যে যাত্রা লক্ক্যে
যে মর এ'ল আগহ্‌পিড়ী - আজনম সইত্য সান।

ধুন্দুগ

দেবোত্তম খীসা

এবাগনি ফিরি সে দিনুন, যে দিনুন যেয়োন বিদি;
এব'নি ফিরি সে সুঘ, যে সুঘ এল' জনম জনম ধোরি।
বড়গাঙ, চেঙে, কাজলং, মিগিনি পারদ ধানগোজা এলাগ অঘুর নিবুলি;
ফাগোন' বোয়েরে নাজেয় যেদ', হ্লে পাদায় কদগ গিদ গেদ'।
সোনারঙে কদগ লোঙি থেদাগ, পাগানা ধান শিজে;
গরবা দাগিনেই নুও ভাদ খেদাগ, বঝর' খরাগি অহ্‌দাগ থিদে।
কোঙেই উধে রঙরাঙহুলো মোন, গোঙেই যায় বড়গাঙ' নাল;
মরা কিজেক ছাড়ে ফালিটাঙ্যা চুগে, নাল আহ্‌দি যায় ফুরোমোন' চোগোপানি।
গিলিব গোরি যায় চেঙে দোর, কাট্টোলি বিল' আজার সং ভুয়ো মাদ;
ঢেবা দি যায় চেঙে, মিগিনি, কাজলং আহ্ বড়গাঙ' উজোনি।
লাম্বা ব-নিজেস ইরি দি আহ্‌দা ধরন, চৌদ্ধ পুরুঝর ঘরভিধে ছাড়ি;
ফিবলক ওই যান এগ ঘরর মানুঝ, বে-উধিজে আহ্‌দি যান ঝাড় ফুরি।
কিয়ে আহ্‌দি যান, ধুদুগ, তাগলগ, কিজিং ফাড়ি, উভো মোন কত্তা দি;
কিয়ে স্ববন দেঘি থিদেব্বর আহ্‌ন চেঙে, মিগিনি, কাজলং অহ্‌রিঙে, ঠেগার উজোনি।
আঝায় বুগ বানে ফিরি এদ' চায় পুরনি আহ্‌ঝি যেয়ে সুঘ' দিন;
বলা ভুই, বলা মাদি, যিয়েন লাগান সিয়েন অহ্‌দ বাহ্‌রি।
বে-থারদ ছিনি যায় স্ববন গাদেয়ে লিক-লিক্যা সুদো নাল;
রোগোনি ওই উধে চেঙে, কাউখালী, ভুজনছড়া, লোগাঙ' পহ্‌ন পানি।
চুক্তি গোরিই শান্দি পেবং, জোমেয়ে আহ্‌ত্তের ইরিনেই;
এব' ফিরি সুঘ' দিন, ন'-আহ্‌দিব' আর চোগোপানি নাল বেই।
ইক্কু আমার কন' সুঘ নেই, জাদ-বেজাদর উভ নেই;
কোল-কোজ্যা ঝেহ্‌ল ন'দে, অবাঙপাদারে লো ঝড়ে।

পুজোর

অরুন চাকমা

মত্তুন আঘে খাতা কলম
পড়াত বঝি লেগা লেগঙ মুই
বেঘে মাগন দেদেই চাহ্‌ঙ,
বাংলা-ইংরেজি কি লেগ্যচ তুই।

আমার অরক আমার লেগা
উৎচয় লেগঙ চুচ্যেঙে-কা,
যারে দেঘাঙ (তারা) কিত্যাই কহ্‌ন
"মরে নয় ত' আজু ইদু যা ?"

এবার ন'কুলেব' খাতা কলম
দি-দিনে গরিবে সাড়া নাধা
(এবার গরিবে তুই এল. এ. পাশ
মা বাপ নাধা গরি খেবে মাধা।

চাঙমা ভাষে চাঙমা অরক
লেগঙ যনি চজ্জুন গর' অহ্‌মা
চাঙমা কি বানা আজু আমার
আমি কি (সালে) নয় চাঙমা ?

ডিগ্রি আহ্‌ঘে বি.এ., এম.এ.
পেবার ন'চায় কন্না ?
চাঙমা ভাষে এল.এ. মানে -
জোওব দিব' কহ্‌ন্না ?

চাঙমা ছড়াগীত

পঠন চাকমা

ফাগুন, সোত, মাস এলে
গাঝে গাঝে ফুল ফুদন,
আম’বোলে কাঠোল মঝি
দেলায় দেলায় দুলন।

পিবির পিবির বৈয়ারে
গাঝ’পাদা ঝরে,
নূ-অ পাদা কোর উধী
মন সুগে নাঝে।

চেরোকিত্যা তুম্বাঝ পেই
ভঙরাউন উড়ন,
এ ফুলত্তুন ও ফুলত
উড়ি উড়ি ভঙন।

উড়ি উড়ি ঘূরি ঘূরি
গদা দেশ্চান ঘূড়ন
তারা লগে সমার অনেই
কোগিল পেক্কুন ডাগন।

২.
পত্তি বঝর এ দিনত
ফিরি এঝে বিঝু
কোগিলউনে গীত রজেই
সুর তুলন কুহু কুহু।

ফুল, মুল, গজ্যে
তিন্নো আমার শুভদিন
পত্তি ঘর’উদোনত
কুরো’আদার দিই।

বুড়ো বুড়ি ঝু-জানেই
পানি তুলি গাদেবং
সং সমারী সং অনেই
এক সমারে রেঙ দিবং।

ঘীলে পাদেই নাধেং ঘুরেই
এক এক গুরি মারিবং
বিঝু ঘূল ডুবোত খেই
ঢুলোন টাঙি ঢুলিবং।

দিয়্যান পিঝোর

প্রগতি চাকমা

পিথিমিয়ান এজ্যে ভজমান উজে যেয়্যে
তারার যুদ্ধ, এটম ইক্কিনে হিচ্ছু নয়
জিন বানেবার চেরেষ্ঠা গত্তন মানুজে
সালেন নুয়ো জাত সৃষ্টি অবার ইনজেব ওয়ে।

‘হারাহারি’-ইক্কুনু ইয়ানই পিথিমির হাম
হন্না বেস গরিবো আ হন্না বেস পারিবো
সেক্কে ভারত্তান বানা ঘুম যেনে থায়
দুর্নীতি, অন্ধ বিশ্চেশ আ কুসংস্কারলোই।

এক হিত্তেদি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ
মুয্য যেবার র ঘিরঘিরে উদে আগাজত বয়ারত
আরেক হিত্তেদি মনুসংহিতার ইংসা নিন্দে
সমাজ’ ভিদিরে বাজ্যেবারি গরে বাঃ, সাধুবাত।

দাঙরুনে দাঙর অন অজার সমুদ্র দিঘে যান
গরীব চলি নবাজ্যে মানুজর ভালেদি হদা হোনে
গমনয় নিজহদা হোনে বানা নিজ’ হাম গবানা হারনে
সুমুদে পড়ি থায় দেজশান অনুন্নত গরীব ওনে।

হারাত হয়জনে পেয়ন হদে চাঙ স্বর্ন মেডেল
হয়জনে অয়োন ধন্য এই মহা বিশ্ব বাণিজ্যে ?
সমাজত হয়জনে হানন হে নপেয়্যে চুবে চুবে
পত্তি বজর হয়জনে মরন উগ্রবাদী হরজে।

শিলছড়া

সবিনা চাকমা

দোল দোল ভজান দোল
শিলছড়াগান
শিলে শিলে ভরি আঘে
ছড়া পানিঘান।

চেরোপালা বাচবন
দেলে মন জুরোই
সিধু গেলে মনান বানা
পত্তাপোত্তি লগে উড়ি বেড়ায়।

তামঝাঙর পানিঘান সুরে সুরে তালে তালে
নাজি নাজি ভাজি যায়
তার সুরোর তালে তালে
মনান চায় মর ভাজি যেবার।

পরান জুরেই যায় মর
তুমোল বোয়্যেরে
বাঝ আঘে মর মনান শিলুনোর সেরে।

তামঝাঙর পানিঘান দেনে মুই হুরি পেল্যঙ
জিঙকানির দুক-সুক
এভার নচায মনান সিত্তুন
চায় বানা সিধু থোক।

শিলছড়ার লঘে আঘে
আর' নানান ছড়া
শিলছড়াত ভরি আঘন
চিগোন গাঙর মাছ-হাঙারা।

নানান হঝিয়ে ভরি আঘে
এই ছড়াঘান
হুরি ফেলেই ন'পারিম মুই
এই দোল জাগাঘান।

হোচপেয়োং মুইও স্ববনত

তন্দ্রা চাকমা

স্ববনর হোচপানায়ান বুঝি হি পারিলুং ?
না, এই মনর হধাগান ভাঙি নোহোলুং।
স্ববনর হোচপানার পধেদি গায় মুই আহ্‌দঙর -
পধর সমার পেইম হি ? ভাবিনেই ন পাঙর।
হোগিলর মিধে র'বোলোই, ফাগুনোর জুরো আহ্‌বা
হ্যাজি যায় মর মনান চিৎদিঘোল হোচপানাননোই;
হবর ন পাঙ মুই, হোচপানার স্ববনান ভাঙি তরে হোদুং -
বুঝিবে হি কন'দিন ? মর এই হোচপানা তরে গজেধুং।
আগাঝর কালা মেঘ কার'রেদ' ন মানে
হোচপানা কন' দিন পুরিহ্‌ ফেলেই ন পারে
গভীন ঝারর তারন্নম বনত নোপাঙর পথ তোগেই,
স্ববনর হোচপানায়ান বুঝি পারিলুং হিনেই।
ফাগোনোর জুরো আহ্‌বার নেই কারোর মাবা -
হোচপানার নেই থুম, নেই কারোর জানা।
স্ববনর এই হোচপানায়ান ভরন ওক মর জীংকানিত
বর মাঘঙ মুই বানা থেদে বাজি মর মনত।

জাদর হধা

মন কুমার চাকমা

এক্কা অহ্‌লে আমি হোই
আমা চাঙমা জাত্তুন পালস্নাত তুল্যে বেঙ' সান
ইক্কো তুলিলে ইক্কো পরে,
জাদর ভালেদি হামত সমারে উজেই ন জান।
বজঙ হামানি অহ্‌লে তারা
মনদি আহ্‌ওচ গোরি গরিভার চা'ন
ন' তরান চাঙমা মান।
কলেঝত পলেস্ন আর' বেচ তারা
নিজর বার দেঘান,
ভালেদি হান জিঘুন গরন তারারে ন মাদান;
আ পাজারা ফারি জান।
সেনত্রে হঙর জাদর সুনানুদাঘিরে
মর নিজোর হধা,
বেঘে মিলি ফুদেই তুলিই চাঙমা ছাত্র জধা;
ধর্মনগর পোতপোত্যে ধেলা।
জিঘুন নহ্‌ গরন ভালেদি হাম সিগুনোরে
ভেক্কুনোরে ন'হঙর,
ভালেদি হাম গরিভার হোজলি গরঙর -
থুম ন'অলেও কবিতাবো থুম গরঙর।

তোগাঙ তরে নিমোনে

নিপম চাকমা

এ পিত্তিমির জুরো জুরো বোয়ের' সেরে
তোগাঙ তরে
বিজগর সুদোনাল ...... ।
এহ্ইল মোনর অঝার বুক জুরি
অজল গাচ-গাজারিহ্ হেয়্যের সলঙ ফুরি
পুগেধি রাঙা বেলর সদক' রঙত
তোগাঙ তরে ।

তোগাঙ তরে
বরগাঙর ঝিমিত-ঝামাত সদগ' ঝিমিলানিত
বিঝু পেঘোর মিধে মিধে র' দাগনিত
ঝর' ফুদোর সমার রানজুনির সাতরঙ রাঙনিত ।

তোগাঙ তরে
কবিদাঘির লেঘি জেয়্যে ফগদাঙিত
হদ' কবির আগি জেয়্যে কবিতার লাঙেলে লাঙেলে
নিমোন গিদোর সুক দুক রেনানিত
শিল্পির ধরি জেয়্যে তুলির হধায় হধায় ।

তোগাঙ তরে
থুম নেইয়্যে ঝরর হানানিত
আগাপ তারন্নমোর গাঝে গাঝে
নিরিবিলি বন্দুগোর ট্রিগারর দাগনিত
রিপরিপ মুরো-মুরির এক বুক ধুন্দুগোত
আর আহ্বিলেজর রিনি ন'পাচ্যে ন' নিজেঝর সেরে সেরে ।

তোগাঙ তরে
মা-ভোনর ফদাঙতাঙ হেয়্যের বিজগত
ছেত্রা-বেত্রা রঙ চোরেয়্যে আহ্ত-থেঙর লারচার
পরান নেই ছলঙত অবুচ রিনানিত
লেমপোচ্যে জাদর চোঘোপানির সঙনালে
ভাজ জেবার বেসুনজুক সলাত ।

তোগাঙ তরে
তাজা বারন্নজোর মাত্তোল্যে তুমবাজে
অমক্কর আহ্ত্যেরর র' সারি দাগনিত
নিবুলি তারন্নমো বুঘোত অ্যাম্বুশ পাদি বাচ্ছেই থানাত
পরান দিবার অঘুর ধারাজে ।

তোগাঙ তরে
সে পইনাঙি হধার ইদোদে
"আমি বাঙাল নয়, চাঙমা ....
আমার নিজস্ব সত্তা আছে ।"

তোগাঙ তরে
সে বাকমারা ক্যাম্পর ঘিনেনি রন' হলাত
জিয়োত বুক পাদি থুম গচ্যচ নিজেচ
অবুচ বুলেদর তাকতাক্যে গঙত
পরানর সুদো নাল সিনেনাত
রোগোনি হিয়ের উভোত-ঝাবত চাত্যেনার লগে
চোঘোপানির গাঙ বে'ই
ঝেদেরা বুঘো চাম আহ্দত গোরিহ্
তর সে জুরো জুরো সেচ মেয়্যেলি হিজেগর সেরে
চুবে চুবে এঝ' তোগাঙ তরে ।

[illegible]

[illegible]

রবীন্দ্রনাথ ১৫০

অনিল সরকার

প্রতিটি শব্দে
প্রতিটি ভাবে
এমনকি সর্বত্র
সবখানে
তিনি আছেন
তিনি আসেন
তিনি থাকেন
তিনি রবীন্দ্রনাথ
তিনি একাই একটি
কবিতার উৎসব
সব কাননের ফুল ।।

ভালবাসলে
নিবেদনের ভাষা
তারই কবিতা
সখি ভালবাসা কারে কয় ।
রাগলেও
প্রয়োজনীয় শব্দে
রবীন্দ্রনাথ
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ
তুমি কি বেসেছো ভালো ?

জাগলেও রবীন্দ্রনাথ
ওরে তুই ওঠ আজি
আগুন লেগেছে কোথা ?

রবীন্দ্রনাথ সবখানে
প্রাণে স্নানে
গাণে উচ্ছারণে
দানবেরা ফেলিতেছে
বিষাক্ত নিঃশ্বাস
অথবা আমি তোমাদের লোক
এবার সারা অঙ্গ জুড়ে
পরাও রণসজ্জা ।

যত দিন যায়
শুকিয়ে যায় হৃদয়
মরুভূমিতেস্ক
দীর্ঘ পত্র বক্কল বৃক্ষের মত
রবীন্দ্রনাথ তুমি
তুমি ছায়া দাও
তুমি মায়া দাও
তুমি প্রত্যয় শিখাও ।।

আমলে আমলে চাঙমা বিঝু

স্বর্ণ কমল চাকমা

রাজার আমলত এ বিঝুর কি মান এল খবর ন পেলেঅ, এ আমলত রেজ্য সরকারে বিঝুব্যরে সরকারি ভাবে মানিলোই চাংমা জাতর মনহ্যয়োচ পুরেই দ্যে। এ বিঝুর পৈদানে পত্তি বজর এক্য দরমর বিঝুমেলা কমিটি বানা হ্য়। যে কমিটিত রেজ্যর মন্ত্রী-এমএলএ, নেতা, ডাঙর-চিগোন অফিসার লগে সাগছ্যা মায়-মুরুব্বি আ সমাজর মুলুক মুলুক মানি-জ্ঞানী কাবিদ্যাঙুন' থান।

এ রেজ্যর চেরান গাঙকুলত চাংমাগুনর পুরনী বসত্তি। সেনি হ্ল, দেরগাঙকুল, মনুগাঙকুল, গুমেতকুল আ ফেনীকুল। চাংমা বসত্তি জাগাত সরকারী বিঝুমেলা বঝে। পত্তি বজর মেলার জাগা বদল হ্য়। যেন এবারত মনুগাঙকুলর ময়নামার মাধব মাষ্টর' আদামত হ্র। বিঝুমেলা গরিবার সরকারি সাহায্য পা' যায়। যদিঅ সিগুন যা লাগন তার চের ভাগরঅ এক ভাগ ন হ্য়।

রেজ্যগান চিগোন হ্লেঅ ভেবেরাদ্যা জাত আগন। বেগরই জাত বাগেনে সেয়ান্যা জাতীয় মেলা আগে। বেগরই বেশকম সরকারী সাহায্য দিবার চল আগে। যে জাত্যু ধনে জনে শিক্ষায়-দিক্ষায় বেগত্তুন উজেয়ে, সরকারর সমারে ডাঙর নেতা থান সিগুনে এক্কা বেশ সাহায্য পান। ফলে মেলাগানঅ আলাঝালা গরি গুরি পারন।

যা দেগা যায় চাংমার বিঝুমেলা চান্দা ছাড়া গরি নপারে। কারন চাংমাত্তুন সরকারর কায়কি ফেলে নপাচ্যা কন ডাঙর নেতা যেন ন থান সেন বড় ধনীঅ নেই। এক্কা-উক্ক্য চিগোন-ডাঙর চাগুরিবলা যিগুন আগন কয়েকজন ছাড়া বেগেই পর কানাত বন্ধুক তুলি শিকার গত্তাক চান। তুঅ মিশে কলে কি হ্ব বেশ কম তারাত্তুনই লুয়া পরে। সেনে চাংমা বিঝু কন সময় আলাঝালা গরি হ্বার কধা নয়। তার পরেঅ যে চান্দাগুন উদ্যন, ফেলা-চেলা ন হ্লে দোলে-দালেই গরি পারে। মুঅয়-কলমে জাতর টানে নদেগেই মনচিত্তর টান ঠেলেঅ গমে গরি পারে।

পরানানে হোক-নহোক বিঝুমেলা পত্তি বজরই হ্য়। যেদ্দুর পারা যায় যাক-যমক গরিই হ্য়। মেলার 'ফগদাঙ' আ 'থুম' গরিবাত্যায় রেজ্যর গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী বা দেশ-বিদেশর জ্ঞানী-মানীগুনরে 'বিঝু গরবা' বানেই ফাং গরি আনা হ্য়। মেলাত জাতর নাচ-গান, খেলা-ধুলা, লেগা-পড়া, রিদি-সুদ্যম, বুন-কাদার কাবিলানি দেগেবাত্যাই দেশ-বিদেশর সসাগচ্যা দল মেলাত মিলন্দি।

সরকারী মেলা ছাড়াঅ রেজ্যর বারে-ভিদিরে, দেশত-বিদেশত দ্বিব্যা চাংমা যয়ত থান স্যদই বিঝুমেলা গরন যা ওয়েবসাইট খুলিলেই দেগাযায় সিডনি, কানাডা, আমেরিকা, ফ্রান্স, কোরিয়া, বাংলাদেশ, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী, কোলকাতা, শিলং, অরুনাচল, গৌহাটি, মিজেরাম আ ত্রিপুরা রেজ্যর বেগ জাগাতই বিঝুমেলা গরন অন্তত এক্য দিনত্যায় হ্লে।

সরকারী, বেসরকারী যা হোক এক কথায় এ মেলাগান হ্ল বানেইয়্যা, সাজেয়্যা, চদগী, বার্ব্য মেলা। যয়ত বেগর মনচিত্তলোই কনঅ লাগ পা-পি নেই। এ বিঝুব্যরে মেসিনর সান্যা আলগেত্তুন চালা পরে, গায় গায় চলি নপারে। সেনে যে জাগাত বিঝু মেলা হ্য়, আ যিগুনে সে মেলাগান গরন, সিগুনেই বলে হ্লে চাত্ত্যেই পান। কন মনে পাজি কিচ্ছু নগরন। কারন স্যানত জীব দি নপারন। কাজেই ইব্যা আমল না কামল মান্ন্যেই কবাক।

জাতর আজল বিঝুব্য মাত্তর আমলে আমলে, যুগে যুগে বেগর মনত, বেগর পরানত, বেগর চিদত হ্যামিজ্যা বাজি থায়। ঘরে-ঘরে, আদামে-আদামে, দেশে-দেশে, মোন-মুড়য়, ছড়া-গাঙে, ঝারে-জঙলে, ফুলে-পাগোরে ফুদি উদে গায় গায়, ভরি যায় তুমবাসে, ছিদি বেড়ায় বিঝুরং বেগর মনত, বেগর চিদত। ভরি উদ্যে মন দেগে নবাচ্যে খুজি-রাজিয়ে, রগে রগে - রিবেঙে রিবেঙে।

ফাগুনর হ্নি হ্নি, উম উম মিজেল হ্যাবাত কোকিলর কু কু, বিঝু পেক্যর বিঝু বিঝু - ভাজি উদ্যে বেলা আর বাশী সুরত গেঙখুলীর উব্য গীদ সুর - "পেক্য ডগরে চিং চিং চিং, দারু বাদি হ্রিং সিং, বজর মাধাত এক্য দিন, চাংমা পরানর বিঝু দিন, চাংমা হ্যওজোর বিঝু দিন।" দিন যায়, মাস যায়, যায় বঝর কাদি। যা এক বার যায় আর নএযে ফিরি। মাত্তর উল্য ফিরে বিঝু, যুগে যুগে, আমলে আমলে।

পত্তি বজর বিঝু এবার ছমাস আগেত্তুন ধরি ঘরে ঘরে আদামে আদামে বিঝুর যায়-জুক্কল আরম্ভ হ্য়। ধান বানানা, ঢোল কারানা, বিঝু সুদ্য কাদানা, বিঝু বেন বাজানা, বিঝু বেন বুনানা। ঘর উদ্যন কাজানা। কাবর চুবর ধনা। পাদা দার্ব্য থুবনা। পিদ্যা গুরি দুবানা, মদ জগরা রানানা। স্যেনি বেক গিরিত্তি ঘর মিল্যাগুনেই গরি পান।

গাবুচ্যা-চিমুচ্যাগুনে নাধেঙর কুচ তগেই নাধেং বানান, ঘিলা পারন, বলি খারা, গুদু খারা, পত্তি খারা, মাছ খারা, আন্ধিক খারা, হ্যরি খারা, নাধেং খারা, ঘিলা খারা, সামুক খারা - আর কত খারার কোচ গরন - বেগ বিঝু দিন্ন্যত্যায়। আদাম দিগোলী হ্রিং-চঙরা, মাছ-কাঙারা তগা লামন বিঝুর খরাগ খাবেবার।

ফুলবিঝু দিন ফুল পারন, তোন তগানা, বেন্যা-বেল্যা কিয়োঙত, ছড়ার ডাঙর ঘাদত ফুলবাত্তি জালেই সাত দিন সঙ বেগর সুখ-শান্তি আয়-উন্নতির বর মাঘন। ফুল মালা পিনেই বিঝু দিনত

গরম্নগুনরে ছাড়ি দ্যন। পাচন তোন কাবি-কুদি, পিদ্যা বানেই বিঝু নাঙে বেক যায়-যুক্কল গরি রাগান। স্যঙ দ্যযন, বুড়-বুড়িরে আক গরি গাদান।

মুলবিঝু দিনত পত্যা আমল্যা গদা পিত্থিমীয়ান যেন গুজুরি উদে গোলাক আর বন্দুগর ফকা আবাজে। পেগোর কোলোকালা লগে চিগন গুরয জাগি উদ্যন। বিঝুগুলো হেবাত্যায় কার আক্কে হন্না যেব' ছড়া-গাঙর পানিত বুর মারিব্য জিদাজিত্যা চলে। কনে কি গরের চেবার জু নেই, কধা কবার জু নেই, যা কামে তে হ্‌য়-নয়। বেগেই পত্যা গাদি আদাম দিগোলি কা আগে কন্না কুর' লুর খুলি কয়ানত আধার ছিদি পারে। আদামর বুড়-বুড়িরে কনে কারে পানি তুলিনেই গাদেই দি পারে, বড় জনরে সালাম গরি আশীর্বাদ লই পারে।

নুঅ বো-জাসেইঅর বিঝু বেরানা, নুঅ গাবুরিরে বিঝু হাদি পিনেনা, নুঅ উর্য্যন-পিনোন পিনি আদাম বেড়ানা, ঘর বেড়ানা, সমার ভিরি হারা খনা, ঘরে ঘরে পিদ্যা-পাচন হানা। গেংখুলি গিত শুননা, সমার বদি গিদে রেঙে হ্‌াঝি-রম্নজিযে দিন গঙানা।

নুঅ বজরর পৈল্যা দিন্য গচ্যাপচ্যা বিঝু। ফুলে-পাগোরে বেঘেই বুর পারানা। পুরন বঝরর বজঙ দিনুন, বজঙ মনানিরে বিদায় দি নুঅ বজরর সিজি মনে নুঅ আশায় বুক বানানা। আমনর সুখ-শান্তিত্ম লগে বেগর সুখ-শান্তিত্ম বর মাগানা। ঘর পুজা গরি গর্বারে গমে হাবানা। বেগই চিৎ দিগোল গরি মনখুজিয়ে, মনেপাজিয়ে ইয়ানি গরা হ্‌য়। ইয়ানিত চান্দাঅ নলাগে, কমিটিঅ নলাগে। ইয়ানই হ্‌াওজোর আজল বিঝু, মনর বিঝু, খুজির বিঝু।

ঠাকুরছড়া এডিসি ভিলেজ

ডম্বুর নগর আর. ডি. ব্লক
গন্ডাছড়া মহকুমা, ধলাই ত্রিপুরা।

৩১তম রাজ্যভিত্তিক বিঝুমেলা উপলক্ষ্যে আমাদের পক্ষ থেকে জাতি-উপজাতি সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ঠাকুরছড়া এডিসি ভিলেজের পক্ষে -

চেয়ারপার্সন ঃ **গন্ধাবি চাকমা**
ভাইস চেয়ারম্যান ঃ **কমলা সেন চাকমা**

Chakma Scripts and its uses in Boitdyali

L.B. Chakma

The Chakma Script or the Changmha Legha was used and being used for the preservation of the old scripture, the Aghor Taras and books of Baitdyali and some literary compositions. It was earlier said to be used on HOTTYALI PADA (hand made yellow papers), Hide of animals like deer, goat etc, BACH DHWAR (Piece of bamboo). TAL PADA (palm leaves) and BHOCH PATRA (Bhoj patra) and now a days, paper. The Aghor Taras are almost extinct. But the Botdyos still use it for their Botdyali on Tal Pada Bhoch Patra for writing ANGs (magical diagrams) for making TABIT/KOBOCH (talishman) and papers. For writing and preserving their Botdyali process like TALLIK (medical formula), Mondor (magical chantings/prayers), ANGs etc. Now a days it is being taught in the schools of Chakma Autonomous District Council up to Class –VIII.

MEDICAL SYSTEM : The medical system of the chakmas is based on the mythological believe on the creation of the universe, which seems to be as per PURANAs of the hindus. According to the mythology, the Almighty was formed from the air. There was no sun, no moon, planets or other stars, no earth or heaven. There was no human beings, animals, insects or other living beings.There was also no birth or death, illness or cure. The universe evoled into four stages – ANDHAKARA, DHANDAKARA, KHWAKARA and NIRAKARA. At first the almighty Pavan Niranjana created KETUGA as himself and gave life by putting one of his left rib. Ketuga was sexless and he made the female organ fiercing his finger in between the legs. He then created the sun, the moon, the earth and the stars. He made two dots on the left which are the north and south of the earth. He also made two more dots at the right which became heaven and nether world. With his shout BARMHA was created and Vishnu came out from his mout. After meditation, Sivas was formed. These three were created as his different form. Barmha, the creator, Vishnu the savious and Siva, the destroyer. He then sent the four creations in the four different directions . Ketuga went to the south on the earth as Vasampudi. The almighty asked Ketuga to creat human beings and other beings on the eart. He remained in water as water God.

On the earth Sayambu Monu, Sataroopa and others were formed automatically with the five elements (air, water, fire, earth and ether) on earth. With the union of Sataroopa and Sayambu Monu, a son Nilambha Monu and Subesha were born. Nilambha Monu Had four sons – MANAVA, DANAVA, RAKSHASA AND GANDHARVA. Human beings are the descendents of Manava.

As there was no illness on the earth people lived thousands of years and population on the earth increased day by day and the eath could not bear it any more. So Barmha and Vishnu went to Siva to ask to destroy some of the population of the earth. But Siva denied to destroy any. So they went to Subesha, who did not marry any one but meditating. But she also denied to do so. Rather she went on meditation to gain more power.

Judging the situation, Barmha and Vishnu hatched a conspiracy and drew a leg from the midst of Subesha which remained as if she is kicking those who come to her. As a result no god or goddess came to bless her and Subesha could not gain any power.

After meditating for many years when she could not gain any boon, she was in extreme sorrow and shed tears and lather took her own life. It is said that she shed sixtyfour crore drops of tears which became sixty four crores of illness to human beings and the parts of her body became witches, ghosts, fairies and other spirits who causes harm to human beings to cause death.

When people were dying of different diseases, it is said that Parbati was enquiring from Hara

(Siva) as to how to cure them and Siva told her about the medicines and the divine chantings called Mantra. Which was heard by Gurghonhat and Minnonhat. And they spread it among the nine lakh Munis (sages) who spread it to Other desciples.

The Chakmas believe that the cause of all illness and harm is either the act of human, devas or spirits. So, to get relief from such harm one should try to cure it with medicines, or drive away the spirits applying mantras, get protection wearing ANG (Yantras) in the form of TABIT(talisman),get protection by binding or burying ANG and medicine around the house or place of habitation or kill the disease causing spirits by calling and bind them in the process called KHANG (if it is with an egg) TONA(if in other process), or appease them with Pujo and sacrifices to release their hold.

A human may cause harm with Mantra (magical chanting), JADU (administration of corrosive substances) or TONA (applying black magic on the supposed body of a person in which portion of wearing clothes, hair, nail, soil from foot print or soil from place of urination is necessary), CHALLAN (deputation of spirits) BAAN (releasing of Baan, literally arrow in the form of black mantra) etc.

A deva or spirit may cause harm if their habitation or place of dwelling is invaded by making jhum, garden, construction of house etc. Or if it is made dirty by easing urine, latrine etc. In such a case they hold such a person and try to eat him up or cause harm. It is also believed that the spirits go for human hunting and if any one falls in their way, It is said that he or she acquire illness.

The Chakmas worship many deities for protection and cure from illness. Among them Kalia ,Parameswari, Oshya, Ganga, Bhhot, Dein, fairies, Planetary deities, Khagini, Moghini, Jugini, Preta Matris, etc. are main.Kalia is identified with Vishnu, Parameswari with Lakshmi and Oshya with Ganesha. They are worshipped at marriage and yearly family worship for peaceful and prosperous family life. Ganga for protection from illness and to release hold in a illness. Bhoot in illness, Dein and fairies are also in illness. They are also seen to worship Barmha Vishnu, Siva, Kali, Lakshmi and other deities mostly in illness. Among the other deities the worship are: Kala Khedar, Jugini, Siji, Mongsha, Hatya, Motya, Khagini, Mogini, Khega, Ajurho, Dyo, Chela, Ajrel, Nimochya, Ijingya, Ijingi, Ulombotyo, Chekkhang, Kalubhang, Lagochya, Lagorhi, Sip Kumori, Phool Kumori, Bor Kumori, Jal Kumori, Undur Kumori, Bhoot Kumori, Mhekkhang, Sajhani, Najoni, Phejari, Surjyokela, Chandrakela, Dagini, Kalika, Diburhi, Sapuri, Sikidhwach, Indradumba, Lulangsu, Ulanga, Naridyang, Than, Bor Shelya, Narengya, Byatra, Phool Ganga (Dhal Ganga/Dhaleswari), Rakkhwol, Bor Kumori, Sil Kumori, Mech Kumori, Bat Kumori, Bini Kumori, Swadip, Pwa Deveda,Kali jantur, Gattolya, Chembak, Mrala, Mrali, Krengha, Krenghi, Parmamhoch, Rwah proo Hajhangma, Khukkhyong, Sibangsa, etc.

PUJO OR WORSHIP : A Pujo or worship is performed for the appeasement of the spirits. All pujos are not the same. Some are performed by making idols and some without and are performed as per Pujo Bijak where the likes and dislikes of the deities are written. The Pujo Bijaks are preserved by the Vidyas. Some of the deities are given below with their powers.

1. Kalia : He is the son of Chandi. He is believed to be the master of family life and worshipped during Chumulang. He likes pig, cock.

2.Parameswari : She is the wife of Kalia and worshipped during chumulang.She likes hen and goat at Hoia.

3. Maa Lokkhi Maa. She is the goddess of wealth and worshipped at harvest and HOIA. She is also offered regularly on Wednesday with rice, curry and one egg. She likes pig at harvest.

4. Gongi Maa :She is the water goddess. She likes chicken, rice, lamp, flowers, goat etc. If she is displeased she can cause water born diseases, fever, cold, cough, lump, tumour etc.

5. Bhoot: He is said to be the son of Gongi Maa and her hunter. Before offering anything, Gongi should be worshipped first. Bhooda can cause fever, lump, tumour etc.

6. Biatra & Rwahproo: Identified with Rahu and Ketu and son of Gongi. They are also said to be the planetary deities. Biatra likes intestines of small chicken which has just come out from egg and which has not touched the earth.Which should be offered opening from the back. They can cause still born

babies, deformities etc.

7.Dhal Gonga or Dhaleswari : She likes white hen. If not available, other chicken should be made white by painting with white flour. She can cause thyphoid fever.

8.Dein : They are the witches. They can cause circulatory diseases like rheumatism, paralysis, gout, lums, tumours, skin diseases etc. They like chicken, pigs.

9.Puri : The fairies.They like flowers, sweetmeat,cakes,pigeon, goat etc. They can cause mental diseases.

10. Pret. They like egg and intestines of animals.. They can cause boils and also appear in frightful manner.

11. Siji Mongsha: They cause uneasiness in children and child colic pain sleeplessness etc.

12. Eda : Sprit of bravery. If Eda is not present in a body, such a person will tremble in fear. It can be called with a Pujo with cakes, sweetmeat, cooked chicken, money etc.

13. Ajurho ; He is the spirit of distillation of wine. If he is displeased, one will not enough wine in distillation. He is offered chicken.

14.Than : The quardian of a place and offered pig.

15. Hajangmha : Deity of wild life. If he is displeased, hunters cannot hit any wild animal. He can also let loose ferocious animal like tiger to kill human being and also send wild animals like boars to destroy crops.

16. Jokkhyo : They are the treasure guards. It can hold a greedy luring with treasure. Offered duck, black goat etc.

17. Basampudi : It is Vasumati, the earth. She is worshipped for good harvest.

18. Chandi : She is the master of weapons and accident. She is sometimes called Kali or Ketuga. She is offered goat.

19. Ochsya : He is idenfied with Ganesha and offered egg.

20. Michchingya : He is the human husband of Maa Lakshmi. Offered a cock.

21. Biatra : Hen.

22. Hela : pig

23. Jrel/Nimochya : Pig.

24. Narengya/Bor Shellya :Cock

25. Motdya : Cock.

26. Kala Khedar : He goat, cock.

27. Seven sisters (fairies) :Flower, Popped rice, sweetmeats etc.

28. Mochdya : Cock (in the jungle).

29. Kalubang : Cock and hen.

30. Mogonhi : white hen

31. Sip Kumori : White cock.

32. Phool Kumori : Hen

33. Bor Kumori : Hen

34. Jal Kumori :Hen

35. Undur Kumori : Hen

36. Bhoot Kumori : Hen

37. Hattya –Mottya : One cock and one pig.

38. Lookkhi : Five fist pig

39. Ajurho : Cock

40. Chekkhang : Hen

41. Mhekkhang : egg

42. Kala KHEDAR : BLACK COCK.

Among above, Byatra, Rwaproo, Mrola, Mroli, Krenga, Krengi, Pormamoch are Planetary deities related with child birth and child disease.Khagini, Mogini, Jugini are the daughters of Mokkhya Raja (Daksha?) Khega, Boga, Ulombotyo are Khaginis..Khuskhang, Along, Chempak, Sibangsa, are the Deins. Chela, chekkhang, are bhoots. Hachdya, mochdya, Ijingya, Ijingi are the Matris. Bhoot, Chela, Byatra, Ajrel, Nimochya, Dhal Ganga are the children of Ganga. The number of the spirits are said to be 1200 Matris, 1300 Deins, 2000 Khaginis, 12000 Bhoots, 13000 Prets etc. It is said that Daksha or Mokkhya Raja had one hundred daughters and two sons. Out of them, Ketuga, mother of Ravana, wife of Sukra Charjyo, Kajol Pudi and Sibong Pudi are main. Some were married by the devas, seven sisters namely Sajoni, Najoni, Phejori, Surjyo Kela, Chandra Kela, Siki Pudi and Kanchan Pudi went with the witches, five sisters namely , Iyandi, Chandi, Sep Pudi etc settled in HAJA, PIR KHANA, KULUK, DELDELI etc; Khagini and Moginhi become eater of puja offered by human, Seven sisters Phool Kumori, Bar Kumori, Sil Kumori, Mech Kumori, Bat Kumori, Bini Kumori, and Jal Kumori went with the fairies.

These deities and spirits are said to possess different powers. They cause different illness to human

beings and on being offended by encroaching their place of habitations or falling in the way of their hunting.

Therefore, the names of illness are named as Ajhor(shelter), Gulhee(pallet/bullet) etc. The place of habitation of sprits are said to be (1) Heil Gach (big evergreen trees, (2) Pagochya Gach (parasital trees) and the thirty six ill fated places called CHHATRICH MOKHAM (thirty six Mokhams). They are :

1.Haja Kuluk (salt forming place, the female organs.
2.Mageim
3.Nago Khat.
4.Nah Tana
5.Rijhyang.
5.Badol Khat (bats hole)
6.Kamar Dogan.
7.Selhoch Khat.
8.Dyo Dhulon (the ears).
9 Jama Bach.
10.Samugho Leijha Bach.
11.Kuhng Gach (the knees).
12.Bilei Jhammachya.
13.Neil Chumo Gat (mouth to ass).
14.Tang Mhang Ghat.
15.Kara Madi
16.Tara Pochya Gat (the eyes).
17.Byatra Bheedhya (the head).
18.Bamhoch Khat
19.Radha Ghara Chuk (breast).
20.Gonga Damdama
21.Pirh Khana
22.Manap Aruk (the body)
23.Gera Aruk (the skeleton)
24.Sina Kijing (the neck).
25. Ubu Dogan (navel).
26.Kajhee (four limbs)
27.Nimuchchya Aruk (body without head).
28.Khar chhagoni (ash strainer) and others.
29. Tudhing khola,
30. Debeda gorh,
31. Pwo kaba,
32. Puri Khat,
33. Ui phut.

These thirty six ill fated places are formed on those sites where limbs of Siki Pudi has fallen. Siki Pudi is said to be one of the hundred daughters of Mokkhya Raja (Daksha). Daksha had two sons, - Changali and Bangali. When they were at war for power, Sikhi Pudi, one of their sister, entered in between them in the battle field to stop the fight and died with the arrows of both brothers. As a resultthey stopped fighting and compensated their nephew Kala Khedar by delegating the power to get pujas on their behalf from the human.

Apart from above, the Chakmas take finding of dead animals on any place as ill fated like Shambar, Deer, Monkey, Inguana, Tortoise, Snake Birds etc. For which they drive away the ill luck called PHEE with Bola Kada rite. There are also some other PHEE like:- Bola phee, (on seeing dead animal) Sil phee, Manei phee, Chang phee, Mang phee (on entry of a king in common man house), Naga phee (on entry of snake in a house), Lwah phee, Lo phee (on finding blood in a house), Ui phee (on entry of motes in a house), Gui phee (on seeing a dead inguana lizard), Dur phee(on seeing a dead tortoise) totaling thirty phee.

The Vaidyas (physicians) also apply their Mantras on the following thirtysix vital points called CHHATRICH MOKHAM for curing a patient:

1. Tallo (Crown of head)
2. Two eyes
3. Two ears
4. Nago Madha (Tip of nose)
5. Mouth
6. Thurhee (Chin)
7. Toda (Throat)
8. Demi (below the neck)
9. Kongodha (two Collar bones)
10. Kandha (Shoulders end)
11.Bogol (Arm pits)
12. Hadho gabhi (End of wrist (front)
13.Buk (Chest)
14. Dudho Madha (Two nipples)
15.Gupto dwor (Back of the Chest)
16. Bangdudhottole (Three finger below the left nipple)
17. Dein dhago harho thum (End of right rib)
18. Lheplevi (Solar flexus)
19. Nabhi (navel)
20. Tol pet (Three finger below the navel ie. Abdomen)
21. Adhu (Knees)
22. Jom dwor (Between the Thumb and index)
23 Thengho pit (Back of feets)

24. Kobal (forehead)
25. Telodi (ends of thighs)
26. Puno Tinjurhi Har (cocynx)

As per traditional belief a person do not get sick or face loss unless it is caused by human being or by the devas and spirits. The spirits get offended if their habitation is encroached or if one come as per traditional belief a person do not get sick or face loss unless it is caused by human being or by the devas and spirits. The spirits get offended if their habitation is encroached or if one come across their way. Some spirit like the ghost and the yaksha also come out to hunt human being. So to get relief from such harm one should have protection in the form of talishman and try to release the hold of the spirit by curing the harm caused. It should be with medicine, mantra and through appeasement of the spirits in the form of Puja and animal sacrifice. One may also get protection by possessing magical writing (magical diagram) in the form of amulet. And ANG. An affect can be cured with medicines or by applying mantras on the thirty six vital points of the body. The less powerful spirits can be driven away with medicines and mantras. But the powerful spirits should be appeased with puja and also exchange of life with life in the form of animal sacrifice. Therefore, while sacrificing an animal, the OJHA (exorcist) states that – " I am offering you life for life, blood for blood, bone for bone, liver for liver, meat for meat, etc. etc. you please accept it and pardon him/her (the patient) and flow the illness beyond seven seas and seven islands etc. etc".

A Vaitdya (physician) diagnose an ailment by physical examination of the pulse and affected part and studying symptoms and prescribes medicine from his experience and consulting the books of TALLIK, the traditional book of medical formula. In which the name of the ailment, symptoms, list of medicines and the method of application is clearly written. He has also got other methods like GONANA, DABON CHAHNA, BAN TULHI DENA, KHURI HADANA, MOROLA CHAHNA ETC. He also ascertains whether it is the act of humane, devas or spirits. He also ascertains which spirit has caused such illness that wheter it is the act of BHUT, GONGA, DEIN, NARENGYA, SIJHI, MONGSHA, etc. etc.

The medicines are of two kinds, BONAJA (jungle herbs) and PAJARHI (dried and preserved medicines including metal, salt, chemicals etc.) It may also contain worms, insects, animal extracts etc. The BONAJA medicines may be of tender shoot, leaves, branches, roots, barks, flowers etc. Some medicines are collected after offering a betel roll which is called PAN BATTEI TULONHA. The medicines may be used in many ways :

1. Buri banei khana : to make ball or tablet and taken with cold water, worm water or Lwoh Dak gorhi (dipping a hot iron rod).
2. LEP Dena " to apply the paste".
3. Banhi Thona : to keep bandaged.
4. GHOJHI KHANA : to rub (especially the root or branch) on a stone and make a syrup and drink it.
5. GOROM DENA : to apply heat. It is done by crushing the tender leaves into a pulp which are made pouces with piece of clothes, roots, leaves, branches are boiled in a pot. Above the pot a perforated lid or a strainer is placed. The pouches are placed on it to give heat. That pouces are applied on the affected part.
6. UJHEE GADHEY : to take bath with medicine boiled water.
7. PATTI DENA : to use as a patty on the affected part especially on wound, boil etc.
8. MAJANA : to massage.
9. KHANA : to eat or drink.
10. GULI DENA : to apply.
11. UJHI KHANA : to take after boiling.
12. CHUMONHA : to inhale
13. NOCH GORANHA : Inhalation
14. LWOH DAK GORHI KHANA : to dip a hot iron rod on the syrup.
15. BURI BHANGI BHOREI DENA : to rub the medicinal ball by cutting the skin.
16. LEP Dena " to apply the paste.
17. Banhi Thona : to keep bandaged.
18. GHOJHI KHANA : to rub (especially the root or branch) on a stone and make a syrup and drink it.
19. GOROM DENA : to apply heat. It is done by crushing the tender leaves into a pulp which are made pouces with piece of clothes, roots, leaves, branches are boiled in a pot. Above the pot a perforated lid or a strainer is placed. The pouches are placed on it to give heat. That pouces are applied on the affected part.

20. UJHEE GADANHA: to take bath with medicine boiled water.
21. PATTI DENA : to use as a patty on the affected part especially on wound, boil etc.
22. MAJANA : to massage.
23. KHANA : to eat or drink
24. GULI DENA : to apply.
25. UJHI KHANA : to take after boiling.
26. CHUMONHA : to inhale
27. NOCH GORANHA : Inhalation
28. LWOH DAK GORHI KHANA : to dip a hot iron rod on the syrup.

The followings are the list of names of ailments which the Chakma Botdyos diagnose with their experiences and consulting their book of Tallik where the symptoms and medicines are prescribed :

1.A Jagat Jonnyo
2.Agajha Tel Pak
3.Agalani Jat Gonga Ajhar
4.Agalani Jat Pet Pira
5.Agalede Jat Gonga Ajhor
6.Ajamhi Jat Dyo Krengha
7.Ajarha Chigutthya
8.Ajarha Rak Sudani
9.Ajrela Dola
10.Asamhi Gulhee Pormahoch

Baghei
Bak Jal
Bandor Agajha
Bandor Bhudho Ajhor
Bandor Kach
Banha Kach
Bar Ghum
Bar Krengha
Bar Megha Rup Dhatu
Bar Sijhi Ajhar
Bargi Pira
Barha Jat Takket
Barho Jat Siji Ajhar
Barho Jat Takket
Bat
Bat Dhadu
Bayu Sandek
Behajami
Beich Jat Gulphi
Beich Jat Jhaghama Pira
Beich Jat Pagal
Beich Jat Polla
Beich Jat Takket
Beraide Jat Gonga Ajhar
Bhoodho Dhiba
Bhoodho Disti
Bhubantar
Bhudho Ajhar
Bhudho ajhor
Bhudho Gulhi Pormahoch
Bhut Dhabhani
Bhut, Dyo, Puri, sab Pagola Daru
Bich Baghei
Bich Bat
Bich Garal
Bich Jar
Bich Phora
Bich Takket, Chhara Takket Dola Takket
Bich Takket, Chhara Takket Dola Takket
Bijat Hoidye Jat Gonga Ajhar
Bijho Bhaba Chigutthya
Bijho Jar
Bijya Ujonnya someley
Brihach Tattari Brip Jar
Brihachpodi Ajhor
Buk Sul
Butdhoma
Chaga Jat Bhudho Abang
Chak Bich
Chak Gulphi
Chaktei Bich
Cham Mandek
Chandra Dhatu
Chat Pira
Chattrich Jat Polla
Chela Gulhee Milani
Chemeleng Bat
Chet eriya Ajhar
Chhara Gulphee
Chhattrich Jat Bhudho Ajhor
Chhora Gulphi
Chigutthya Ajhor
Chigutthya Jat Bhudho Ajhor
Chigutthya Jat Gonga Ajhar
Chigutthya Jat Gonga Ajhar

Chigutthya Jat Gonga Kram
Chit Bat
Chit Polla
Chok Pira
Chok Pira Abang
Chokh Ajhor
Daba Pira, Tinno Pira
Daba Pirai, Kanna Suley
Dal Jonnyo
Dal Jonnyo Pwa Pira
Dammwa Jat Gonga Ajhar
Dat Suloni
Dein Bat
Dein Bat
Dein Krengha
Deino Ajarha Parmahoch
Deino Ajarha Tel Pak
Deino Ajharey Todat Phejha Bachsye Parha Haley
Deino Dhiba
Deino Ditti
Deino Gulhee
Dembal
Deno Phal
Dhajhabanggha Bayu Sandek
Dhak Buk Bachchyani
Dhak Somaidye Jat Pwa Pira
Dhal Gonga Ajhor
Dhal Jat Gonga Ajhor
Dhal Jonnyo
Dhamhulhu Pira
Dhamulu Pira
Dhathu Achsree
Dhatu
Dhel Jat Gonga Ajhar
Dhoghoni Jat Gonga Ajhor
Dhoghoni Kach
Dhogonhi Jat Gonga Ajhar
Dhonuchtonkar
Ditti Abang
Ditti Nar Sul
Ditti Pet Phuleya
Dola
Dola Gulphi
Dola Pormahoch
Dola Ujei Na Parede Daru
Dujho Dola
Dumbroo Jal
Dut Achsree
Duttya Pira
Dyo Ajhar
Dyo Gulhee
Ga Panhee Dhoroni
Garbha Bich
Garbha Gulhi
Gattana Pira
Gha Jat Pwa Pira
Ghagot Pira
Ghergheri Jat Pormahoch
Girgiraidey Jat Gonga Ajhar
Gola Bhangiley
Gola Jat Pwa Pira
Gonga Ajarha Petpira
Gonga Ajarha Pormahoch
Gonga Ajhar
Gonga Ajhar
Gonga Ajhara Jat Pormahoch
Gonga Ajharey Bich Badey
Gonga Ajharha Toda Pira
Gonga Ajhor
Gonga Ajhor-Gonga Bich
Gonga Bijhar
Gonga Dola
Gonga Gulhee
Gonga Gulhee
Gonga Gulhee Milani
Gonga Gulhi Milani
Gonga Phal
Gonga-Narenghye Pormahoch
Gulhee Abang
Gulhee Abang
Gulhee Abang
Gulhee Ajhar
Gulhee Ajhor
Gulhee Jat Pormahoch
Gulphi Dhajha Bhangha
Guro Hagharar
Guro Hoinei Rakta Chaliley
Guro Hugurhi Udilhey
Guro Jar
Guro Kach
Guro Pwar Cheda Madha Ullei Gelhey
Guroi Jwil Nhighilelhe

Guroi Nijhech-abhach nei gurhi Kaniley
Guror Chhota Pesap-Bor Pesap Bhangonee
Guror Dhak-Buk Someley
Guror Dut Ditti
Guror Elajibhram
Guror Jarat Gadonhi
Guror Kach
Guror Kut Bhangoni
Guror Malum Dhullye
Guror Sir Tiktgele
Guror Surchurhi Ajhar
Gutthya Tontonaidey Jat Bhudho Ajhar
Haat Mhut Gorhithaidey Jat Pormahoch
Haat-Theng Tanguraidey Jat Gonga Ajhar
Haay Mhut Gorhi Thaidey Jat Pormahoch
Hagara
Hagara Jat Parmahoch
Hagara Jat Parmahoch
Haghara Jat Pormahoch
Hagharha Bich
Hagharha Sutiga
Hangoni Jat Pwa Pira
Har Abang
Har Bhanga
Har Milani
hhaya Bhudho Ajhor
Ibilhik Bhudho Ajhar
Jal Sutiga
Jananar Rakta Gelhe
Jar Adatthun Tulonhi
Jar Jat Pormahoch
Jar Kesari
Jar Mrittunjoy
Jara Ajhar
Jeim Bat
Jembhu Bat
Jhagama Pira
Jil Chabaidey Jat Pormahoch
Jilo Ugurey Jil
Jonanar Tolpedat Dola
Jonnyo
Juk Pinak
Junhit Haidey Phagana Abang
Juro Jat Gonga Ajhar
Juro Jat Pormahoch
Jwar Adatthun Tulonhee
Kach
Kach Chharhim, Bich Jarim
Kach Salem
Kachswo Jat Pwa Pira
Kaleya Bhoodho Ajhar
Kamani Tulonhee
Kan Goliley
Kandra Jat Pormahoch
Karna Sul Pwa Pira
Keim Krengha
Khaba-Khappya Jat Pwa Pira
Khanggi Pira
Khankhijechsya Parmahoch
Khojeya Kach
Khojeya Kach
Khurho Pira
Kiding
Kodeyha Jat Pormahoch
Kodeyha Jat Pwa Pira
Kon Bhudho Ajhar
Krengha
Krengha Bhudho Ajhar
Krengha Jat Gulhee Pormahoch
Krengha Jat Pormahoch
Krengha Pormahoch
Kugur Bich
Kugur Pira
Kup
Kur Pirar
Kurhi Kan
Kut Bhanghoni
Lakkya Kach
Lamba Jar
Lamoni Jat Gonga Ajhor
Lechswa Jonnyo
Lo Abang
Lo Achsree
Lo Jat Deino Abang
Lo Mudiley
Lo Pinak
Lulho Jat Pwa Pira
Madha Tonroni
Magajhat Dharedey Bhudho Ajhor
Magoraga Jat Rumu Ajhar
Mak Bhudho Ajhor
Mandek
Mardani Jur Garanhee
Megulho Bhudho Ajhor

Mek Ajhor
Mek Jat Pwa Pira
Mila Pira
Modhu Jonnyo
Mogonhee Ajhar
Mrala Krenga
Mrola Krengha
Mu Pira
Muchsyo Jat Parmahoch
Mur Takket
Mut Sul
Na Jat Phullya Pandu
Na Jat Pullya, Pandu, Palong
Na Mattya Bhudho Ajhor
Nabhi Ghurghurhee Pet Pira
Nabhi Pet Pira
Nagedhi Lo Gelhe
Nagp Phola Laraidey Jat Pormahoch
Nakkrang
Narenghya Bhudho Ajhor
Narhengya Dola
Nari Bat
Neioht Hoidey Jat Gonga Ajhar
Neioht Toley Hoidey Jat Gonga Ajhar
Neiyhot Toley Hoidey Jat Gonga Ajhar
Neiyhot Toley Hoidey Jat Pet Pira
Nijhi Bhudo Krengha
Nir Bat, Jeim Baat
Nwa Byanir Rban Halhey
Oghoi Jat Pwa Pira
Pagal Bhudho Krengha
Pagal Kugurey Kamarlye
Pagol Bhudho Ajhor
Pang Sul
Panja Bhudho Ajhar
Pannhya Abang
Patda Pira
Peda Bhidhirey Pwa Malhey
Peda Bhidhirey Ruk
Pet Phuleya Dichti
Pet Pira
Pet Pira Jat Gonga Ajhar
Pet Pira Jat Pormahoch
Phejha Ajhar
Phelu Bhudho Ajhor
Phoja Jat Pwa Pira
Phojha Jonnyo
Phool Bahar Goronhi
Phool Jat Rajaksala Abang
Phullya Jat Abang
Phullya Jat Pwa Pira
Phullya Pira
Pokkhi Bat
Pormahoch Krengha
Puch Nali
Puri Krengha
Puruch Jur Goranhee
Puruch Marei Dilhey
Pwa Ogoliley
Pwa Ajhar
Pwa Bhudho Ajhar
Pwa Chemeleng
Pwa Jar
Pwa Palong
Pwa Pira
Pwar Pet Pira
Rajaksola Besi Gelhey
Rak Krengha
Rakta Abang
Rakta Bishar Nach Pak
Rakta Dujhar
Rakta Jat Gonga Ajhar
Ranga Jat Pwa Pira
Ranga-Kala-Dhup Jat Pwa Pira
Rekkhajhi Ajhar
Ritu Pira Abang
Ronghya Bhudho Ajhor
Ruk Dola
Ruk Gulphee
Ruk Kach
Ruk Pinak
Rum Bhudho Ajhar
Rumu Abang
Rumu Ajhar
Rumu Bojanhi
Rumu Pojani
Rwhaiproo Ajhar
Saat Jadi Bhudho Ajhor
Saat Jadi Kach
Saat Jat Chigutthya
Saat Jat Chok Ajhor
Saat Jat Ditti -Behajami
Saat Jat Gonga Ajhar
Saat Jat Gulphi

Saat Jat Pormahoch
Saat Jat Ronghya Bhoodho Ajhar
Sabe akhuttya
Sahachchra Ajhar
Sahachchra Nir Bat
Sala Bandha Deino Chumi
Sandek Badi Jar
Sang
Sang Sul
Sang sul Jat Pwa Pira
Seba
Sejhi Krengha
Shoni Ajhar
Siji Ajhar
Sir Bat
Sudiga Takket
Sughunho Jat Gonga Ajhar
Sughunho Kach
Sughuno Jat Ditti
Sughuno Jat Gonga Ajhor
Sulhonhee Jat Takket
Suloni Jat Deino Ajhar
Suloni Jat Gonga Ajhar
Surchurhi Jat Deino Ajhor
Sursurhi Ajhor
Suteya Chemeleng
Takket
Takket Dhajha Bhangga
Tekkhya Jar
Thach Gorhi Palhey
Theng Pira
Tinno Pira - Daba Pira
Tinno Pira - Daba Pira
Tk Pira
Toda Pira
Tokka Jat Gulhee
Tokka Jat Pormahoch
Tongka Jat Gonga Ajhar
Tongka Jat Pormahoch
Udho Chhere Dado Chhere Jil
Udo Gulphi
Ul
Unduchchya Jat Gonga Ajhor
Undur Takket
Undure Kamarlye
Rojhe dhorana
Sandek Badi Jar
Rok Krengha
Dudho Disti
Bijyat hoide jat pwa pira
Khul Ghjamede jat pwa pira
Jor ajhar
Phora jat pwa pira
Elaji Bhram
Tinnwa pira
Bhudo Disti
Sang jat pwa pira
Suguno jat gonga ajhor
Dola jat gonga ajhor
Bijyat hoide jat gonga ajhor
Gulhi abang
Chigutthya jat Gonga bich
Beraide jat gonga ajhor
Hat theng tanguraide jat gonga ajhor
Tonga jat Gonga ajhor
Asami gonga gulhi
Rekkhoji Ajhor
Grogochsola bech gelhe
Bhudo dhibhya
Gonga Dhibhya
Pedo bhidhire pola moriley khalach gotani
Romu nhighilile
Romu Ajhor
Garbha ajhor
Dola jat Romu Ajhor
Romu Abang
Gulphi
Takket
Chit Bat
Kan Pira
Bijittya
Bijittya tel Pak
Phora jat pwa pira
Bich Phora
Kumkumo
Sabana
Pijilhya
Kech phora
Dot
Agajha
Khoch
Pharangi
Kur
Kajochya Phora
Dembal
Dola

The struggle for identity continues in Arunachal Pradesh

Tejang Chakma

The agonizing wait for a permanent solution continues for the Chakmas and Hajongs of Arunachal Pradesh. Jubilation was writ large on the hearts of about 54,000 Chakmas and Hajongs, as the Government of India constituted a Four Party Committee on 10 August 2010 to find a permanent solution to the long pending Chakma-Hajong issue.

The Committee ignited a ray of hope for the Chakma and Hajong communities. However, the talks delayed as the Committee failed to hold even a single meeting at the end of 2011. Finally, the Committee held its first meeting at Itanagar, Arunachal Pradesh on 9 January 2012. The Committee arrived at a consensus that the Chakmas and Hajongs who migrated to India between 1964 and 1969 will be accepted as Indian citizens. In this context, the Committee for Citizenship Rights of the Chakmas and Hajongs of Arunachal Pradesh has been asked to conduct a survey to identify those who migrated during 1964-69. The next meeting of the Committee will start once the survey report is verified and submitted. Currently, the survey is under process.

This is a major breakthrough on the fate of the Chakmas and Hajongs who remained statelessness for the last 48 years and deprived of the very basic human rights.

One of the most abstract of human rights, the right to an identity and a name, is intrinsically linked to nationality. The statelessness of the Chakmas and Hajongs means that they have no legal identity and have no voice in influencing the society in which they live. Consequently, the Chakmas and Hajongs are not only deprived of the basic rights but also the supplementary rights which are not covered by the principal human rights conventions which are available only to the citizens. Some of which include higher school education and various other economic, social and cultural rights.

The majority of the Chakmas and Hajongs are poor. With no support from the government their condition can be best described as pathetic. Before describing the present condition of the Chakmas and Hajongs I would like to emphasize on the events and developments since the arrival of the Chakmas and Hajongs in Arunachal Pradesh. The situations of the Chakmas and Hajongs can be broadly divided into three categories according to the developments in each respective period as noted below.

1964 to 1979: A period of harmony

In the early part of 1964, about 2,902 Chakma and Hajong families comprising of about 14,888 persons migrated to India. The Government of India made all arrangements and provided all the basic facilities required during their transit. Later, the Government of India, after detailed deliberations with the native tribal chiefs of the then North East Frontier Agency (NEFA), Administration, and the then Government of Assam, settled the Chakmas and Hajongs in three districts namely, Lohit, Tirap (now Changlang) and Subansiri (now Papumpare) under a 'definite plan' of rehabilitation. The Government of India allotted agricultural lands and extended all helps including free rations, cash doles to the Chakmas and Hajongs to help them rebuild their shattered life.

The Chakmas and Hajongs are tribal communities and are Buddhists and Hindus respectively. So, they immediately got assimilated into the native tribal culture. By dint of sheer hard work, the Chakmas and Hajongs established a settled life. Many of the educated Chakma and Hajong youths were absorbed in services in the state government.

The Chakma and Hajong children received free education, stipends, book grants etc. Trade licenses were also issued.

1980 to 2009: A mixed period

Since 1980 misfortune struck the Chakmas and Hajongs. As the anti-foreigner agitation in neighboring Assam spread to Arunachal Pradesh, the Chakmas and Hajongs started receiving hostile and discriminatory treatment. All the facilities previously enjoyed were gradually withdrawn. The discrimination aggravated with Arunachal Pradesh becoming a State in 1987.

The Chakmas and Hajongs realised that the situation will continue in the absence of citizenship rights. In 1991, the Committee for Citizenship Rights of the Chakmas of Arunachal Pradesh (CCRCAP) was formed to demand conferring of Indian citizenship to the Chakmas and Hajongs. However, the State Government became more hostile.

In 1994, the Chakmas and Hajongs were asked to leave the state by September 1994 or face dire consequences. Fearing for their lives, a large number of Chakmas fled the state and took refuge in the neighbouring State of Assam. However, the Assam Government ordered shoot-at sight against the fleeing Chakmas.

With no option left, the CCRCAP sought the intervention of the National Human Rights Commission (NHRC) following the deadline and threat to lives and properties. In December 1994, the NHRC directed the State Government to take all necessary steps to protect the lives and liberty of the Chakmas and Hajongs. But, the State Government failed to honour the direction of the NHRC. Faced with this dire situation, the CCRCAP again approached the NHRC in October 1995. Hence, the NHRC approached the Supreme Court (SC) to seek appropriate relief. In January 1996, the SC gave its judgment, among others, ordered the state and central government to process the citizenship applications of those who had migrated and protect the lives and liberties of the Chakmas and Hajongs. So far, not a single Chakma and Hajong who had migrated to India have been granted citizenship.

The State Government also made every attempt to create obstacle to deny enrolment of the eligible Chakma and Hajong voters who are citizens of India by birth in the electors' lists. Aggrieved with the non-inclusion, a writ petition was filed before the Delhi High Court. In its judgment on 28 September 2000, the Delhi High Court ordered enrollment of all eligible Chakma and Hajong voters into the electoral rolls.

This period also witnessed a historic moment. Although, the judgment of the Delhi High Court continued to be flouted, 1,497 Chakmas and Hajongs for the first time exercised their franchise in the Parliamentary and Arunachal Pradesh State Assembly Elections in 2004.

Subsequently, thousands of claim forms were submitted by the eligible Chakmas and Hajongs. However, majority of them were rejected on fictitious grounds. Yet, this is the defining moment for the Chakmas and Hajongs.

2010 to present: A ray of hope

The beginning of this period was bumpy. There were desperate attempts to show the Chakmas in bad light through media campaign.

Gradually, the situation calmed down with the formation of the High Level Committee by the government of India to find a permanent solution to the long pending Chakma-Hajong issue. The Four Party Committee, constituted on 10 August 2010, is headed by the Joint Secretary (North East), Ministry of Home Affairs (MHA) and comprises representatives of State government of Arunachal Pradesh, Committee for Citizenship Rights of the Chakmas and Hajongs of Arunachal Pradesh and All Arunachal Pradesh Students Union.

Unfortunately, the Committee failed to hold any talks even after the more than one year. The meetings got delayed on various pretexts. For instance, the Committee was supposed to meet on 17 October 2011 in Itanagar, but failed. Finally, the Committee held its first meeting at Itanagar, Arunachal Pradesh on 9 January 2012. The Committee arrived at a consensus that the Chakmas and Hajongs who migrated to India between 1964 and 1969 will be accepted as Indian citizens. In this context, the Committee for Citizenship Rights of the Chakmas and Hajongs of Arunachal Pradesh has been asked to conduct a survey to identify those who migrated during

1964-69. The next meeting of the Committee will start once the survey report is completed. Currently, the survey is under process.

This is a major breakthrough on the fate of the Chakmas and Hajongs who remained statelessness for the last 48 years and deprived of the very basic human rights.

Present conditions of the Chakmas

No doubt the year 2012 started with a positive note for the Chakmas of Arunachal Pradesh. But, there is no improvement in their overall situation. The lack of citizenship has been the primary reason for their pathetic socio-economic conditions.

Due to state government's policy of neglect and exclusion no schemes, including Central schemes, are provided for their development. The problems being faced by the Chakmas and Hajongs are increasingly showing its ugly heads in recent times.

Lack of health facilities

The health facilities available to the Chakmas and Hajongs of Arunachal Pradesh are grossly inadequate. There is only one health centre at Diyun circle where majority of the Chakma and Hajong population resides. There are villages where there is no health centre despite substantial population.

As a result, a number of people die due to lack of medical facilities every year. Some even dies from curable diseases such as dysentery, diarrhea, viral fever, etc. In October-November 2011, at least 10 Chakma children died due to malaria at M-Pen village in Miao subdivision of Changlang district. There is no health care centre in the village. The villagers have to cover a reasonable distance by foot to reach the nearest Sub-Divisional Hospital at Miao. No effective step was taken by the local administration to control the disease and no health camp was set up. The health officials rushed to the village only after the deaths of more children in November.

In fact, representatives from the health department rarely visit Chakma inhabited areas have. to go to Assam for treatment. But as the majority of the Chakmas are poor they cannot afford and have to rely on traditional healers for every disease.

Lack of higher schools

Education, which is generally seen as the foundation for the development and progress of any society, remained grim in Chakma inhabited areas in the state. This was largely due to state government's repressive policy against the Chakmas since 1980 in the wake of the anti-foreigner agitation in Assam. In 1994, schools were withdrawn in Chakma areas in Changlang, Lohit and Papumpare districts, where the Chakmas inhabit and Chakma children were denied admission in other schools outside the Chakma areas.

Subsequently, these schools were opened especially with the launch of the Sarva Shiksha Abiyan (SSA). Further, the state government can also no longer deprive the Chakma children of elementary education which has become a "fundamental right" with the enactment of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE), 2009. Yet, access especially to secondary and higher secondary education continued to be difficult for the Chakma children.

There is no denying the fact that most of the Chakma inhabited villages presently have schools. But, these schools provide education only up to elementary level. More and more Chakma students are passing out of elementary education every year and consequently pressure on secondary education is increasingly being felt due to lack of secondary schools in the Chakma inhabited areas in all the three districts of Changlang, Lohit and Papumpare.

The situation is worst in Changlang district where majority of the Chakmas live. Presently, the total population of the Chakmas, including the Hajong community, is about 46,691 in the district according to a Special Survey Report of the state government. However, there is only one secondary school for the entire Chakma and Hajong population of the district. It is difficult to get admission in secondary schools which are located in non-Chakma areas. In some areas, Chakma students are not given admission at In the absence of medical facilities, the Chakmas all.

For example, at least 88 Chakma students, including 27 girls, were denied admission to Class IX in two schools at Miao and Kharsang circles. Consequently, the right to education of these children is blatantly violated, resulting in their future being uncertain.

Students who have the financial capacity take admission outside the state such as Assam, Delhi, etc. But, the majority of them, who are poor, have no option but to discontinue their studies. Consequently, drop-outs rate is increasing every year. School drop-outs marry early, ends up as unskilled labourers, domestic servants and few even get involve in antisocial activities. Every year, many of these drop-outs, including the girls, are going outside the state such as Delhi, Uttar Pradesh, Gujarat etc in search of petty jobs. They work in hostile conditions and remain extremely vulnerable to abuse.

Similarly, the Chakmas face problems of unemployment and excluded from other basic facilities. The Chakmas are neither covered under the public distribution system nor jobs are provided under the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS).

Yet, against all odds, the Chakmas are surviving and hopeful that one day their struggle will bear fruits.

Tejang Chakma is a researcher with an NGO in New Delhi.

স্থাপিত ঃ ২০০৯ দূরভাষ ঃ ৯৪০২১৪২৮২৩

বুদ্ধিষ্ট কালচারেল এস. এইচ. জি.
ঠাকুরছড়া এ. ডি. সি. ভিলেজ
গন্ডাছড়া, ধরাই ত্রিপুরা

এখানে যত্ন সহকারে লৌহার দরজা, জানালা, ঘরের ট্রাস্ট, সরকারী আলমারি এবং বিয়ের শো-কেইস তৈরী করা হয় এবং সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

সততাই আমাদের মূলধন।

সম্পাদক
বুদ্ধিস্ট কালচারেল এস. এইচ. জি.
ঠাকুরছড়া এ. ডি. সি. ভিলেজ

অধুনা প্রকাশিত চাকমা সাহিত্যের পরিপূরক ঝলক

চাকমা অসীম রায়

সৌন্দর্যের অন্যতম প্রাকৃতিক ফুল। স্বভাবতঃই যুগপৎ মুগ্ধ ও আকর্ষণ করে যদি তা কারুর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির কার্যকরী অবলোকন হয়ে থাকে। আর আমরা জানি সেই ফুল জাগতিক পরিবেশে এই মাটিতে জন্ম নিয়ে সত্ত্বার বিকশন ঘটায় আপন সৌন্দর্যের। যেমন- মোহময় মানব-মানবী যুগ-যুগান্তের তাদের নিজ নিজ পরিবেশে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সুখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার সুহৃদ চাকমা এর ভাষায় মননের প্রবল আলোড়ন বিলোড়নে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে দক্ষ হাত, দক্ষ দৃষ্টি শক্তি, পরিশীলিত মস্তিষ্ক ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সার্বিক সক্রিয়তার প্রসূত সৃষ্টিই হচ্ছে সাহিত্য। (কবিতা ও আধুনিক চাকমা কবিতার পটভূমি-সুহৃদ চাকমা-গিরি নির্ঝর, উসাই-৮৭)

প্রসঙ্গত সাহিত্য একাডেমী এবং ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত 'বহির্বঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও ত্রিপুরার আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য' বিষয়ে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ১৯ হইতে ২১শে জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং এই তিন দিনের আলোচনা চক্রের শেষ দিনে ত্রিপুরার আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য শীর্ষক আলোচনা সভায় পঠিত 'ত্রিপুরার চাকমা সাহিত্যের রূপরেখা' ভাষনে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সুবিদিত কবি, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার নিরঞ্জন চাকমা ব্যক্ত করেছেন যে- 'চাকমা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের মধ্যে যেমনি সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত (মগধী, সৌরসেনী, পৈশাচি) ইত্যাদির শব্দ ও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বাংলা, অসমিয়া, হিন্দি ইত্যাদির শব্দ ও তেমনি মঙ্গোলিয় ভাষা গোষ্টির ভোট-বর্মী ভোট-চীনীয় ও তাই-অহোম (Tai-Ahom) শাখার তিব্বতী, বার্মিজ, আরাকানিজ, বড়ো, থাই, কাডাই ইত্যাদি ভাষার বেশ কিছু শব্দ যেন চাকমা মৌলিক শব্দের আদল নিয়ে বিরাজ করছে।

চাক্‌মা ভাষার মধ্যে এ ধরণের বহু বিচিত্র ভাষাবর্গের শব্দাবলী সন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে অনুমান করা চলে যে, অতীতের বিভিন্ন সময়ে চাক্‌মারা তাদের জাতীয় জীবনের নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে যেমন একদিকে বিভিন্ন জাতিগোষ্টির সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভ করেছে, অন্যদিকে একাধিক ধর্মীয় ধ্যান ধারনা যথা- বৌদ্ধদের তন্ত্র ও মন্ত্র যান, হিন্দুদের শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদ এবং প্রাচীন উপজাতীয় সুলভ উপাসনা ইত্যাদি নানা বৈচিত্রপূর্ণ জীবনধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু প্রধানতঃ প্রতিকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দরুন এতোসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ তেমন আশানুরূপ ঘটেনি। অন্ততঃ গ্রহণযোগ্য লেখ্য সাহিত্যের ঐতিহ্য তমন সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ নয়। অবশ্য চাক্‌মাদের মধ্যে নিজস্ব লিপির প্রচলন অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান রয়েছে যাদের আকৃতি ভারতীয় (Brahmi) লিপির সাথে তুলনীয়। কেবল তাই নয়, চাক্‌মাদর এই লিপির সঙ্গে ব্রহ্মদেশের বার্মিজলিপি, আসামের প্রাচীন অহোমদের অহোম লিপি, খামতিদের খামতিলিপি এবং দক্ষিণ ভারতীয় তামিলদের তামিললিপির সঙ্গে সমভাবে তুলনীয়। এসব লিপির সাহায্যে প্রাচীনকাল থেকে তালপাতার পুঁথিতে তারা তাদের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র (চাক্‌মা ভাষায় তালিক শাস্ত্র), লৌকিক দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত পূজার মন্ত্র ও ধর্মীয় পূজার্চনা বিষয়ক গ্রন্থাদি (যথা 'আগরতারা' ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ করে রাখতো।

এরই অন্য অধ্যায়ে নিরঞ্জন চাক্‌মা সমগ্র চাক্‌মা সাহিত্যকে বিন্যাস করেছেন মূলত ঃ ৩টি ভাগে। যথা- ১) প্রাচীন যুগের সাহিত্য ২) মধ্যযুগের সাহিত্য ৩) আধুনিক কালের সাহিত্য।

প্রাচীন যুগের সাহিত্যে সন্নিহিত করেছেন ঃ-

১) মৌখিক (Oral) সাহিত্য ঃ- যেমন- চাক্‌মা সমাজে গেংখুলি নামে পরিচিত চারণ কবিদের দ্বারা সৃষ্ট ঐতিহ্যবাহী পালাগান মূলক (Ballad) কাব্য সমূহ- ক) রাধামন ধনপুদি পালা খ) চাদিগাং ছারা পালা গ) গোজেন লামা (সিরিখি পথম্) ঘ) লরবুয়-মিদুঙী পালা।

২) লেখা সাহিত্য ঃ- ক) পরিশুদ্ধিমূলক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মন্ত্রাদি, খ) চিকিৎসা শাস্ত্র, গ) আগরতারা (মোট সংখ্যা ২৮ এবং এর মধ্যে ৭টি দুস্প্রাপ্য)।

মধ্যযুগের সাহিত্যে সামিল করেছেন ঃ-

১) ধর্ম সম্পৃক্ত সাহিত্য ঃ- ক) বুদ্ধ লামা খ) গোজেন লামা (চাকমা শিবচরণ কর্তৃক রচিত-রচনাকাল আনুমানিক ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।)

২) সমাজ সম্পৃক্ত সাহিত্য ঃ- ক) চান্দবী বারমাস খ) মেয়্যাবী বারমাস গ) কালেশ্বরী বারমাস গ) রংপুদি বারমাস ঙ) কিরব্যাবী বারমাস চ) রঞ্জনমালা বারমাস ছ) তান্যাবী বারমাস জ) মা-বাপ বারমাস।

৩) আধুনিক সাহিত্যের পটভূমিকায় ঃ- (১৯৭২/১৯৭৩ থেকে আজ পর্যন্ত) ক) কবিতা খ) গদ্য সাহিত্য গ) নাট্য সাহিত্য ঘ) প্রবন্ধ ঙ) স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ চ) বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ ছ) চাক্‌মা ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রন্থ ইত্যাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের 'গিরি নির্ঝর'- ৮৭ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রকাশনায় নন্দলাল শর্মা লিখিত পার্বত্য

চট্টগ্রামের লিটল ম্যাগাজিন শীর্ষক তথ্যমূলক প্রবন্ধে চোখ বোলালে আমরা দেখতে পাই– ঢাকায় লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬২ সালে এবং তার জোয়ারের ঢেউ এসে ফেনিল বুদ্ বুদ্ সৃষ্টিতে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনায় পদক্ষেপ নিল পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য জেলাত্রয়ে। পার্বত্য এলাকায় প্রথম লিটল ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭২ সালে।

১৯৭২ সালেই- চাক্মা ভাষা ও সাহিত্যর উন্নয়ন কল্পে রাঙামাটিতে গঠিত 'জুভাপ্রদ' এর প্রথম প্রকাশনা- স.ন. দেওয়ান সম্পাদিত 'বিজু'। এই সংকলনে ইন্দু বিকাশ চাক্মা, তন্ময় রায় এবং মঞ্জুশ্রী গুর্খা এবং সুদীপ্তা চাক্মা স.ন. দেওয়ান, নন্দিতা চাক্মা, মৃণাল চাক্মা প্রমুখ বাংলা কবিতা লিখেছিলেন।

'পাহাড়ী প্রকাশনা গোষ্ঠী' রাঙামাটি থেকে হিরহিত চাক্মা ও সুখময় চাক্মা সম্পাদিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর উপর নিরীক্ষামূলক 'পাহাড়ী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়।

'বনমর্মর সাংস্কৃতিক সংস্থা', কাপ্তাই, প্রকাশ করেছে আ.তা.ম. কাদের বুলবুল সম্পাদিত 'মর্মর' আঠারো পৃষ্টার সংকলনটি ছিল পার্বত্য চট্টোগ্রামে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনার জগতে পথিকৃৎ।

'মুড়াল্যা ও জাগরণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী,' রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত হয় সাহানা দেওয়ান সম্পাদিত আষাঢ়ী পূর্ণিমা সংকলন 'ওয়া'।

এভাবে পর পর সাহিত্য সাধনায় ব্রতী থেকে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৯ ইং জুন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সাহিত্য লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত করেছে ঃ– ১৯৭২-৪ টি, ১৯৭৩-২ টি, ১৯৭৪-২ টি, ১৯৭৫-২ টি, ১৯৭৬- --, ১৯৭৭-২ টি, ১৯৭৮-৫ টি, ১৯৭৯-১০ টি, ১৯৮০-২২ টি, ১৯৮১-২২ টি, ১৯৮২-২২ টি, ১৯৮৩-১৯ টি, ১৯৮৪-২৩ টি, ১৯৮৫-১৪ টি, ১৯৮৬-১৯ টি, ১৯৮৭-৩৪ টি, ১৯৮৮-২৮ টি, ১৯৮৯-১০ টি।

স্থান ভিত্তিক প্রকাশনা ঃ–

রাঙামাটি-১৪২ / চন্দ্রগোনা-২০ / কাপ্তাই-১৮ / খাগড়াছড়ি-১৫ / রামগড়-১১ / বান্দরবান-৮ / খাগড়া-৪ / জুরাছড়ি-৪ / রাইথালি-২ / বেতবুনিয়া-১ / আলীকদম-১ / রাজস্থলী-১ (তথ্য-শ্রী শর্মার প্রবন্ধ)

এছাড়াও আমরা জানি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, জাক, মোন্ঘর, জুরাছড়ি, বনস্থলী, গিরিনির্ঝর, জুভাপ্রদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন সংস্থার তত্বাবধানের প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ থেকে আজ পর্যন্ত অজস্র লিটল ম্যাগাজিন, সংকলন, পুস্তক, পুস্তিকা, সাহিত্য সম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ভাষায় ও চাক্মা ভাষায় এবং ত্রিপুরা মারমা, খুমি, তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি ভাষান্তরে।

যাতে প্রখ্যাত সুনামী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, নামী ও নব্য উদীয়মান কবি সাহিত্যিকদের সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশা, প্রেম বঞ্চনা, বিদ্রোহ, যন্ত্রনা, আর্তি ইত্যাদির নৈসর্গিক ও বাস্তব অভিব্যক্তি র প্রকাশ সমৃদ্ধি এনছে সাহিত্য অঙ্গনে। সাহিত্যের অগ্রনি ভূমিকায় অবশ্যই স্মরণীয়– সুগত চাক্মা (ননাধন), সুহৃদ চাক্মা, মৃত্তিকা চাক্মা, শিশির চাক্মা, বিনীতা রায়, চুনীলাল দেওয়ান, বঙ্কিম দেওয়ান, অরুন রায়, সলিল রায়, প্রমুখ বরেন্য ব্যক্তিদের। (আরও অনেকে বাদ থেকে যাচ্ছেন যদিও) আর কিছুমাত্র নব্য উদিয়মান কবি-সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখ করছি– যাঁরা হলেন– নিকোলাই চাঙমা, রিপরিপ চাঙমা, রনেল চাঙমা, রিপন চাঙমা, সুগম চাঙমা, ও পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা প্রমূখ উজজ্জ্বল সম্ভাবনাময় স্তরে।

এছাড়া অবশ্যই স্মরণ যোগ্য– মুকুন্দ চাক্মা, বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান চাক্মা, সৌমেন্দ্র নারায়ণ দেওয়ান, সুপ্রিয় তালুকদার এবং গীতিকার ধলাচান দেওয়ান ও রঞ্জিত দেওয়ান ও প্রফেসর সমিত রায় আর অতীতের নাট্যকার কোকোনাদক্ষ রায়।

উল্লেখ্য আরো যে,– বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই চাক্মা আধুনিক সাহিত্যের আলোক রশ্মির বিভাস ঘটে ১৯৩৫-৫২ খ্রীষ্টাব্দ ব্যাপী বিনীতা রায় এর সম্পাদনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি থেকে 'গৈরিক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা এবং তারপর ১৯৬৭ সাল থেকে বিরাজ মোহন দেওয়ানের সম্পাদনায় 'পার্বত্যবাণী' নামে একটি পত্রিকা ও ১৯৭০ সালে চাকমা ভাষায় সুগত চাকমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাঙামাত্যা'। 'গৈরিক' নামকরণ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রনোদিত নিজেই- তাঁর শান্তিনিকেতন ছাত্রী বিনীতা রায় কে নন্দিত করার মানসেও উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পার্বত্য বাসী সাহিত্য সাধনায়।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে তথা অন্যান্য অংশে চাকমা সাহিত্যের সাথে সম্পৃক্ত সাহিত্যচর্চা ও তার ক্রমবিকাশ ঃ-

সুখ্যাত ও লব্দপ্রতিষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার নিরঞ্জন চাকমার নিরীক্ষণের সাথে একমত হয়ে তাঁরই লেখা থেকে জানতে পারা যায়–

ভারতের ত্রিপুরায় ১৯৭৩ সন থেকে প্রথম আধুনিক চাকমা সাহিত্য চর্চার সূচনা হয় সুকুমার চাকমা ও নিরঞ্জন চাকমার যুগ্ম সম্পাদনায় 'দলক' নামক একটি অনিয়মিত সাহিত্য ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে। ঐ সময়েই মিজোরাম থেকে মিজোরাম প্রবাসী সুযোগ্য কবি ঋষি জনেশ আয়ন চাকমার সম্পাদনায় সাইক্লোস্টাইলের একটি পত্রিকাও প্রকাশ পায়।

এর পর পর–

১৯৭৪ এ প্রীতিকুসুম চাকমার সম্পাদনায়– 'পিলেভেঙুর'

১৯৮১ এ ভবন্ত বিকাশ চাকমার সম্পাদনায়– 'বিঝু'

১৯৮২ এ চাকমা অসীম রায় ও বিমল মমেন চাকমার সম্পাদনায়– 'তলবিচ্'

অর্জুন চাকমার সম্পাদনায়– 'নাক্সফুল'

ভবন্ত বিকাশ চাকমার সম্পাদনায়– 'তুদুঙ'

জনেশ আয়ন চাকমা ও প্রীতিকুসুম চাকমার সম্পাদনায়–

একমাত্র সংবাদ সাময়িকী– 'বার্গী'

১৯৮৪তে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিষয়ক ও পর্যটন দপ্তর থেকে নিরঞ্জন চাকমার সম্পাদনায়– 'ত্রিপুরা সদক' (পাক্ষিক)

তদুপরি–

১৯৮১ তে কোলকাতা থেকে বিকাশ চাকমা ও সমীরণ চাকমার সম্পাদনায়– 'রাঙামাটি' ও চিজির সম্পাদনায়– 'বাত্তুয়াপেখ'

মিজোরাম চাকমা জেলা পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়– 'আদামঅ পহ্‌র'

১৯৮২ তে পুলিন বয়ান চাকমার সম্পাদনায়– মিজোরাম থেকে– 'চোখ'

শিলচর (আসাম) থেকে মিজোরাম প্রবাসী ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত হয় 'চেরাগ'

(১৯৭৭ এ একবার এবং ১৯৮২ তে দ্বিতীয় বার। ১৯৭৭ এ পুলিন বয়ন চাকমার সম্পাদনায় ও ১৯৮২তে সুভাষ চাকমার সম্পাদনায়।)

ধারাবাহিক প্রকাশনা ঃ–

১। চাকমা সাহিত্য- ঋষি জনেশ আয়ন চাকমা ১৯৭৩ মিজোরাম থেকে।

২। দলক - সুকুমার চাকমা ও নিরঞ্জন চাকমা-১৯৭৩ দুই সংখ্যা মাছমারা, ত্রিপুরা থেকে

৩। সদক - নিরঞ্জন চাকমা-১৯৭৪ কবিতা সংকলন।

৪। সোনারেগা- সত্যপ্রিয় দেওয়ান-১৯৭৫ মিজোরাম, মাসিক- এক সংখ্যা মাত্র।

৫। জাঙাল- ঠাকুর বিমল মমেন চাকমা ১৯৭৬ মাছমারা, ত্রিপুরা, ষান্মাসিক এক সংখ্যা মাত্র।

৬। চেরাগ ১৯৭৭ শিলচর বার্ষিক ১ম সংখ্যা সম্পাদক পুলিন বয়ান চাকমা। ১৯৮২ শিলচর বার্ষিক ২য় সংখ্যা সম্পাদক সুভাষ চাকমা।

৭। সৈনিকের ডায়েরী- নির্মল বসাক ও অভিজিৎ ঘোষ সম্পাদিত ১৯৭৭ সারা বাংলা কবি সাহিত্যিক সম্মেলনকে উপলক্ষ রেখে ২ (দুই) টি বঙ্গানুবাদ সহকারে চাকমা কবিতা সংকলন।

৮। লরবুঅ - গৌতম চাকমা ১৯৭৮ মাছমারা, ত্রিপুরা।

৯। নিজেনী - ১৯৭৮ ষান্মাসিক মোট ৩ সংখ্যা আগরতলা থেকে ২টি সংখ্যা- বনানী চাকমার সম্পাদনায়, ১টি সংখ্যা - ললিত কুমার চাকমার সম্পাদনায়।

১০। তলবিচ - ১৯৭৯ ত্রৈমাসিক বিমল মমেন চাকমা ও চাকমা অসীম রায় এর সম্পাদনায় আনুমানিক ১০-১২ সংখ্যা।

১১। পিলেভেঙুর ১৯৭৯-৮০ প্রীতিকুসুম চাকমার সম্পাদনায় ৩ সংখ্যা।

১২। বিঝু ১৯৮১ ভবন্ত বিকাশ চাকমার সম্পাদনায়।

১৩। বাত্তোপেখ ১৯৮১ কোলকাতা থেকে চিজির সম্পাদনায়।

১৪। রাঙামাত্যা ১৯৮১ কোলকাতা থেকে বিকাশ চাকমা ও সমীরণ চাকমার সম্পাদনায়।

১৫। বার্গী ১৯৮২ ঋষি জনেশ আয়ন চাকমা ও প্রীতিকুসুম চাকমার সম্পাদনায়- মাছমারা (ত্রিপুরা) থেকে প্রথম সংবাদ সাময়িক পত্রিকা।

১৬। ত্রিপুরা সদক - ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক ১৯৮৪ থেকে নিরঞ্জন চাকমার সম্পাদনায় আগরতলা থেকে।

১৭। সদরক ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক ল্যাঙ্গুয়েজ সেল এর তত্ত্বাবধানে অনিন্দ্য বর্ণা চাকমার সম্পাদনায় আগরতলা থেকে।

১৮। নুও সদক ১৯৯৬ আগরতলা থেকে কুসুম কান্তি চাকমার সম্পাদনায়।

১৯। বিঝুগুলো ১৯৯৯ ধর্মনগর (ত্রিপুরা) থেকে ধর্মনগর চাকমা ছাত্র সংস্থার উদ্যোগে পঙ্কজ চাকমা ও অরুন কান্তি চাকমার সম্পাদনায় (১৯৯৯ থেকে ইদানিং ১০ বছর পূর্তি)।

২০। দেড়গাঙ- ভবন্ত বিকাশ চাকমার সম্পাদনায়- ২০০০ থেকে সর্বমোট ১৩টি সংখ্যা।

২১। বড়গাঙ- কৈলাসহর চাকমা ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে।

২২। মনুগাঙ- অনিন্দ্য চাকমা ও অরুন বিকাশ চাকমার উদ্যোগে।

২৩। তুমবাচ- ১৯৯৭ কুসুমকান্তি চাকমার সম্পাদনায়- আগরতলা থেকে।

২৪। মাদি- জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৩ থেকে প্রথমে কুসুম কান্তি চাকমার সম্পাদনায় ও ইদানিং কুসুম চাকমার সম্পাদনায়– (Bi-monthly Chakma Magazine Edited by Kusum Kanti Chakma & Later Kusum Chakma & Published by Nila Kanti Chakma on behalf of MAADI Working Group, Dharmanagar.

২৫। বিঝুফুল- ২০০১ থেকে প্রথম অমিতাভ চাকমার সম্পাদনায়। উল্লেখযোগ্য- ত্রিপুরা সদক, সদরক, মাদি, বিঝুফুল, এখনো চলমান প্রকাশনায় বর্তমান। ত্রিপুরায় প্রবন্ধকার হচ্ছেন- (১) তেজবন্ত ভিক্ষু (২) নিরঞ্জন চাকমা (৩) ভবন্ত বিকাশ চাকমা (৪) প্রদীপ চাকমা প্রমুখ।

নিরঞ্জন চাকমার লেখা পর্য্যালোচনায় জানতে পারা যায়- ১৯৮০ সালে নিরঞ্জন চাকমার একটি দীর্ঘ কবিতা নিয়ে ত্রিপুরার চাকমা ভাষায় প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়- 'যে ধুনধুগত জ্বলের বুক' (যে আর্তিতে জ্বলছে হৃদয়)। ১৯৮৭ সনে ভবন্ত বিকাশ চাকমা ও নিরঞ্জন চাকমার সম্পাদনায় ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কবিদের কবিতা নিয়ে (বাংলা অনুবাদ সহ) আত্মপ্রকাশ করে কবিতা সংকলন- 'তামঝাং' (জলপ্রপাত)। ১৯৮০ সনে গৌতম চাকমা, স্বর্ণকমল চাকমা ও বিমল মমেন চাকমার স্বনির্বাচিত কবিতা নিয়ে- 'আঝা-নিরাঝা' (আশা-নিরাশা) নামে একটি কবিতা সংকলন মুক্তি লাভ করে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে। ১৯৮০ সনে আত্মপ্রকাশ করে নিরঞ্জন চাকমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ- 'মর

দেঝকুল- মর চিৎকত্তা' (আমার স্বদেশ- আমার হৃদপিণ্ড)।

এছাড়া ১৯৮২ সনে কোলকাতা থেকে কবি নির্মল বসাকের সম্পাদনায় বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার কবিদের কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়- চাকমা কবিতা সংকলন। এই কবিতা সংকলনের ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অন্নদা শঙ্কর রায়। আর ১৯৮৩ সনে কোলকাতা থেকে ডঃ দুলাল চৌধুরী ও ভুরুং চাকমার সম্পাদনায় অপর একটি চাকমা কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। এবং ঐ ১৯৮৩ তেই পূর্ব উল্লিখিত কবি নির্মল বসাকের সম্পাদনায় কোলকাতা থেকে প্রকাশিত- 'সৈনিকের ডায়েরী'-সাহিত্য পত্রে চাকমা কবিতা নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা যাতে বাংলাদেশ ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কবিদের কবিতা স্থান পায়। ১৯৮৪তে অনিল চাকমা (কার্যনির্বাহী সদস্য, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ, পরবর্তীতে বিধানসভা সদস্য) রচিত রাঙচ্যা শবথ (রক্তিম শপথ) নামক একটি গণ-সংগীতের সংকলন বেরোয়। কবি নিরঞ্জন চাকমার পূর্ব উল্লিখিত দুটি কাব্যগ্রন্থ ব্যতিত পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয়- ১৯৯৫ এ আরো একটি কাব্যগ্রন্থ যার নাম- 'রাণি খুয়োর আন্দোলন জীংকানী'। ঐ সময়েই প্রকাশিত হয়- তাঁর স্বরচিত চাকমা গানের একটি সংগলন- 'হেংগরং'-ও একটি ছড়ার সংকলন- 'পত্তাপত্তি'। এছাড়া ১৯৮৯ সনে তাঁর বাংলা প্রবন্ধের একটি সংকলন- 'চাকমা ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয়।

ত্রিপুরা নাট্য সাহিত্য নাটকগুলো হচ্ছে– (১) মোহিনী মোহন চাকমার লৌকিক আখ্যান মূলক ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত- 'শেষ রান্যা বেড়া' (২) অনিল চাকমার সামাজিক নাটক 'আয়োঝর বিঝু ফিরি আয়' (৩) বিমল মমেন চাকমার ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভির- 'কয়েক ফুদো চোখো পানি' (৪) চাকমা অসীম রায় এর ঐতিহাসিক নাটক 'ধুল্যা ফুরি লো উদে' (চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তে কালাপানি ছড়ার পারে চাকমা রাজা জানবক্স খাঁ ও ইংরেজী সৈন্যাধক্ষ্য Anderson এর যুদ্ধ) এবং পারিবারিক বিষয়ক সামাজিক নাটক- 'কিতত্যায় ঝরে চোখো পানি' (রাঙামাটি চাকমা রাজবাড়ী, চেঙ্গি ভ্যালীর রাজ বিলাস ও কাগত্যা দুয়ারের শান্তিকুঞ্জ বিষয়ক)। প্রতি নাটকই ত্রিপুরায় মঞ্চস্থ এবং প্রশংসা প্রাপ্ত। দুঃখের বিষয়- চাকমা অসীম রায় এর উভয় নাটকের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে।

আরো উল্লেখযোগ্য মঞ্চস্থ নাটক- 'উন্দুর্য্যা- বৈদ্য' (তিন পর্ব) নাট্যকার- কুসুম কান্তি চাকমা। আগরতলার কাকলি চাকমার শিশু শিল্পীদের অভিনয়ে মঞ্চস্থ- 'এঝ' সাক্ষর হবং'- ২০০৩ সালে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন। উক্ত নাটকে ভীষ্মদেব স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে অভিনয়ে শ্রেষ্ঠা বিবেচনায় প্রথম পুরস্কার আগরতলার ফেন্সি চাকমা।

Tele-Film-আগরতলার কাকলি চাকমার প্রযোজনায় (১) চাকমা ভাষায়- 'ক'বী ধ'বী' (২) চাকমা ভাষায়- 'দাভা' এবং নবীনছড়া (ত্রিপুরা) থেকে কুসুম কান্তি চাকমার প্রযোজিত 'উন্দুর্য্যা-বৈদ্য' (তিন পর্ব) এবং জনৈক শিলচরের বেতার শিল্পী ধর্মনগর (ত্রিপুরা)-এর দেবাশীষ ভট্টাচার্যের প্রযোজনায় চাকমা জনজীবন ভিত্তিক- 'The Flame' (যা World Chakma Conference এ প্রদর্শিথ)। কোলকাতার শতরূপা সান্যালের পরিচালনায়- কোলকাতা থেকে 'তান্যাবীর ফিত্তি' (বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার চাকমা শিল্পী মিলে)।

এছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য কিছু বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ্য- সি.আর.চাকমার স্মৃতিকথামূলক 'জিংকানি'। সত্যপ্রিয় দেওয়ানের বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক- 'বোধিযান'। ব্যাকরণ ও অভিদান মূলক গ্রন্থ সি.আর.চাকমার- 'নবচন্দ্র পথম চাকমা ব্যাকরণ' ও 'চাঙমা কধা ভাণ্ডাল' (চাকমা বাংলা অভিধান)। পুলিন বয়ান চাকমার- 'চাকমা ডিক্সনারী' (চাকমা-ইংরেজী)। ভগদত্ত খীসার (চাকমা) তালিক শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র- জুম্ম সংবাদ বুলেটিন ও মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার জীবন ও কার্য বিষয়ক গ্রন্থাদি। প্রাক্তন চাকমা রাজা রাজা ত্রিদিব রায় এর 'The Departed Melody'। রাজকুমারী চন্দ্রা কালিন্দী রায় এর 'Land Right of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh'। বর্তমান চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় এর 'Land and Forest Rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh' (Talking Points)। রাজা দেবাশীষ রায়, মেঘনা গুহঠাকুরতা, আমেনা মহসিন, প্রশান্ত ত্রিপুরা, Philip Gain প্রমুখ বিশিষ্টদের লেখায় সমৃদ্ধ 'The Chittagong Hill Tracts Life and Nature at Risk'। কর্ণ রায় এর পিতা-পুত্র সম্পর্কিত স্মৃতিচারণ পুস্তিকা ইত্যাদি এবং আরো আরো অনেক কিছু।

ভারত ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু সঙ্গীত গীতিকার ও সুরকার ঃ ধলাচান দেওয়ান, সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, সলির রায়, রঞ্জিত দেওয়ান, রাজা দেবাশীষ রায়, সুগত চাকমা, অভীক কুমার চাকমা, মঙ্গলধন চাকমা, পূর্ণিমা চাকমা, চিত্রা মল্লিকা চাকমা, শ্যামল চাকমা, বিমল মমেন চাকমা, বিকাশ চাকমা, মুনমুন চাকমা তনারী চাকমা, কানন চাকমা, চাকমা অসীম রায়। অন্যতম বিশিষ্ট গীতিকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রফেসর সমিত রায় (বর্তমানে স্বর্গীয়)। এবং ত্রিপুরার নবীনছড়ার ফুলেশ্বর চাকমাও।

ত্রিপুরার ফুল সদক চাকমা উক্তিতে বলেছেন– Wordsworth নাকি বলেছেন "Spontaneous over flow of Mind হচ্ছে শিল্প।

বহু কবির কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি পেছনে রেখে দিয়ে- এখানে ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকজন মাত্র প্রতিশ্রুতিবান যুবক কবির কিছু মরমী কবিতাংশের উদ্ধৃতি এইরূপঃ–

পঙ্কজ চাকমার ঃ আঝাড় মাজ সমেল / কাজেল আলপালনী / মনদ উদে তরে দাদো / কবিতা লেঘং বাত্যেনে"– ('আমা ইদু বেড়েচ্ছি দাদো আলপালনী দিন'ত বিঝুগুলো- বিঝু- ২০০০)

ফুল সদক চাকমা ঃ "এলঙ আমি হাইহুই আলিকদমত
মানিকগিরি ধাবানা-ধরম্যা-মোগল্যা আমলত
জুম হাবা গেলে বেল দিভোরত ম ইদু জেদে
চিগোন হুরুম্‌মোত ভাতমোজা, তোনমোজা
হলাতথুর, ভাচ্চুরি তোন, চিগোন ইজে দিনেই হুধু গুলো
হায়বঝি খাবেদে, ভাত হেহ্‌ই উধিলে অলর তারুম'
সেরে তা হাহ্‌দি পেজ' বোয়ের' তলে হাককন জিরেনা-"
(সনাবী লঘে লাঙেল দীঘোলী-মাদি মে-জুন-২০০৩)

অরুন কান্তি চাকমা ঃ "কুধু তে গেল'
কুধু আহ্‌জি গেল ?
তা গুধিবোত নোনেই বোন্নয়া
'এজ' জ্বালায় চেরাক
ভাত পোয়োত ভাত থাল্লোয়
এজ থায় চেই
মা-মা এজ বেন্যে- বেল্যে
পধ কেত্যে রেনি চায়
তার তালাজ কন্না খবর পায়।
পড়েদে বইয়্যন ঘুন পর্ছুয়ান
লাগেয়ে আম গাচ্যন বোল পর্ছুয়ান
.... কুধু তে আঘে,
আঘে তে কুধু ?
('কাজলঙর রিজেবত মর জিংকানি'- দেড়গাঙ, বিঝু-২০০২)

বিজয়া চাকমার কবিতাও প্রশংসা পাওয়ার দাবী রাখে। এছাড়া ত্রিপুরার কবি সাহিত্যিক হিসাবে স্মরণ যোগ্য জনেশ আয়ন চাকমা, নিরঞ্জন চাকমা, বিমল মমেন চাকমা, ভবন্ত বিকাশ চাকমা, স্বর্ণকমল চাকমা, অনিল বরণ চাকমা, প্রীতিকুসুম চাকমা, বহ্নিশিখা চাকমা, কাকলী চাকমা, যোগমায়া চাকমা, প্রান্তিকা চাকমা ও চাকমা অসীম রায়। পরবর্তীতে পঙ্কজ চাকমা, ফুল সদক চাকমা এবং অন্যান্যরা।

ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দলের পোর্টব্লেয়ার থেকে দিল্লী, সিমলা, কাশ্মীর, গ্যাংটক, আসাম ও বাংলাদেশের ঢাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সফল চাকমা সাহিত্য সাংস্কৃতিকে মহীয়ান করেছে বলা যায়। কোলকাতার অহীন্দ্র চৌধুরী মঞ্চে নৃত্যগীত পরিবেশন ছিল এক স্মরণীয় অধ্যায়। পেচারথলের রেগা সংস্থার প্রধীর তালুকদারের সাহিত্য সংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টির ভূমিকা।

এ হেন সাহিত্য চর্চায় ত্রিপুরার সময়ান্তরের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সরকার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব, বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জিতেন চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার, ত্রিপুরার সাহিত্য অঙ্গনের একাদশ অশ্বারোহী, বাংলা সাহিত্য একাডেমী, ডঃ দুলাল চৌধুরী, কবি নির্মল বসাক, ত্রিপুরার অনিল চাকমা এবং বাংলাদেশের চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, জাক, মোনোঘর ইত্যাদি সংস্থা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা ও কর্মীবৃন্দ তথা বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেকেই অবশ্য আন্তরিক উদ্যোক্তা প্রসারিত বাতাবরণ সৃষ্টিতে।

শেষান্তে- ত্রিপুরা সরকারের স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং কর্তৃক আয়োজিত চাকমা ভাষা ও সাহিত্য শীর্ষক তিন দিনের সেমিনারে চাকমা ভাষার চাকমা কবি-সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে আলোচনাচক্রে অংশ নিতে সুযোগ দেওয়ায় নিজেকে প্রীত মনে করছি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আন্তরিকতার সহিত উদ্যোক্তাদের।

তদুপরি মরমী আবেদন রাখছি সর্বস্তরের সক্ষম ও পারঙ্গম সংযোগ সূত্রের দ্বারদেশে চাকমা ভাষা ও সাহিত্যকে আরো বৃহত্তম পরিসরে পরিচিতি ও স্থান পেতে সহায়ক হবেন আপনারা সকলেই।

একটি বিশিষ্ট উদ্ধৃতি ঃ-

"তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য প্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্য মূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো-একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তুলে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;"
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[পত্রপুট কাব্যাংশের- 'পৃথিবী']

ত্রিপুরা সরকারের স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশন্যাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং -এর সৌজন্যে আগরতলায় ভগত সিং ইয়োথ হোস্টেলে আয়োজিত ৭ হইতে ৯ জানুয়ারী, ২০০৯ ইং চাকমা অক্ষর-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সেমিনারে পঠিত।

সংযোজন-

আগরতলায় ভগৎ সিং ইয়থ হোষ্টেলে আয়োজিত চাকমা ভাষা ও চাকমা সাহিত্য সেমিনারে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট প্রতিনিধিদ্বয় বাংলাদেশ ঢাকা থেকে আগত শ্রীযুক্ত তপন কুমার আচার্য ও সুনানু দেবপ্রিয় চাকমা এর সৌজন্যে প্রাপ্ত অবগতিতে- কবিতা চাকমা রচিত একটি চাকমা কবিতা (English Translation সহকারে) - ১৯৯৫ ইং চীনের রাজধানী বেইজিং এ World's Women's Conference এ পঠিত হয় এবং উচ্চ প্রশংসায় আদৃত হয় বলে জানা যায়, যা চাকমা সাহিত্যের অন্যতম একটি গৌরবের বিষয় নিশ্চিতভাবেই।

সমান্তরালে আরো একটি উচ্চ প্রশংসিত প্রোজ্জ্বল আলোকে চাকমা সাহিত্যের সম্ভারকে বিভাসিত করার সাক্ষ্য বহন করে যে- ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতা পরিষদের বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের চাকমা ও বাংলা ভাষার মরমী সুখ্যাত চাকমা মহিলা

কবি সুনালু যোগমায়া চাকমা যিনি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতা পরিষদের বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সম্পাদক (সাহিত্য একাডেমী) আজ থেকে আনুমানিক দুই মাস পূর্বে সাহিত্য একাডেমী আয়োজিত পুনে (মুম্বাই)এ অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে বিবেচিত হয়ে যোগদান করতে গেলে তাঁর (সুনানু যোগমায়া চাকমার) স্বরচিত ২৮টি চাকমা কবিতার কলেবরে প্রকাশিত চাকমা ভাষার কাব্যগ্রন্থ– "হিল্ল্যোবীর জুম্মো কধা" বর্তমানের সাহিত্য একাডেমীর প্রেসিডেন্ট জনপ্রিয় তথা শ্রদ্ধেয় একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন করার মাহাত্ম্যে চাকমা সাহিত্যের উত্তরোত্তর বিকশনের অন্যতম একটি প্রতীম প্রতীক হিসেবে ভাবা যায় বলেই নিশ্চিত গৌরব বোধ হয়।

এছাড়া স্থানীয়ভাবে চাকমা সাহিত্য চর্চার অঙ্গে– সুনানু কবি স্বর্ণকমল চাকমার স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় উল্লেখ করছি যে– চিত্তিগুলো চাকমা (শিলাছড়ি) ত্রিপুরা, কর্তৃক সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আরো একটি চাকমা কবিতা সংকলন– 'আওজ্'।

প্রসঙ্গতঃ 'চাকমা সাহিত্য আ সংস্কৃতি জধা' (দশদা, ত্রিপুরা) এর পক্ষে সুনানু সমার কাবিদাঙ (সহ সম্পাদক) সুনানু মনোরঞ্জন দেববর্মার অবগতির মেলবন্ধন সৃষ্টিতে আমার চেতনা নাড়া খাওয়ায় এখানে উল্লেখ করছি যে– দশদা (উত্তর-ত্রিপুরা) থেকে সুনানু অরুণ চাকমা (সানি) সম্পাদিত 'ফুরবাড়েঙ' প্রকাশিত হয় ও দ্বিতীয় সংখ্যা 'চেরাগ' নামে প্রকাশনা লাভ করে। ঐ সাহিত্য কৃতিতে আমি চাকমা অসীম রায় নিজেই AICCC (All India Chakma Cultural Conference) এর General Secretary এর প্যার্ডে লিখিত General Secretary হিসেবে স্বাক্ষর করে শুভেচ্ছা বাতা লিখে দিয়েছিলাম। দিয়েছিলাম– কেননা প্রত্যন্ত এলাকার এই যে মহতী উদ্দীপনা একান্তই মনকে চমকে দেয় বলে। Tripura State এর SCERT এর তত্ত্বাবধানে বাংলা অক্ষরে চাকমা ভাষায় ১ম-৩য় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় প্রতীয়মান ত্রিপুরার বিভিন্ন কবি, ছড়াকার ও শিশু সাহিত্যিকদের লেখায় সমৃদ্ধ বলে অবগত হওয়া যায়।

আরো উল্লেখ্য– ত্রিপুরার কৈলাসহর থেকে– অন্য একটি সংবাদ সাময়িকীর ঢঙে কোনো এক সময়ে 'বড়গাঙ' সাহিত্য পত্রিকা সুনানু শান্তিপ্রিয় দেওয়ানের সম্পাদনায় মনে হয় ৮/১০ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শান্তিপ্রিয় দেওয়ান এখন স্যন্দন পত্রিকার সাংবাদিক একজন।

অনুমান বছর দুয়েক আগে আগরতলার আসাম রাইফেলস্ ময়দানে কুসুম চাকমার পরিচালনায় মঞ্চস্থ হওয়া নাটিকা–'লাড়েই'– সুনানু কাকলি চাকমার অন্য একটি অবদান যা অনুদিত হয়েছে– 'সদরক' এর ২০০৮ ইং সনে চৌদ্দ বছর পূর্তির দশম সংখ্যায় স্থান পেয়ে। উল্লেখ্য আরো– গৌহাটিতে Edited হওয়া Hindi Version এ ওনার Tele-Film.

বহু বহু বছর পূর্বে– মনে হয় ১৯৬৬/৬৭ ইং সনে লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি পীযুষ রাউত মোহদয়ের স্নেহে নন্দিত জনেশ আয়ন চাকমা এর কৈলাসহর, কুমারঘাট থেকে প্রকাশিত সময়ান্তরের 'কাকলি', 'জোনাকী' সাহিত্য লিটল ম্যাগাজিন গুলোতে প্রকাশিত কবিতাগুলি স্মরণ করার মত ছিল। স্মরণে আসে চাকমা সাহিত্য চর্চায় ত্রিপুরার বাংলা ভাষী কবি সেলিম মুস্তফা-কেও।

MANUGANG ENGLISH SCHOOL

Admission going for

Free

KG-I & KG-II

Madhab Mastor Aadam, Mainama, LTV, Dhalai.

Contact : 730821998, 9863696240.

চাঙমা ইতিহাস নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ

প্র ধী র তা লু ক দা র

চাকমা ইতিহাস নিয়ে চাকমা ভাষায় একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ (ভিডিও চিত্র) করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু কে নেবে এই দায়িত্ব ? ভবিষ্যতে কেও না কেও এগিয়ে আসবে এই আশাই থাকলো। এ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য ও লেখা সংগ্রহ করা হল। পেচারথলের ইঞ্জিনিয়ার অনিরুদ্ধ চাকমার এ বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে। আগ্রহ আছে বিপীন চাকমারও। অনিরুদ্ধ এই প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে ১০,০০০ টাকা দানের কথা দেন। বিপীন বাবুও টাকা তোলার ব্যাপারে আশাবাদী।

আমাদের এ বিষয়ে বিহারের ভাগলপুর, চম্পাহাওর, অরুনাচলের গান্ধিনগর বা বিজয়নগর, আসামের কিছু অঞ্চল, মনিপুরের মোরে গিয়ে পুরাতন সেই কুবো ভ্যালীর খোঁজ নিতে হবে। যেতে হতে পারে বার্মার পেগু বা পাগান রাজ্যে যা আজো বিদ্যমান। ভিয়েত নাম, কম্বোডিয়া বা লাওসে গিয়ে চম্পকনগরের সন্ধান করতে হতে পারে। থাইল্যান্ড গিয়েও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। বার্মার আরাকান রাজ্যে যেতে হবে। চট্টগ্রামের অনেক জায়গা আছে যেগুলির সাথে এখনো চাকমাদের ঐতিহাসিক সর্ম্পক রয়েছে। সেগুলিতেও যাওয়া দরকার।

কমেন্ট্রি শুরু- ভালক আজার বজর আগে এশিয়া মহাদেজর মধ্যভাগ বা মঙ্গোলীয়া অজলত্তুন সিটিয়ানস নাঙে ইক্কুয়া জাত সীল্ক রুট (গোবি মরুভুমির অঞ্চল) ধরিনেই পশ্চিমে এধাক। তারা ব্যবসা গরিবার নাঙে সেক্কেদিনর জম্মুদীপা বা ভারদভূমিত লুঙি বজত্তি গরন্দি। তারা আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক সং লুঙি সিদুঅই বজত্তি গরন্দোই বিলি উদো পা যিয়ে। এই সিটিয়ানস জাত্তুয়ই আরঅ ইক্কুনু দিনর নেপাল বা হিমালয়র কায়কুরে নানা চিগোনচাগোন দেজত ছিদাছিত্যা অই যান। এই সিটিয়ানস গোষ্ঠীর মানুচ্ছুনই অলাক্কে শাক্য জাতি। সেনত্যে শাক্য জাত হলেইয়ে মানুচ ইচ্যা ইরান ইরাগদুয়া আগন। আগন তিব্বদত, দগিন ভারদত, নেপালত। আজার বজরঅ ভিদিরে দেজে দেজে নানান জাত্যোই মিলিঝুলি থাক্কে থাক্কে সিটিয়ানউনর বদলি যিয়ে ধর্ম, হিয়া রং, কদা বাত্তা, চলনফিরন। সে ইজেবে শাক্য জাত হলেইয়া আমা কুদুস্বউন ছড়ি আগন নেপাল, ইরান, ইরাক, ভারত, তিব্বত, ভুটান, আসাম, থাইল্যান্ড বার্মা আ বাংলাদেজর কনায় ঘনায়। আ আমি চাঙমাউন হলেই সেই শাক্য জাদর অংশবংশ বিলি।

এশিয়া মহাদেজত বিশেষগুরি ফরাসী দেজর মানুচ্ছুনে সিটিয়ানস নাঙর মানুচ্ছুনরে সাকা জাতি ইজেবে চিনিদাক। আ দক্ষিণ এশিয়ার ইন্দোসিটিয়ানস জাত্তুন সাকা নাঙেই পরিচিত। এই সাকা জাত্তুয়ার আগে বেগিদো বিজোগর গ্রন্থ, যেমন-পুরানা, মনুস্মৃতি, রামায়ন, মহাভারত, পাটানগুলী। সাকা জাত্তুয়া নাহি অমহত্যে দুর্ধর্ষ জাত। হিন্তু এ জাদঅ ভিদিরেয়ই মহামানব গৌতম বুদ্ধর জন্ম। গৌতম বুদ্ধরে সাক্যমুনি বা সাক্যসিংহ বা হনো হনো সময় সাক্য মং নাঙেই চিনন। ইচ্যা পিথিমীর তিনান দেজ-বার্মা, বাংলাদেশ আ ভারদর নানা জাগাত ছিদি পইয্যেই চাঙমা জাত্তুয়া। চাঙমাউন কত্তুন এলাক ? বিজোগত লেগা আগে একদিন চাঙমাউনর স্বাধীন রেজ্যো এল। এল চাঙমা রেজ্যোর রাজধানী চম্পকনগর। মাত্তর কুদু সেই ফেলেই এইচ্যা চম্পকনগর ? বিজোগোর পাগোর আহ্‌দেনেই বিজোগ লেগিয়েউনে তোগেই সুপ ন পাদন কনঅ মাজারা। গৌতম বুদ্ধ যে জাদত জনম লোইয়ে সেই শাক্য জাদর বংশ হলেইয়া চাঙমাউনর বিজোগর মাজারা তোগেই।

বুদ্ধ জন্মরও কয়েক শত বৎসর আগে হিমালয়র কায় কলাপ বা কল্প নগর নাঙে এক্কান রাজ্য এল। এ রাজ্যর রাজা এল অভিরথ। রাজা অভিরথের বংশর মধ্যে অপুর নাঙে এক রাজায় সে দেচ্চানত শাসন গত্ত। সেই অপুরর পুয়া নিপুর, নিপুরর পুয়া করকশুক, করকশুগর পুয়া উল্কামুখ, উল্কামুগর পুয়া হস্থীক, হস্থীগর পুয়া অলদে সিংহহনু। সিংহহনুর চেরবুয়া পুয়ার মধ্যে রাজা শুদ্ধোধন একজন। আমি হই পারি শুদ্ধোধনে কপিলাবস্তু নগরর রাজা এল। গৌতম বুদ্ধ অলদে এই সেই শুদ্ধোধনর পুয়া। সে লক্ষে দণ্ডপানি নাঙেইঅ আরঅ এক রাজা এল। তারাইঅ শাক্য জাত।

এই শাক্য জাত্তুয় ধ্বংশ কেঙেড়ি অলাক ? শাক্যউন নাহি অমকত্যা বারবো জাত এলাক। অন্য জাদত তারা বৌইঅ ন দিদাক, অন্য জাদত্তুন বৌইঅ ন আনিদাক। তারা জাত্তুয়া অসিজি ন অয় পা তারা তারা কুদুমে কুদুমে লোলি গত্তাক। শাক্য জাদত্তুন সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ গরানায় চেরোকিত্যে নাঙ ফুদি যায়। সেক্কে দিনত কৌশল রাজা প্রসেনজিদে শাক্য বংশর মিলা লবার চেলে শাক্যউনে তারে ঠগেই মহানাম শাক্যের নাগমুন্ডা নাঙে এক চাগরানীর পেদর জারবো ঝি বাসবক্ষত্রিয়ারে শাক্য রাজ কন্যা সাজেই বৌ দ্যন। সেই বাসবক্ষত্রিয়ার পুয়া অলদে বিরুঢ়ক। ডাঙর অই বিরুঢ়গে হবর পায় তা বাব প্রসেনজিদরে শাক্যউনে ঠগেই দাসীমিলা বৌ দ্যন। তা মা বাসবক্ষত্রিয়া অলদে সেই দাসী মিলা। একদিন শাক্য রাজ্য বেড়া যেই শাক্যউনে অগমান গরিবার মনজুগে আরঅ ঠগেইঅন। সে অগমানে বিরুঢ়গে শাক্যউনরে কাবি ইল মারেইয়ে। বুদ্ধ নিজে দ্বিবার শাক্যউনরে বিরুঢ়গর আহদত্তুন বাজেবার চিয়ে।

যেরেদি দেগেদে তারার কর্মফল ভোগ গরা পরিব। কাবা হেই যে যিন্দি পরান বাজেই পারে তে সিন্দি ধেই যিয়ন শাক্যউন। সেই শাক্যউনর একদল ব্রম্মপুত্র গাঙ সং বর্তমান আসামত লুঙন্দি। এই ভালকবজর থেই মনিপুর আ বার্মার সীমান্তত কুবোভ্যালী নাঙে এক জাগাত বজত্তি গরনদৈ।

শুদ্ধোধনের পুয়া সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থর পুয়া রাহূল ভিক্ষুত্ব গঝি লোয়ে। ইয়োদই শাক্যগুনোর এক্ক্য ধেলা শেচ ওয়ে।

অভিরথ রাজারই বংশর এক রাজায় এককালে হিমালয়র ঢাগত কলাপ নাঙে এক্কান রেজ্যেত দভাকাদি ভঙেদ। এই বংশর রাজা-প্রজা বেক্কুনই শাক্য বংশ বিলি বিশ্বেচ গরা অয়। বংশ পরম্পরায় একদিন শাক্য নাঙে কলাপনগরর রাজা এল। তার পুয়া নাং এল সুধন্য। রাজার দ্বিবা রাণী এলাক। ডাঙর রাণীর পুয়া অলদে গুনোধন। চিগোন রাণীর দ্বিবা পুয়া-আনন্দ মোহন আ লাঙ্গলধন। গুনধনে ধ্যানসাধনা গত্ত। যেরেদি তে সন্যাসী অই যোগসিদ্ধি লাভ গরি মুক্তি লাভ গরে।

এই সময়ত কপিলাবস্তুর রাজা এল শুদ্ধোধন। রাজা শুদ্ধোধনর পুয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ গরানার যেরে আনন্দ মোহনে বুদ্ধর শিষ্য অয়।

সুধন্য রাজা মরি যানার পরেদি লাঙ্গলধনে কলাপ রেজ্যের রাজা অয়। তেইঅ বুদ্ধর ভক্ত অই গমে দালে রেজ্যত দভাকাদি ভঙেই যায়। লাঙ্গলধনর পুয়া ক্ষতজিন-ক্ষতজিনর পুয়া সমুদ্রজিত। সমুদ্রজিদর পুয়া চিগোনঅ অক্তত মরি যানায় তেইয় মন দুগে সন্যাসী অই রাজ্যভার মন্ত্রী শ্যামলঅ উগুরে ছাড়ি দে। এই শ্যামলে পরেকালে হিমালয়র উগুরেত্তুন সং জাগাত লামি এই যুদো রেজ্যো গরি তুলেগি। শ্যামলর পুয়া চম্পকলি। তেইঅ রাজা অই গমেদালে রাজত্ব চালেই যায়। তা আমলদ রাজধানী বানা অইয়ে চম্পকনগর। এই চম্পকনগরান গঙ্গার পূগ ঢাগত বিলি কিয়াচ গরা অয়। চম্পকলির পুয়া সাধেংগিরি। এই শাক্য রাজা মায় সাধেংগিরি অমকত্যা নাঙকরা রাজা এল। জ্ঞানে গুনে ভজমান নাঙ এলএই সাধেংগিরি রাজার। তারেলোই আমা চাঙমাউনর এক্কান পজ্জন আগে---

রাজা সাধেংগিরির পজ্জন- একদিন রাজা সাধেংগিরি রাণীরে এক শিগারীত্তুন ইক্কুয়া সুক পেইক হিনি দে। রাণী সে সুখ পেইক্কুয়র জোড়া তালাস গরিবাত্যে রাজারে হোজোলী গরে। রাজা ভালকবার শিগারী পাদেই ঝারত সে সুখ পেইগর জোড়াবুয়া তগা বাজেই দে। শেষমেষ রাজা নিজেই ঝাড়ত যায় সে সুখ পেইগর জোড়া তগা। ঝাড়ত ঘুত্তে ঘুত্তে তে তা মানুচ্চুনোত্তুন ফারক অই আবাদা গরি ঝাড়অ ভিদিরে এক ধ্যানমগ্ন সন্যাসী লাগত পায়। রাজায় সন্যাসীবুয়াত্তুন নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন গরি ছ মাস পরে রাজঘরত ফিরি যায়। রাজধানীত ফিরি রাজায় প্রজাউনরে ধর্ম্মকর্ম গরিবার কোজোলী গরে। তেইয় ধর্ম্মকর্ম শিক্ষা দে। রাজার পুয়া ধর্ম্মসুখ ডাঙরডিঙোর অলে রাজা তারে রাজত্ব গজেই দি ঝাড়ত যায় ধ্যান সাধনা গরিবার উদিজে। যাদে প্রজা আ তা পুয়াবুয়ারে হই যায় বার বজর বাদে তারে যেন তগান্দই। বার বজর পার অলে একদিন ধর্ম্মসুগে মানুচজন সমারে তা বাবঅ হদাধগে ঝাড়ত তগা যায়। ঝাড়ত যেনেই তারা দেগন্দে মাগরগঅ জ্বালঅ ধগ এক্কান চালে রাজারে ছাবা দি আগে। সে ছাবাতলে রাজা এক্কান চৌগিত মরি পরি আগে। তা চেরোকিত্যে নানা বাবদর পেক, বান্দর, এদ পাক হাদন। সেই সোনালোই বেড়েইয়া চৌগিত বাবদা উরের আ আগুনজ্বলের। সন্‌জুক বাশী আ নানা বাবাদর বাদ্যযন্ত্রর র শুনো যার। বেক্কুনে দেগিলাক রাজার চিতাবুয়া আগাজ উগুরে উধা ধল্য। উগুরে উত্তে উত্তে লাড়ে গরি আগাজত মিলেই গেল। সে ধগেই ইচ্যা চাঙমাউনে মরি গেলে চেরবুয়া বাজ দি তাঙগোন তাঙেই দ্যান।

সাধেংগিরি রাজার পুয়া সৈঙ্গাসুর তা বাবে মরি যানার যেরে রাজা অয়। রাজ্য শাসন গরি যায়। তার দ্বিবা পুয়া- ১) ধর্ম্মাসুর, ২) চম্পাসুর। ধর্ম্মাসুরে ধার্মিক এল। তে ভান্তে অই সংসার ইরি দে। তা গুরো ভেই চম্পাসুরে রাজা অয়। চম্পাসুরর তিন্নুয়া পুয়া- ১) সমেসুর, ২) দেহসুর বা দেবসুর, ৩) বিম্বাসুর। চম্পাসুরর পর সমেসুরে রাজা অয়। বিম্বাসুরে বিদ্যাশিক্ষার উদিজে মগদ রেজ্যোত পরং অয়গি। সমেসুরর পুয়া ভীমঞ্জয়। এই ভীমঞ্জয়র কালাবাঘা নাঙে এক সেনাপতি এল। কালাবাগা পরেদি রাজ্য জয় গরা এযে তারাত্তুন পুগেদগিনে। তে সে নুয়া রেজ্যোর নাঙ দে কালাবাঘা আ রাজধানীর নাঙ রাগায় চম্পকনগর।

রাজা ভীমঞ্জয়র পুয়া সাংবুদ্ধা রাজা অয় তা বাব মরি যানার পরে। সাংবুদ্ধার দ্বিবা পুয়া-১) বিজয়গিরি আ ২) উদয়গিরি। কালাবাঘা মরি গেলে রাজা ভীমঞ্জয় তা ডাঙর পুয়া বিজয়গিরিরে কালাবাঘা রেজ্যো শাসন গরা দি পাদায়। সে লক্ষ্যে রোয়াং রাজা (আরাকান) আ তার মগ সৈন্যউনর জ্বালায় থরি ন পারি বিজয়গিরি রোয়াং রেজ্যো ঝাবায়গৈ। তিবিরা রেজ্যোর রাজার অবস্থাইঅ সুবিধের ন এল। তা রেজ্যোত এনেইঅ মগ সৈন্যউনে লুঠপাত, অত্যাচার চালেদাক। তে বিজয়গিরি তিবিরা রাজারে হই পাদেই দেগা গরে আ মগ দঙেবার তেম্মাং গরে। বিজয়গিরি রাজ্য জয় গরি মগ সৈন্যউনরে ধাবেই দে। তিবিরা রাজালোই তার অমহত্যা উদাবজা এল। সেলক্ষে গোমতী গাঙঅপারত গাদাগাদি নাঙর মুরোত পাত্থরঅ উগুরে দ্বি রাজার মুর্তি বানেইঅন বিলি শুনো যায়। বিজয়গিরি সেনাপতি এল রাধা মোহন। আরাকান আক্রমন গরিবাত্যে রাধামনরে তিবিরা রাজা হৈ চৈ নাঙে একদল সৈন্য বল দিবার উদিজে দে।

ইন্দি বাঙ্গালার রাজা আ জমিদারউনেইঅ সেক্কে চাঙমা বাহিনীরে বলাবল দ্যান বিলি উদো পায় যায়। বিজয়গিরি বেগিদো সৈন্য সামন্তলোই দগিন মুখ্যা এই চাদিগাং লুঙিলে ইধাং নাঙে এক জাগাত মগ সৈন্যলোই উরুত্তুল যুদ্ধ বাজে। এ যুদ্ধত রোয়াং রাজারেইঅ অধেইদি বিজয়গিরি লাড়ে লাড়ে খ্যাং রেজ্যো, অক্সা

রেজ্যো মেরোল গরি নেযায়। ফিরি এত্তে বিজয়গিরি পুগেদি কুকি রাজা কালঞ্জয়র রেজ্যোইঅ জয় গরে। ইন্দি সেনাপতি রাধামনেইঅ যুদ্ধ জয় গরি চাদিগাঙত ক্যাম্প বানি রাজা বিজয়গিরিরে হবর পাদায়। ইন্দি তিবিরা সেনাপতিইঅ রিয়াং দেশ মুরুং দেশ জয় গরে। বিজয়গিরি রাজ্য জয়র হবর শুনি কালাবাঘা রেজ্যোত্তুন চাদিগাঙ এজে। রাধামনে বিজয়গিরি রাজাত্তুন অনুমতি লোনেই নুয়া চম্পকনগর ফিরি যায়। আর বিজয়গিরি কালাবাঘা রেজ্যোত ফিরি শুনেদে তা বাবে মরি যিয়ে। তা বাব সাংবুদ্ধা মরি যানার কারনে প্রজাউনে বিজয়গিরির চিগোন ভেই উদয়গিরিরে রাজা বানেইঅন। সে যেরে বিজয়গিরি পিরবর চাদিগাঙ ফিরি ক্যাম্প বজায়গি। সিত্তুন বার্মার সাপ্রেইকুল (বর্তমান লামা, কক্সবাজার, টেকনাফ গদা আরাকান রাজ্য এল।

সেই বিজয়গিরি সৈন্যউনরে সিদুয়র মিলা বো লবার হগুম দিল। তেইয় এ রেজ্যত গমেদালে দভাকাদি ভঙেল। সেই বিজয়গিরির বংশ অলংগে আমি ইরুগর চাঙমাউন। ১৯৬৯ সালেত দি ফার ইস্ট নাঙর ইক্কুয়া বইয়ত মারিয়া পেনকালা ম্যাপ আগেই দেগিয়ে ১০০ খ্রীষ্টাব্দর সময়ত নেপালর পজিমত্তুন একদল শাক্য দেশছাড়ি উত্তর বার্মাত বজত্তি গয্যন্দে। নাঙকরা তিব্বতী বিজোগ লেগিয়া লামা তারানাদে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দত হিস্ট্রি অব বুড্ডিজম ইন ইন্ডিয়া নাঙে ইক্কুয়া বইয়ত লেগি যিয়ে কুকি ভূমিত চাগমা নাঙে এক জাদ আগন। সেক্কে দিনত আসাম, ত্রিপুরা আ বার্মার কিছু অংশরে কুকিল্যান্ড হোয়া অদ। কমলে হিঙিরি শাক্যউন আসাম, মনিপুর বা উত্তর বার্মাত লুঙিলাক্কে সে কদা জাদগরি হোয়া ন যায়। তে শাক্যউন যে এ পদেই ভঙি এই তিবিরা রেজ্যো ফুরি আরাকান জয় গজ্যোন্দে সে কদা আমি মানি পেবং।

কুদু কুদু আগে চাম্পকনগর ? বিহারর ভাগলপুরৎ আগে চম্পকনগর, ত্রিপুরাত আগে, থাইল্যান্ডঅ ইদু আগে, বার্মাত আগে, মালয়, লাওস-অত আগে, শুনো যায় ভিয়েতনামতউয়া আগে।

এবাদেইঅ রাজা ভুবন মোহন রায় চাঙমা বিজোগ লিখ্যে- ভালক বজর আগে হিমালয় হায় কল্প নগর নাঙে এক্কান রেজ্যো এল। এ কল্পনগরর রাজা এল শাক্য রাজা। তার লেগাত আগে এযাবত যা যা চাঙমা রাজার নাঙ পা যিয়ে তার মধ্যে পথম রাজার নাঙ শাক্য রাজা। তার পুয়ো সুধন্য। এঙিড়ি রাজা ভুবন মোহন রায়র লিষ্টি ধুরিলে রাজাউনর নাঙ পা যায়-

১। শাক্য রাজা- পথম চাঙমা রাজার নাঙ
২। সুধন্য- শাক্য রাজার পুয়া
৩। লাঙ্গলধন- সুধন্যর পুয়া
৪। ক্ষুদ্রজিত- লাঙ্গলধনর পুয়া
৫। সমুদ্রজিত- ক্ষুদ্রজিতর পুয়া। এ রাজা প্রব্বজ্যা গ্রহণ গরে।
৬। শ্যামল- সমুদ্রজিতর মন্ত্রি। শ্যামলে কল্পনগর ছাড়ি হিমালয়র দগিন-পূগে চম্পকলি নাঙে নূয়া রেজ্যো প্রতিষ্ঠা গরে।
৭। চম্পাকলি- শ্যামলর পুয়া। ইরাবতি গাঙর পূগ ধাগত চম্পকনগর প্রতিষ্ঠা গরে।
৮। সাধেংগিরি- চম্পকলির পুয়া। ধ্যান সাধনা গরি স্বর্গত যায়।
৯। চেঙ্গাসুর- সাধেংগিরির পুয়া।
১০। চান্দাসুর- চেঙ্গাসুরর পূয়া
১১। সুমেসুর- চান্দাসুরর পূয়া
১২। ভীমনঞ্জয়- সুমেসুরর পুয়া
১৩। সম্বুদ্ধা- ভীমনঞ্জয়র পূয়া। সম্বুদ্ধার পর চাঙমার নূয়া বিজোগ জনম লয়।
১৪। বিজয়গিরি। সম্বুদ্ধার পূয়া। বিরাট সৈন্য বাহিনি লোই ছ দিন ছ রেদ পানি পদে যুদ্ধ বিজয়ত লামে। তেওয়া গাঙর পারত কালাবাঘা রেজ্যো জয় গরে।
১৫। উদয়গিরি - বিজয়গিরির চিগোন ভেই। উদয়গিরির পূয়া ন এলাক হিনেই তে মরি যানার পর নূয়া রাজা নির্বাচন গরা অয়।
১৬। শাকালিয়া- বেগে মিলি সিলেক্ট গয্যন হিনেই তারে শাকালিয়া রাজা নাঙ দিয়ে অয়।
১৭। মানিকবি- শাকালিয়ারর পূয়া ন থানায় তার ঝি মানিকবিরে রাজ্ত্ব দেয়া অয়। ১১১৮-১১১৯ সালত মানিকবির নেক্কুয়া বাঙালর লগে জধা অই মগর বিরুদ্ধে যুদ্ধ গরে।
১৮। মানিকগিরি - মানিকবির পূয়া।
১৯। মাদালিয়া- মানিকগিরির পূয়া।
২০। কমলচেগা। তার আমলত রেজ্যোত ভজান গন্ডগোল অয়। ধেই যান রোয়াং রেজ্যোত (আরাকান)।
২১। রতনগিরি- কমলচেগার পূয়া।
২২। কালাতঙজা- রতনগিরির পূয়া।
২৩। সেরমুত্যে- কালাতঙজার পূয়া। তার আমলদই রাধামনর নেতৃত্বে আরাকান বিজয় গরা অয়। চাদিগাঙ ছাড়া পালা লেগা অয়।
২৪। অরুনযুগ- সেরমুত্যের পূয়া। তা আমলত রাজধানী এল মইচ্যাগিরি। ১৩৩৩-৩৪ সালত মগঅ সমারে চাঙমার লোলি অয়।

চাকমা জাতির ইতিহাস গ্রন্থে বিরাজ মোহন দেওয়ান উল্লেখ করেন- ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে বার্মার রাজা মেংগদি উত্তর বার্মার চাকমা রাজা অরুন যুগের (ইয়ংজয়) রাজধানী মনিজগিরি আক্রমন করেন। আরাকান ইতিহাসে মেংগদির রাজত্বকাল ১২৭৯ থেকে ১৩৮৫ দেখানো হয়েছে যা অবিশ্বাস্য। তবে এটা ১২৮৫ হতে পারে। উত্তর বার্মাত পেগু ভিলিনেই এক্কান চাঙমা রেজ্যো এল। রাজধানী এল মইচাগিরি। রাজা এল অরুন যুগ। অরুন যুগরে হিয় হিয় ইযংজয় নাঙে হই যিয়ন।

সতীশ চন্দ্র ঘোষ রচিত চাকমা জাতি বইয়ে আরাকানের ইতিহাস দেঙ্গোয়াদি আরেদ ফুং গ্রন্থে উল্লেখিত একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন -৬৯৫ মগাব্দ বা ১৩৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের সময় আরাকানের অধিপতি ছিলেন মেংগদি। মেঙগদি তার প্রধানমন্ত্রী রাজাংগ্যা ছাংগ্রাই (কারেংগ্রী) মাধ্যমে চাকমা রাজ্য মইচাগিরি আক্রমনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু ছাংগ্রাই তংথংজার শাসনকর্তা হিংজচুর অধীনে

১০ হাজার এবং তংগুও শাসনকর্তা রেমাচুরের অধীনে ১০ হাজার সৈন্য দিয়া ছাব্রংকামার পথে এবং দালাকের শাসনকর্তা ক্যচুঙের সাথে ১০ হাজার দালার পথে আরোও এক শাসনকর্তার অধীনে ১০ হাজার সৈন্য দিয়ে ওচ্চারুইর পথে, মাইয়ং এর শাসনকর্তা থেচু এবং চিথোংজার শাসনকর্তা লাচুই-এর অধীনে ১০ হাজার সৈন্য দিয়ে ছালোক্যার জলপথে আক্রমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে।

২৫। চান্দা তঙজা- অরুনযুগর পূয়া। তারে ঘাগত্যা রাজা বা হাজনা লুইয়ে (টোল কালেক্টর) রাজা নাঙে চিনিদাক।

২৬। মইচাঙ- চান্দা তঙজার পূয়া।

২৭। মারিক্যা- মইচাঙর পূয়া। তা আমলদই আরাকান ছাড়ি কদমতলি রেজ্যোত পরং অই পান।

২৮। কদমতঙজা- মারিক্যার পূয়া।

২৯। তৈন সুরেশ্বরী- কদম তঙজার পূয়া। আলিকদমের আদি নাম তৈন সুরেশ্বরী হতে পারে ?

৩০। জানু- তৈন সুরেশ্বরীরর পূয়া। মগঅ সমারে ভালকবার যুদ্ধ অয়। তার দ্বিবা পূয়া চনন খান আ রতন খান মরি যান যুদ্ধত।

৩১। জানু রাজার মোক রানী রাজা উদি রেজ্যো শাসন চালে যায়।

৩২। সাত্তুয়া রাজা। জানুর ঝি রাজেশ্বীর পূয়া। জানুর নাদিন।

৩৩। ধাবানা। রাজা সাত্তুয়ার ঝি অমঙ্গলীর পুয়া।

৩৪। ধরম্যা- ধাবানার পূয়া।

৩৫। মোগ্গল্যা-ধরম্যার পূয়া।

৩৬। জুবল খান-মোগ্গল্যার পূয়া। তা আমলদ মুসলিম নওয়াবঅ সমারে ভালকবার যুদ্ধ চলে। তার সেনাপতি এল কালুখান সর্দ্দার।

৩৭। ফতে খান -জুবল খানর ভেই। ১৭১৩ সালত নওয়াবঅ লগে সন্ধি গরি শান্তি স্থাপন গরে। (১৭১৩-১৯) আমলদ মোগল সম্রাট ফারুকশের, মাহমুদ শাহ (১৭১৯-৪৮) চুক্তি অয়। বজরা ১১ মন বা ৪৪০ কিলোগ্রাম তুলো হাজনা লোই বাঙালউনরে চাঙমা রেজ্যোত ব্যাবসা গরিবার সন্ধি অয়।

৩৮। শেরমুস্ত খান রাজা অয় ১৭৩৭ সালত। ফতে খার পুয়া। তা আমলদ চাদিগাঙর চীপ হেনরি ভারেলিস্ট- চাঙমা রেজ্যোর সীমা নির্ধারন গরা অয় পজিমে নিজামপুর রোড (ঢাকা ট্রাঙরোড), পূগে কুগি রেজ্যো, উত্তুরে ফেনী গাঙ, দগিনে সাঙ্গু গাঙ সঙ।

৩৯। সুখদেব রায়। ১৭৫৭ সালত রাজা উদে। শেরমুস্ত খানর পালক পূয়া।

৪০। শের দৌলত খান। ফতে খার নাদিন। ১৭৭৬ সাল।

৪১। জানবক্স খান-দৌলত খানর পূয়া। ইংরেজঅ লগে যুদ্ধ অয়। ১৭৯৩, ১৭৮৪ সালত। শেষমেষ ১৭৮৭ সালত রাজা জানবক্স খানে কলহাদাত যেই গর্ভনর জেনারেল কর্ণোওয়ালিশ লগে চুক্তি গরেগৈ। বজরা ৫০০ মন বা ২০ মেট্রিক টন তুলো হাজনা দি।

৪২। তব্বর খান- জানবক্সর পূয়া। ১৮০০ সালত।

৪৩। জব্বর খান- তব্বর খানর ভেই। ১৮০১ সালত।

৪৪। ধরমবক্স খান- জব্বর খানর পূয়া। ১৮১২ সালত। ধরমবক্স খানর পূয়া ছা ন এলাক। সে হারনে মুলিমা গোজার সুখলাল দেবানরে ম্যানেজিং ট্রাস্টি ইজেবে নিয়োগ গরা অয়। হিন্তু তেইঅ গমে দালে শাসন গরি ন পারানায় রাণী কালিন্দীরে শাসন গজা অয়।

৪৫। কালিন্দী রাণী। ১৮৪২ সাল। মহামুনি মন্দির বানেই দে রাণীর হাটদত। ইক্কুয়া সাআপ মিলা ছ মারিয়া নাঙে যেক্কে হুগিউনে কিডন্যাপ গরন ইংরেজ সরকারে লুসাই অভিযান চালায়। এ সময়ত লুসাই অভিযান চালান ইংরেচ্চুনে। রাণী তা নাদিন হরিশ চন্দ্ররে এ অভিযানত ইংরেজর পক্ষে পাদায়। ইংরেচ্চুনে হরিশ চন্দ্ররে রায় বাহাদূর উপাধি দ্যান। ১৮৭৩ সালত কালিন্দী রাণী মরি গেলে হরিশ চন্দ্র রাজা উদে।

৪৬। হরিশ চন্দ্র। হরিশ চন্দ্র আমলদই চাদিগাঙর রাজানগরত্তুন রাজধানী রাঙামাত্যাত স্থানান্তর গরে। হরিশ চন্দ্র ১৮৮৫ মরি যায়। তার পূয়া কুমার ভুবন মোহন-এ রাজা উদে।

৪৭। ভুবন মোহন রায়। রাজা ভুবন মোহনর লিখ্যে বিজোগ ধগে দ্বিয়ান রেকর্ড এল চাঙমা রাজার লাইব্রেরীত। ইক্কুয়া বাংলায় আ ইক্কুয়া ইংরেজীন্দি। এক জাগাত লেগা আগে তে ৪৫ নম্বর চাঙমা রাজা। আরক জাগাত লেগা আগে তে ৪৮ নম্বর রাজা। নম্বর দিবার সময় এদিক ওদিক অই পারে। হারন অশোক কুমার দেয়ানর বিচারে সুখদেব রায়ে হনঅ রাজা ন এল। তে চাঙমা রাজার পুয়া অলেইঅ প্রকৃতই তারে রাজা ইজেবে ধরা ন যায়।

৪৮। নলিনাক্ষ রায়- ভূবন মোহনর পূয়া। বিনীতা রায়রে মেলা গরে। বিণীতার জন্ম ইংলন্ডত। তা বাবর নাঙ ব্যারিষ্টার সরল সেন। কলকাতার নাঙী সমাজ সংস্কারক ব্রম্মানন্দ কেশব সেনর পূয়া।

৪৯। ত্রিদিব রায়-নলিনাক্ষ রায়র পূয়া।

৫০। দেবাশীষ রায়- ত্রিদিব রায়র পূয়া। বর্তমান রাজা।

৫১। ত্রিভুবন আর্যদেব রায়- দেবাশীষ রায়র পূয়া।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দর আগে চাঙমা বিজোগ পুরো আন্দার। ১৫৫০ পুর্তগীজ ইতিহাসবিদ Joa De Barros কর্নফুলী নদীর পূর্বতীরসহ দুইটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে চাকোমাস নামে একটি মানচিত্র দেখান। ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিক্য ১৪৯০-১৫১৪ উত্তরে কাছার, পশ্চিমে সিলেট, দক্ষিণে রামু এবং পূর্বে থানংচি জয় করে তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কাজোই অনুমান করা যায় ত্রিপুরা রাজা ধন্যমানিক্যর রাজত্ব কালে চাকোমাস অঞ্চলটি তারই অধীনে ছিল ১৫৬১ সালে গাস্টাইডি নামক এক ইউরোপীয় বেঙ্গালা নামক একটি মানচিত্র আঁকেন। এই মানচিত্রে চট্টগ্রাম অঞ্চলের দক্ষিণস্থ এবং আরাকানের উত্তর দিকস্থ একটি স্থানের নাম চাডমা হিসেবে উল্লেখ করেন। ১৫৯৪ সালেও এই অঞ্চলে চাকমাদের উপস্থিতি ছিল বলে আরাকানী সুত্রগুলি থেকে পাওয়া যায়। ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থেও কাখমা নামে একটি অঞ্চল পাওয়া যায়। ১৫৯৯ সালে তওঙ্গু-এর বর্মী সেন্যদের সাথে আরাকানী সৈন্যরাও যৌথভাবে দক্ষিণ বার্মার শক্তিশালী পেগু রাজ্য জয় করার জন্য অভিযান করে।

১৮০০ শতাব্দির প্রথমদিকে চাকমাদের রাজা ছিল সাথুয়া বরুয়া। তার রাজধানী ছিল তৈন বা আলেখ্যাডং (বর্তমানে আলিকদম)। জনশ্রুতি আছে যে এই রাজা তন্ত্র সাধনা করতেন। একদিন সাধনার সময় ব্যাঘাত ঘটলে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এ কারনে চাকমা ইতিহাসে তিনি পাগলা রাজা নামেও খ্যাত। রাজা সাথুয়ার মৃত্যুর পর ১৭১১ সালে তার বড়পুত্র চন্দন খান রজা হন। কিন্তু বিরাজ মোহন দেওয়ান লিখেছেন- সাথুয়ার মৃত্যুর পর রাণী ও রাজকন্যা ভয়ে ত্রিপুরায় পালিয়ে যান। সেখানে এক সম্ভ্রান্ত ত্রিপুরার সাথে রাজকন্যার বিয়ে হয়। তাদের এক ছেলে হয় তার নাম ধাবানা - চাকমা ও চাক ইতিহাস আলোচনা- সুগত চাকমা-২০০০।

চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত- বিরাজ মোহন দেওয়ানঃ ১৯০৯ সালে The Govt. of East Bengal and Assam Gazetteers চাকমা রাজার রাজ্যের সীমা নির্ধারন করেন-

কাচালং ও মায়নী	৭২৮.৪ বর্গমাইল
সুবলং	৩৪.৫
ঠেগা	৭০.০০
বরকল	.৫
রাইং খ্যং (কর্ণফুলী নদীর বাম পার্শ্বে)	২১৫.০০
সীতা পাহাড় (কর্ণফুলী নদীর ডান পার্শ্বে)	২৮.০০

	১০৭৫.১৪ বর্গমাইল

রাণী কালিন্দী (১৮৪৪)-রাজা ধরমবক্স খাঁ এর মৃত্যুর পর রাজ্য শাসনগ্রহণের জন্য বৃটিশ সরকারকে আবেদন জানানোর পর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সরকার শুকলাল দেওয়ানকে বার্ষিক ২৪২১.১১ জমা দিবার সাপেক্ষে ম্যানেজার পদ প্রদান করেন। সে সময় চট্টগ্রাম জেলার জমিদারির ভার আসানত আলী নামক এক মুসলমান মহুরীর হাতে দেয়া হয়। অবশেষে বৃটিশ সরকারী ভাবে কালিন্দী কে রাজ্যের সত্বাধিকারীনি হিসেবে ঘোষণা করে ১৮৪২ সালের ২৬ অগাষ্ট। এতে ১৮৪৪ সালে কালিন্দী পূর্ন মর্যদায় রাণী হন।

রাজা ধাবানার মৃত্যুর (১৬৬১) পর তার পুত্র ধরম্যা রাজা হন। ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রামের যুদ্ধে আরাকান রাজা পরাজিত হলে ধরম্যা স্বাধীন রাজা হন।

১৫০ পাতায় আরো লেখা আছে- চাকমাদের জনশ্রুতি আছে রাজা ধরম্যা মোগল রমনী বিয়ে করেন। ১৫৭৮ ও ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ত্রিপুরার রাজা উদয় মানিক্য ও অমর মানিক্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল রোসাঙ্গ রাজাকে আক্রমন করেন। চাকমা রাজাও এ যুদ্ধে অংশ নেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজা পরাজিত হন। এই যুদ্ধে হেরে যাওয়ার কারনে অমর মানিক্য আত্মহত্যা করেন। ধরম্যার মৃত্যুর পর তার পুত্র মোগল্যা রাজা হন।

১৭৩৭- রাজা সেরমুস্ত খাঁর আমলে চট্টগ্রাম জেলার সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল তার অধীনে ছিল। তার রাজ্যের সীমা ছিল-উ: ফেনী নদী, দ: শঙ্খ নদীর মধ্যবর্তী স্থান, পূ: কুকী রাজ্য (লুসাই হিলস), প: নিজামপুর রাস্তা (বর্তমান ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ধরম বক্স খার মৃত্যুর পর চট্টগ্রাম জেলার পার্বত্য অঞ্চল বৃটিশদের আয়ত্বে চলে যায়। ১৭১৫ সালে রাজা ফতে খাঁ -এর সাথে মোগলদের বানিজ্য চুক্তি হয়।

শ্রী শ্রী রাজনামা গ্রন্থে উল্লেখ আছে-বুদ্ধ জন্মেরও অনেক শত বৎসর আগে হিমালয়ের কাছাকাছি কোন এক রাজ্য ছিল যার রাজা ছিলেন অভিরথ। রাজ্যের নাম ছিল কলাপ নগর। রাজা অভিরথের বংশধরদের মধ্যে অপুর নামে এক রাজা হন। অপুর-এর পুত্র নিপুর। নিপুর-এর পুত্র করকশুক, করকশুকের পুত্র উল্কামুখ, উল্কামুখের পুত্র হস্তীক, হস্তীকের পুত্র সিংহহনু। সিংহহনুর চার পুত্র শুদ্ধোধন, ধৌতধন, শুক্লোধন ও অর্মৃতধন। শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থের পুত্র রাহূল ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন। এখানেই শাক্যদের এক শাখার সমাপ্তি।

কপিলাবস্থু নগরের মহানাম শাক্যের ঔরসে নাগমুন্ডা নামক এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কারিনী বাসবক্ষত্রিয়াকে শাক্য রাজকন্যা হিসাবে সাজিয়ে রাজা প্রসেনজিতের সাথে শাক্যরা বিবাহ দেন।

কলিয়গনও শাক্য বংশের অন্যতম শাখা। শুদ্ধোধনের সমসাময়িক দন্ডপানি নামক আরো একরাজা ছিলেন তিনিও শাক্য বংশের ধরা হয়। এখানে খুজতে হবে গোপাদেবীদের বংশধরেরাও শাক্য ছিল কিনা ?

চাকমা ও চাক ইতিহাস আলোচনা বইয়ে সুগত চাকমা বলেন ১৯৬৯ সালে দি ফার ইস্ট নামক একটি গ্রন্থে মারিয়া পেনকালা নামে এক ভদ্রলোক এক মানচিত্রে দেখান ১০০ খ্রীষ্টাব্দের সময় নেপালের পশ্চিমাংশ থেকে একদল শাক্য দেশান্তরিত হয়ে উত্তর বার্মায় বসতি করে।

উক্ত বইয়ে সুগত চাকমা আরও লেখেন- বিখ্যাত তিব্বতী ইতিহাসবিদ লামা তারানাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে। ১৬০৮ খৃীষ্টাব্দে তিনি হিস্ট্রি অব বুড্ডিজম ইন ইন্ডিয়া নামে একটি বই লেখেন যাতে কুকি ভূমিতে চাগমা নামে একটি রাজ্যের অস্থিত্বের কথা লেখেন। কুকি ভূমি বলতে তখন আসাম, ত্রিপুরা ও বার্মার কিছু অংশকে বুঝাতো।

আদারঅ শ শতাব্দির পইল্যাদি চাঙমা রাজা এল সাথুয়া বড়ুয়া। রাজধানী এল তৈন বা আলেখ্যাংডং। রাজা সাথুয়ার দ্বিবা পুয়া- চন্দন খান আ রত্তন খান। ১৭১১ সালত রাজা সাথুয়ার মরি যানার পর তা পুঅ চন্দন খান রাজা অয়। মোগলউনর রেকর্ডপত্রত তা নাঙ পা যায়। চন্দন খানরে তৈন খান নাঙেইঅ চিনিদাক।

মাধব চন্দ্র কর্ম্মী (শ্রী শ্রী রাজনামা)-১৯৪০- লেখেন-চাঙমা যিউন রোয়াং বা আরাকানত থেলাক তারারে রোয়াংগ্যা চাকমা বা তংচঙ্গ্যা চাকমা আ যিউন চাদিগাঙ এলাক তারা অলাক্কে আনক্যা চাকমা। আলিকদমত যেক্কে চাঙমা রাজার রাজধানী এল সেক্কে

বাংলার নবাবে চাঙমা রাজারে তৈন সুরেশ্বরী নাঙে খেতাব দিয়ে। সেলক্ষে চাঙমাউন লাড়ে লাড়ে চাদিগাঙমুখ্যা বজত্তি গরা ধল্যাক। আ বাঙালুন্দোই মিলি মগর বিরুদ্ধে যুদ্ধ গরিলাক। টন মুরিগাঙর যুদ্ধ বিলি এক্কান যুদ্ধর কদা বিজোগত আগে। রাজা তৈন সুরেশ্বরী ৫০ বজর সং গমেদালে রাজ্য শাসন গরে। সে লক্ষে মোগল রাজাউন সমারে তিবিরা রাজ্য ঘোরতর যুদ্ধ অয়। রাজা তৈন সুরেশ্বরী মরি যানার পর তা পুয়া জনু রাজা অয়। জনুর দ্বিবা ঝি এলাক-রাজেম্বি আ সাজেম্বি। জনু রাজার রাজত্ব আমলত মগ রাজায় যুদ্ধ গরি আরঅ চাদিগাঙ দখল গরে। চিগোন ঝি সাজেম্বিলোই মগ রাজার মেলা অয়। রাজেম্বিলোই মেলা অয় রাজার প্রধান সেনপতি বুড়া বড়ুয়ার।

তৈন সুরেশ্বরী মরি গেলে তা জামেই বুড়া বড়ুয়া রাজা অয়। বুড়া বড়ুয়া মরি গেলে তার পূয়া সাথুয়া বড়ুয়া রাজা অয়। সাথুয়া বড়ুয়া অমকত্যে সাহসী আ বলী এল বিলি শুনো যায়। তে একবার চাদিগাঙ শহর লুদি আনেগৈ। পইল্যা পইল্যা বজং হাম গল্লেইঅ পরে কালে সাথুয়া বড়ুয়া ধার্মীক অয় আর তন্ত্র সাধনা গত্ত। শুনো যায় তে নাহি তার চিত কইলজ্যা নিগিলেই ধোই পাত্ত। একদিন চুর গরি যেক্কে তে পেদঅ ভিদিরোর চিত কলজ্যা নিগিলেই ধর আদিক্যা রানী চোগত পরে। আবাদা রানী তারে দেগিলে তে হিজা হিচ্যা ভাড়াল আদুরি সমরিবার যেই উল্ডোপাল্লা অয় বিলি মনে গরা অয়। সিত্তুন লাগত তার মাদা হরাপ অই যায়। তারে প্রজাউনে পাগলা রাজা নাঙ বজেই দ্যন। পাগলা রাজারে পরেদি তার রানীয়ে কাবি ফেল্ল্যে বিলি হিয় হিয় কন। সেনত্যে রানীরে কাট্টোয়া রানী দাগিদাক।

কাট্টোয়া রানীর আমল সুগত চাঙমা লিখ্যে ১৭১৩-১৪ অই পারে। রাজা সাথূয়ার নাদিন জল্লীল খান (১৭১৫-২৪)। রাজা জল্লীল খানর গুরো ভেই ফতে খা।

পাগলা রাজার দ্বিবা পুয়া- চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ। তারার ইক্কুয়া বোন এল অমঙ্গলী। অমঙ্গলী লোই রাজ অমাত্য (অমাত্য অর্থ সদয্যা কুদুম্ব সর্দ্দার) মুলিমা থংজার সমারে। কাট্টোয়া রানী মরি যানার পর চন্দন খাঁ আ রতন খাঁ কয়েক বজর রাজত্ব গরি যান। তারার কারর পুয়া ন এলাক।

আরেকদাগি বিজোগ লিগিয়েয় কন রাজা অবার ধারাজে মন্ত্রী চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ দুজনরে মারেই ফেলায়। তে রাজা অবার চেলেইঅ চাঙমা সর্দ্দারউনে তারে মানি লোই ন পারন। যেরেদি ধাবানারে রাজ্য সিংহাসনত বজা অয়।

ধাবানার দ্বিবা পুয়া- ধরম্যা আ মঙ্গল্যা। ধরম্যা রাজা অয় তা বাপ মরি যেবার পরে। কিজুদিন বাদে তে মরি গেলে তা ভেই মঙ্গল্যা রাজা অয়। মঙ্গল্যাত্তুন দ্বিবা পুয়া -সুবল চাঁদ বা সুবল খা আ ফতে ঁচাদ বা ফতে খা। মঙ্গল্যা মরি গেলে সুবলচাঁদ রাজা অয়। তেইঅ কয়েক বজর বাদে মরি গেলে তা ভেই ফতেচাঁদ রাজা উদে। এই ফতে খার আমলত প্রজাউনরে তে যুদ্ধবিদ্যা শিগেয় মোগলউনঅ সমারে যুদ্ধত লামায়। বহুত মোগল সৈন্য মারে ফেলেই, আত্যার, গোলাবারুদ কাড়ি লোয়া অয়। তা আমলদই দ্বিবা কামান পা অয়। ইক্কুয়া নাঙ রাগা অয় ফতে খা আর ইক্কুয়া কালু খা। ফতে খা কামানওয়া এব সং চাঙমা রাজবাড়ীর মুজুঙে আগে। রাঙামাত্যা বেড়া গেলে এব দেগিবাগৈ। ফতে খা মুসলমান শাসন কর্তা নবাব বাদশালোই ১০৭৭ মগীদে কার্পাস চুক্তি গরে।

ফতে খা তিন পুয়া- সেম্ভস্তখা, ওরমুস্ত খা আ খেরমুস্ত খা।

ফতে খা মরি গেলে সেরমুস্ত্ম খা রাজা অয়। সেরমুস্ত খার পুয়া ন এলাক। তার ভেই ওরমুস্ত খার পুয়া সুখদেব রায়রে পালক পুয়া বানায়। সে পরেন্দি রাজা অয় সুখদেব রায়। তা আমলত শিলক গাঙ কায় রাজধানী বদলা অয়। নাঙ রাগা অয় সুখবিলাস। এব সং চাদিগাত আগে এ জাগান। এককালে চাঙমা লেগা শিগিয়েউনে শিলক পড়া যেদাক। ফতে খা ইসলাম ধর্ম্মলোই কিজু কাজু লুদুপুদু অই থেলেইয় চাল চলনে বেক বৌদ্ধ ধর্ম পালেদ। মাত্তর সুখদেব রায় হিন্দু ধর্মলোই লুদুপুদু অই যায় বিলি শুনো যায়। তা আমলদই কর্ণফুলী পারত ত্রিপুরাসুন্দরী নাঙে কালী মুর্তি বানেই দে। সে লক্ষে তিবিরা রাজায় চাঙমা রাজার হিন্দুধর্মর প্রীতি দেগি দোল সম্পর্ক গরে আ ভালক ঘর তিবিরা প্রজা চাঙমা রেজ্যোত্ পাদেই দে। সিগুনই রাজারঅ তিবিরা নাঙে এব সং আগন হিল চাদিগাঙত।

সুখদেবর পুয়া সের দৌলত খা। ১৭৬০ সালত ইংরেজচ্চুনে চাদিগাং দখন গরন। রাজা সের দৌলত খা তা সেনাপতি রনূ খা রে লোই ইংরেজ্চ্চুন্দোই যুদ্ধ গরে। দ্বি বার যুদ্ধ গরিনেই ন জিনে। শেষমেষ তে মরি গেলে তা পুয়া জান বক্স খা রাজা অয়। ১৭৮৫ সালত জানবক্স খা ইংরেচ্চুনইদু অধি যায়। তারার বশ্যতা স্বীগার গরি পায়।

জানবক্স খার তিন পুয়া- টব্বর খা, জব্বর খা আ ঢুলপেদা। জানবক্স খা শিলকত্তুন রাজধানী বদলেই রাউন্যা আনে। চাদিগাংইদু রাউন্যা নাঙে জাগাত গেলে এব সং রাজঘরর ভাঙা মাজারা দেগা যায়।

জানবক্স খা মরি গেলে টব্বর খা কয়েক বজর রাজত্ব গরি পুয়া ছা নেই উরি মরি যায়। সে যেরে রাজা অয় জব্বর খা। জব্বর খা ১০ বজর গমেদালে রাজত্ব গরে।

১৮১২ সালত জব্বর খার পুয়া ধরমবক্স খা রাজা অয়। এই ধরমবক্স খা কুরাখুট্যা গঝার গুজাং চাঙমার ঝি কালাবিরে মেলা গরে। এই কালাবীই পরে কালে চাঙমা বিজোগত কালিন্দী রাণী নাঙে পহর ছিদায়। ধমরবক্স খার তিন মোক। কালিন্দী, আটকবি আ হারিবি।

১৮৩২ সাল ধরমবক্স খা রাঙামাত্যা রাজঘরত মরি যায়। পরেদি রাজকন্যা চিগোনবিলোই মেলা অহয় রনূ খা দেওয়ানর নাদিন গোপীনাথ দেওয়ানদোই। ধরমবক্স খা রাজা মরি যেবার পরে

চিগোনবিই উত্তরাধিকারিনী অয়। যেরেদি তার মা হারিবি রানী ইজেবে রাজ্য চালায়। ইন্দি রানী কালিন্দী রাজত্ব গরিবার নাঙে ইংরেজঅইদু আপত্তি দে। ভেজাল মীমাংসা ন অয় সঙ ধরমবক্স খার সদয্যা কুদুম রাজচন্দ্র দেওয়ানর ডাঙর পুয়া সুখ লাল খা দেওয়ানরে রাজ্য চালেবার সাময়িক হুগুম দেয়া অয়। ১৮৩৬ সাল সং তে রাজ্য চালায়। ১৮৩৭ সালত কালিন্দী রানী ইজারা লাভ গরে। পরেদি আরঅ ছাড়ি দে। ১৮৪৪ কালিন্দী রানীরে ধরমবক্স খার বেক সম্পত্তির মালিক বিলি ইংরেজ সরকারে হুগুম দে। রানী কালিন্দীর কন পুয়া ছা ন এলাক। হারিবির ঝি চিগোনবি গর্ভত গোপীনাথ দেওনর দ্বিবা পূয়া - হরিশচন্দ্র আ শরত চন্দ্র। চন্দ্রকলা নাঙে ইক্কুয়া ঝি এল।

কালিন্দী রানী হরিশচন্দ্ররে ভবিষ্যদে রাজা বানেবার ধারাজে লেগাপড়া গমে দালে শিগেবার যুক্কল গরে। কালিন্দি রাণীর আমালত ক্যাপ্তেইন লুইনে রাজ্যর এক কত্তা মং চীফরে দি মং সার্কেলত ভরেই দে আরঅ এক ভাগ কাজলংঅর ইশান দেওয়ানরে গজেই দে। ইশান দেওয়ানে রাজভক্ত এল হিনেই লুইনর দ্যা জাগা গজি ন লয়।

১৮৮৩ সালর আজিন মাজঅ ৫ তারিখ রানী কালিন্দী মরি যায়। রানী বাজি থাক্কে ১৮৭২ সালত ইংরেজে লুসাই অভিযান গরিনেই হরিশচন্দ্র রাজারে রায় বাহাদুর উপাধি দে। হরিশচন্দ্র রাজার আমল ১৮৭৩-৮৫ সাল। রাজা হরিশচন্দ্র মরি গেলে ১৮৮৫ সালত তা পুয়া ভুবন মোহন রাজা উদে। ১৮৯৫ সালত রাজা ভুবন মোহন দয়াময়ীরে বৌ নেজায়। রাঙমাত্যাত এব সং তা নাঙে রাণী দয়াময়ী হাই স্কুল আগে। ভুবন মোহনর দ্বিবা পুয়া-নলিনাক্ষ আ বিরূপাক্ষ। ঝি বিজন বালা ।

যুবরাজ নলিনাক্ষ রায়অ লগে কলকাদার কেশবচন্দ্র সেনর নাদিন বিনিতা রায়র (ব্যারিষ্টার সরল চন্দ্র সেনর ঝি) মেলা অয় ১৯২৬ সালর ১০ই ফেব্রুয়ারী। রাজা ভুবন মোহন মরি গেলে ১৯৩৫ সালর ৭ই মার্চ নলিনাক্ষ রাজা অয়। তার পর ত্রিদিব রায় রাজা উদে ১৯৫৩-৭১ সং। ত্রিদিব রায়র পুয়া দেবাশীষ রায় রাজা উদে ১৯৭৭ সালত। দেবাশীষ রায়র পুয়া ত্রিভুবন আর্যদেব রায়।

চাকমা ও চাক ইতিহাস আলোচনা বইয়ে সুগত চাকমা লেখেন ঃ

১৮৬০ সালত পইল্যা হিল চাদিগাঙ নিনেই ৬৭৯৬ বর্গমেইলর জেলা বানা অয়। এ জেলার রাজধানী এল রাজানগর ।

১৮৬০ সালত কুগিউনে তিবিরা রেজ্যোত আক্রমন চালেদাক্কি। ১৮৭০-৭১ সালত হুগিউনে ৯ বজচ্যা সাপ মিলা মেরী উইনচেস্টাররে ধুরি নেযান।

১৮৭১-৭২ সালত লুসাই হিলস এক্সপেডিশন গরন। ১৮৮৯-৯০ সালত আর একবার কুকি দঙা যান ইংওেচ্চুনে।

১৮৭৩ সালত কালিন্দী রাণী মরি গেলে তা নাদিন হরিশচন্দ্র রাজা উদে। ১৮৭৩-১৮৮৫ সালঅ ভিদিরে চাঙমা রাজার রাজধানী রাজানগরত্তুন রাঙামাত্যা তুলি আনা অয়।

১৮৯৩ সালত সাউট লুসাই হিলস গঠন গত্তে বড়পানছুড়ি এলাকান লুসাই হিলঅত ভরেই দিয়া অয়।

১৮০০ শতাব্দির প্রথমদিকে চাকমাদের রজা ছিল সাথুয়া বরুয়া। তার রাজধানী ছিল তৈন বা আলেখ্যাডং (বর্তমানে আলিকদম)। জনশ্রুতি আছে যে এই রাজা তন্ত্র সাধনা করতেন। তন্ত্রবলে তিনি নিজের ভেতরের পরিপাক যন্ত্র বা কলিজা বের করে ধুয়েমুছে আবার গুছিয়ে রাখতে পারতেন। তার এ বিদ্যার খবর রাণীও জানতেন না। একদিন গোপনে তার পাকস্থলী বের করে পরিস্কার করার সময় হঠাৎ রাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করায় রাজা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পরেন এবং সাধনার সময় ব্যাঘাত ঘটলে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এ কারনে চাকমা ইতিহাসে তিনি পাগলা রাজা নামেও খ্যাত। রাজা সাথুয়ার মৃত্যুর পর ১৭১১ সালে তার বড়পুত্র চন্দন খান রজা হন। কিন্তু বিরাজ মোহন দেওয়ান লিখেছেন- সাথুয়ার মৃত্যুর পর রাণী ও রাজকন্য ভয়ে ত্রিপুরায় পালিয়ে যান। সেখানে এক সম্ভ্রান্ত ত্রিপুরার সাথে রাজকন্যার বিয়ে হয়। তাদের এক ছেলে হয় তার নাম ধাবানা।

চাকমা ও চাক ইতিহাস আলোচনা- সুগত চাকমা-২০০০

১৯১১ সলে দৈনাকদের জনসংখ্যা ৪৯১৫ উল্লেখ করেন ১৯২৭ সালের লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া সংস্করনে।

ত্রিপুরার রাজা ধন্য মানিক্য (১৪৯০-১৫১৪ খৃষ্টাব্দ) উত্তরে কাছাড়, পশ্চিমে সিলেট, দক্ষিণে রামু (বর্তমানে কক্স বাজার জেলার একটি উপজেলা) ও পূর্বে থানাংচি (বর্তমানে বান্দরবার জেলার একটি উপজেলা)।

ত্রিপুরার উদয়পুরের নাম ছিল রাঙ্গামটি। এখান থেকেই অনুমান করা হয় চাকমা অঞ্চলটি এই সময় ত্রিপুরা রাজ্যের সীমার মধ্যে থাকতে পারে।

কক্স বাজার জেলার রামু বাজারের ২ মাইল পশ্চিমে চাকমাকুল নামক একটি ইউনিয়ন এখনো আছে। এটি কক্স বাজার শহর থেকে মাত্র ৬ মাইল পূর্বে। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দের সময় চাকমারা এ এলাকা দখল করে।

ত্রিপুরার রাজমালা (কালি প্রসন্ন সেন বিদ্যভুষণ) উল্লেখ আছে ঃ

কাইফেঙ্গ চাকমা আর খুলঙ্গ লঙ্গাই
তনাউ তৈয়ঙ্গ আর রয়াং আদি ঠাঁই।
থানাংছি প্রতাপসিংহ আছে যত দেশ
লিকা নামে আছে জাতি রাঙ্গামাটি শেষ।

রাজা সাথুয়ার দুই পুত্র চন্দন খান ও রত্তন খান।

বিরাজ মোহন দেওয়ান (চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত)-১৯৬৯ ঃ আহজার বজর আগে উত্তর ভারদত শক নাঙে এক্কুয়া জাদ এল । তারারেই শাক্যবংশ বিলি কিয়াচ গরা যায়। সে আমলত কৌশল রাজাগুনো সমারে শাক্য রাজাগুনোর উদোন বজন এল। কারন কৌশল রেজ্যোর ভিদিরেই এল শাক্যউনর চিগোন চাগোন রেজ্যো। শাক্যউন

তিন ভাগ এলাক, ১) মহাশাক্য, ২) লিচ্ছবী শাক্য, ৩) পার্বত্য শাক্য। এবাদেইঅ তৃণ শাক্য নাঙেইঅ আরঅ ইক্ষুয়া শাক্যউনর ঢেলা এল বিলি শুনো যায়।

শাক্য বংশর রাজা সুধন্যর নাদিন বা মরুদেবর পুয়া এল চম্পককলি। তা নাঙেই রেজ্যোর রাজধানীআনর নাঙ বজে চম্পকনগর। চম্পককলি রাজাইঅ ধার্মিক এল। তা আমলত রেজ্যোত বেগিদো বুদ্ধমন্দির বানা অয়। সাংকুশ্যা নাঙে রাজার একজন বুদ্ধিবলা মন্ত্রী এল। চম্পককলির দ্বিবা রাণী। ডাঙর রাণীর এক পুয়া গুনোধন। চিগোন রাণীর দ্বিবা পুয়া আনন্দমোহন আ লাঙ্গলধন। গুনোধন আ আনন্দমোহন দুয়জনে রং কাবর পিনি ঘরসংসার ছারি যান। লাঙ্গলধনে রাজা অয়। সাংকুশ্যার পুয়া জয়ধনে এল তার সেনাপতি। লাঙ্গলধনর দ্বিবা পুয়া- ক্ষুদ্রজিত আ সমুদ্রজিত। রাজা মরিবার পর ক্ষুদ্রজিতে রাজা অয়। একদিন তার পুয়া মরি যানায় মনত দুগে তে ভেই সমুদ্রজিতঅ আহদত রাজত্ব ছাড়ি দে। সমুদ্রজিদর পুয়া ছা ন এলাক। সেনাপতি জয়ধনর নাদিন বা সুবলর পুয়া শ্যামলরে রাজা বানা অয়। শ্যামলর দ্বিবা পুয়া সৈন্ধ্যাসুর আ চান্দাসুর। শ্যামলে মরি যানার পর সৈন্ধ্যাসুর রাজা অয়। কিজুদিন বাদে তেইঅ ক্ষুদ্রজিতঅ দগ চিগোন ভেইঅ আহদত রাজত্ব ছাড়ি রং কাবর লোই ভিক্ষু অয়। হিরণ কুমারী নাঙে সৈন্ধ্যাসুরর এক ঝি এল। রাজা চান্দাসুরর পুয়া সাধেংগিরি।

সাধেংগিরি রাজার পুয়া ধর্মসুখ। ধর্মসুখর পুয়া সুধন্য (২য়)। সুধন্যর পুয়া চম্পাসুর। চম্পাসুরর দ্বিবা পুয়া-১) সুমেসুর, ২) বিশ্বসুর। সুমেসুর রাজা অবার কয়েক বজর বাদে ভীমঞ্জয় নাঙে এক নাবালক পুয়া রাগেই মরি যায়। তে মরিযানার পর বিশ্বসুর রাজা অয়। বিশ্বসুরঅ আমলত বারে রাজায় রাজ্য অক্রমন গরে। বিশ্বসুরর কোন পুয়া ছা ন এলাক। তে মরি যানার পর তা ডাঙর ভেইয়র পুয়া ভীমঞ্জয় রাজা অয়। ভীমঞ্জয়র আমলত আসাম জয় গরা অয়। ভীমঞ্জয় আ তার সেনাপতিবুয়াইঅ অমকদ বান দর' এলাক। সেনাপতিবুয়া নাঙ এল কালাবাঘা। সেনাপতিবুয়াইঅ যেরেদি রাজ্য জয় গত্তে গত্তে তিবিরা রেজ্যোর উত্তর ঢাগত লুঙেগি বিলি বিজোগত আগে। তা নাঙান এল কালাবাঘা। তে সে রেজ্যো জয় গরি সিদুই রাজত্ব গরা ধরে। আগঅ দিনর সেই চম্পকনগরর নাঙে নাঙে তেইঅ তা রাজধানীআনর নাঙ রাগায় চম্পকনগর।

ইন্দি ভীমঞ্জয় মরি গেলে রাজ্যত রাজা অয় তার পুয়া সংবুদ্ধা। রাজা সংবুদ্ধার যেরে রাজা অয় উদয়গিরি। উদয়গিরির দ্বিবা পুয়া- বিজয়গিরি আ সমরগিরি। উন্দি কালাবাঘা রাজ্যর রাজা মরি যানার পর উদয়গিরি তার ডাঙর পুয়া বিজয়গিরিরে সে রেজ্যো শাসন গরিবাত্যে পাদেই দে। এই বিজয়গিরিই চাঙমা বিজোগত বেগঅ ডাঙর নাঙী রাজা। তে আরাকান জয় গরে। এ ধগে ত্রিপুরা রেজ্যোর চম্পকনগরান সিয়ান অই পারে বিলি বেগিদো জ্ঞানী মানয্যে ধারণা গরন। কিয়াচ গরা অয় ৫৯০ খৃষ্টাব্দ। বিজয়গিরি রাজ্য জয় গরি আরাকান সং লুঙেগৈ।

প্রাচীন রাজবংশাবলী

রাজা	সম্পর্ক ও টীকা
সুধন্য	শাক্য বংশীয় রাজা, পুত্র মরুদেব
মরুদেব	পুত্র চম্পককলি প্রথম রাণীর গর্ভে গুনধন দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে আনন্দমোহন ও লাঙ্গলধন। রাজধানী চম্পক নগরের পত্তন।
লাঙ্গলধন	পুত্র ক্ষুদ্রজিত ও সমুদ্রজিত
ক্ষুদ্রজিত	বৌদ্ধভিক্ষুব্রত
সমুদ্রজিত	সন্তানহীন। মন্ত্রীর পুত্র শ্যামল
শ্যামল	দুই পুত্র-সৈন্ধ্যাসুর ও চান্দাসুর
সৈন্ধ্যাসুর	বৌদ্ধভিক্ষুব্রত গ্রহণ, কন্যা হিরন কুমারী
চান্দাসুর	পুত্র সাধেংগিরি।
সাধেংগিরি	পুত্র ধর্ম্মসুখ
ধর্ম্মসুখ	পুত্র সুধন্য (২য় সুধন্য)
সুধন্য	পুত্র চম্পাসুর
চম্পাসুর	দুই পুত্র-সুমেসুর ও বিশ্বসুর
বিশ্বসুর	সন্তানহীন। সুমেসুরের পুত্র ভীমঞ্জয়
ভীমঞ্জয়	পুত্র সাংবুদ্ধা । কালাবাঘা সেনাপতি
সাংবুদ্ধা	পুত্র উদয়গিরি
উদয়গিরি	দুই পুত্র- বিজয়গিরি ও সমরগিরি
বিজয়গিরি	সন্স্থানহীন, মন্ত্রী সিরত্তমা চাকের আরাকানে রাজ্য স্থাপন ।

১. Captain Lewin's The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers there in-1869

২. Lient Phayre-"An Account of Arakan"- published in Journal of the Asiatic Society of Bengal-1841

৩. সম্ভবত রাজা জব্বর খাঁ-এর আমলে (১৮০১-১২) গ্রহাচার্য শংকরাচার্য "রাজনামা" রচনা করেন।

৪. মাধব চন্দ্র চাকমার শ্রী শ্রী রাজনামা প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে।

৫. নোয়ারাম চাকমার- "চাকমা রাজলহরী"-১৯৬২।

৬. শ্রী বিরাজ মোহন দেওয়ান রচিত "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" ১৯৬৯ সালে।

৭. কামিনি মোহন দেওয়ান-"পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী"-১৯৭০।

৮. "চাকমা জাতি ও চাকমা রাজবংশের ইতিহাস" প্রাণহরি তালুকদার-১৯৮১।

৯. পুন্যধন চাকমার "চাকমা ইতিহাস" অরুনাচল থেকে-১৯৮২।

১০. সতীশ চন্দ্র ঘোস সম্পাদিত "চাকমা জাতি" প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে।

১১. আর এইচ এস হাসিনসন সম্পাদনা করেন "Chittagong

Hill Tracts District Gazetteer-1909"

১২. আর এইচ এস হাসিনসন সম্পাদনা করেন "An Account of Chittagong Hill Tracts -1906"

১৩. ১৯১৯ সালে রাজা ভুবন মোহন-"চাকমা রাজবংশের ইতিহাস"

১৪. বার্মার ইতিহাস- "চাইর্জং ক্যাথাং"

১৫. আরাকানের ইতিহাস- "দেঙ্গোয়াদি আরেদ ফুং"

১৬. উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা-১৯৯৫, প্রবন্ধ-চাকমা জাতির ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক- অশোক কুমার দেওয়ান।

১৭. রাজা ভুবন মোহন রায় (চাকমা রাজ বংশাবলী-১৯১৯)

১৮. ধাবানা-ধরম্যা-মোগল্যা-১) যুবল খা, ২) ফতে খা। ফতে খা-১)সেরমুস্ত খা, ২) রহমত খা, ৩) সের্জ্জন খা। রহমত খা-এর পর শুকদেব রায় (কার ছেলে উল্লেখ নেই)। শুকদেব রায়- সের দৌলত খা-জানবকস খা।

১৮. মাধব চন্দ্র কর্ম্মী (শ্রী শ্রী রাজনামা)-১৯৪০।

১৯. ধাবানা-১) ধরম্যা, ২) মোঙ্গল্যা । মোঙ্গল্যা-১) যুবল খা, ২) ফতে খা। ফতে খা-১) সেরমুস্ত খা, ২) ওরমুস্ত খা, ৩) খেরমুস্ত খা। ওরমুস্ত খা- শুকদেব-সেরদৌলত খা- জানবক্স খা।

২০. বিরাজ মোহন দেওয়ান (চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত)-১৯৬৯

২১. ধাবানা (মৃত্যু-১৬৬১)-১) ধরম্যা, ২) মোঙ্গল্যা। ধরম্যা-মোগল্যা-১) সুভল খা (১৭১২), ২) জল্লাল খা বা ফতে খা (১৭১৫)

২২. ফতে খা-১)সের্জন খা, ২) সেরমুস্ত খা, ৩) ওরমুস্ত খা। ওরমুস্ত খা- শুকদেব রায় (১৭৫৭)। এরপর সেরদৌলত খা (১৭৭৬)- কার পুত্র উল্লেখ নেই। জানবক্স খা (১৭৮২)।

২৩. কামিনী মোহন দেওয়ান (পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী)-১৯৭০।

২৪. ধাবানা-১)ধরম্যা, ২) মাদিয়া। মাদিয়া-১) সুবল খা, ২) ফতে খা। ফতে খা-১) সেরমস্ত খা, ২) ওরমস্ত খা, ৩) সেরজন খা। ওরমুস্ত খা- ১) সেরদৌলত খা, ২) জানবঙ খা।

২৫. প্রাণহরি তালুকদার (চাকমা জাতি ও চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস) ১৯৮১।

২৬. ধাবানা-ধরম্যা-মঙ্গল্যা- ১)জুবল খা, ২) জল্লাল খা। জল্লাল খা-ফতে খা-১) সের্জ্জন খা, ২) সেরমুস্ত খা, ৩) ওরমুস্ত খা-১) শুকদেব রায়-সেরদৌলত খা (১৭৭৬)-জানবঙ খা (১৮০২)।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Life Insurance Corporation of India

জীবন বীমা করে নিজেকে ও পরিবারকে সুরক্ষিত করুন।

এজেন্ট ঃ আরতি চাকমা (ত্রিপুরা)

স্বামী ঃ ত্রিটন চাকমা

কোড নং ঃ ২৫১৩৫৮০, ধর্মনগর ব্রাঞ্চ।

গন্ডাছড়া, ধলাই ত্রিপুরা।

যোগাযোগ ঃ ৯৪০২১৫৯০৯২

পাপ ন গরিলে পূণ্য

বি. বি. চাকমা

মনে মনে নয় এব্বে গেচগেছ্যেক গরি জায় জুক্কোল লৈ চাঙ, মাত্তর এক্কান জুক্কোল হলে আ'রক্কান জুক্কোল হ্যাদউন দুরোত থায়। এযান গরি গরি পন্দর কুড়ি দিনে'য়্য বন ভান্তের নাঙে কলমই ধরি ন পারঙ, নলেন কাবিদ্যাঙরে কধা দি তাঙরচ্যঙ বনভান্তের নাঙে দ্বি-চের কধা লেঘিম। কলম চালেই অফিস কাছারি চালেই পারিলে'য়্য কলম চালেই টেঙা কামানা অবসথা–বেবসথা জুরি ন পারাণায় কলম ধরদেই আমনর আঙা-আঙ্যে হ্ই উদে। মর বেলায় যোমনঃ সেলো গ্রিফার কলম্বোয় লেঘদে সচ্চরম পাঙ মাত্তর কলম থেলে রিফিল ন থায়। রিফিল পেলে কাগোজ তোগেই ন পাঙ। কাগজ আর কলম থেলে মন ন থায়, মন থেলে কারেন্ট ন থায়, মন থেলে কারেন্ট ন থায়। বেক্কানি আঘে জায়জুক্কোল লৈ বজা গেলে ধগে নলেন সংসারর নানাক্কান সম্মুচ্য–অ–সম্মুচ্য মুঝুঙে হ্াজিলি দেনায় কাগোজ আর কলম আর ন'য়্য চলে। নিত্তাগে এক্কান লেঘা লেঘদে, আলোচনা লেঘা লেঘদে বার বার জড়া দ্যা পড়ে, এইল ভাঙা পরে সেত্তুন বনভান্তে সান অসাধারণ জার কধা লেঘানা উগুরে থেই ভুলচুক হলে অপরাধত্তুন শাস্তি বেচ জুদে ইয়ান অনেগেই জানন।

বনভান্তে অসাধারণত্তুন বেচ তে মার্গ লাভ গোছ্যে বা অরহত পেয়য়্যে অনেগর সান মুই'য়্য অ'মগধ গরি বিশ্বেস গরঙ। এ যাবত কাল তা মুওত্তুন যেদক্কানি কধা নিঘিল্যে আর যেদক্কানি মুনিষ্যর জাত তথা তা জাত্যরে পরামর্শ দি যেয়ায় নিয়মর ভিধিরে থেই সিয়ানি এক এক্কান রতন সান মুই মনেগরঙ। তারে ন দেঘঙ ঠিক মাত্তর এক দুরোত্তুন মুই তার ভক্ত হ্ই যেয়্যঙ কারণ তার ভাষনানি লোকোত্তরর, অরহত ন পেলে এযান ভাষণ দি ন পারে। মর এগজা বিশ্বেস বনভান্তে চাঙমা জীবনর বাজিবার-তরিবার থম। কারণ এচ্যাকালে চাঙমায়ুণ লায় লায় অবস্থাশালী হদন, লেঘাপড়াদি আক্কোদন নাঙবাস ছিদে যার সে লগে বনভান্তের নাঙ'য়্য ছিদে যার, না বনভান্তের কারণে চাঙমায়ুন মু পহর দেঘদন। ইয়ান হামাক্কায় সত্য দ্বি নম্বর কারনানই ইয়োত কাম গরের।

বনভান্তের চোখ মু বন্ধ গোছ্যে মুই ভক্ত নয় তার গুনগানে আগল পাগল ন হ্লেয়্য তারে নিন্দে গরিয়ে জন মর চোঘোত ন পড়ে, যুগ বদি তারে নিন্দে গরিয়েয়্য ন শুনং। মর ইচ্ছে এল এগজা বানা নিন্দে গরিয়েবুয়ারে দ্বি চোঘে চেবার। চিত ঘিলে উগুরি উদে সঙ তার র শুনি পেলেয়্য মানুষ্যুন তা মুওত্তুন উদি ন যানায় প্রমাণ হ্য় তা মুওত্তুন মধু ঝরে তা অন্তরত এক্কান পরান আঘে তা জাত্যর কেত্যে মায়ামমতা ভালুদ্দুর।

এ যাবত কালে উগুরে উগুরে ক'ত ধর্ম দেশনা শুনিলুঙ উগুরে উগুরে বইপত্র মাধেই চেলুং মনত-পরানত লগালক জাগা লয় পারা বনভান্তের দেশনা সান কাররে ন দেলুঙ। পঞ্চশীল্য তে দ্বি ভাগ গোছ্যে। যারা প্ঞ্চশীলর বিরুদ্ধাচরণ গরন তারারে তে কোয়য়ে পর ধর্ম আর যারা পঞ্চশীল পালন গরন সিয়ান নিজ ধর্ম গরি কোয় যেয়য়ে। এক কধায় যারা জীব বধ গরন, জীব বেবসা গরন আর জীব দুখ দ্যন সিয়ান কো যায় পর ধর্ম । তা কধায়, এ শীল যারা ভাঙি এস্যন ভাঙি যাদন সিয়ানর কারণে কারর পুয়াসাবা আধক্যান্য যায়, অসময়ে মরণ, লেঙ আদুর হ্ন, হ্াত ঠেঙ ভাঙ্গি যায়, ছোখ কান, জনম রুক্যে, শুগর - কুড়-ছাগল এযানা - ইয়ানি পঞ্চশীলর পলিম শীল্য ভাঙানা বা পর ধর্ম পালানার কারণে এইয়ানি লাগত পেই যাদন। বানা সিয়ানি নয় এই পরধর্ম লালন পালনর কারণে চের অপায়র পথান তারা নাঙে বঙপাদার গরি খুলো যায়। সেমেনই পর ধর্ম কো যায়ঃ পরর সম্পত্তি কাড়ি লনা, পরর ভাগত আমনর ভাগ বাজানা, ন দ্যা দরপভেন হ্াত দেনা, পরর সম্পত্তি লুভ গরানা ইয়ানি যেমেন পর ধর্ম কো যায় সেমেনই মিজে কধা মাধানা, সুচ্যেঙ বুট্যেঙ কধা ক'না, ভাঙন্দি কথা ক'ণা, জানিশুনি অবিচার

গরানা, বিনামা বদনাঙ দেনা, পিজুম কধা ক'না, মেজাজ মেজাজ কধা মাধানা পর ধর্ম গরি বনভান্তে চিন দি যেয়য়ে। তে আর কোয়য়েঃ যারা পরর মোক -নেক, পরর মিলা মরদ লুভ গরন, মা বোন চিনিয্য ন চিনন, ছিনেলী কাম গরন, পরপাগল্যে কাম গরন সিয়ানিয্য পর ধর্ম গরি চিন দি যেয়য়ে। মদ ভাঙ খানা, নেশা দরপ গিলেনা বা বেবসা গরানা. জু খারা খ'না ইয়ানিয্য পর ধর্ম গরি কোয় যেয়য়ে। তে আর কোয় যেয়য়ে পর ধর্ম পালেলে দিন দিন তার কুনাঙ ছিদে যায়, কাম হ্াদত ললে ন ফলে, মানুষজনে বিশ্বেস কম গরন, দুখ দরদ সদর হয়, সত্য পথ হ্ারা যায়, দেবগণ বেজার হন। জনগণর হিততেয্যে তার হুসিয়ারীঃ চের অপায় আর নরক কুলর সাগিনান পরধর্ম পালন গরিলে পা যায়।

পারঙ না পরঙ, বুঝঙ ন বুঝঙ গরি বনভান্তের পর ধর্ম ভাঙি পারিলুঙ ন পারিলুঙ সিয়ান জ্ঞানী জনে জানিবাক। এবারত তুলোপারা গরা যোক নিজ ধর্ম তে কুবোন কোয়য়ে। তে কোয় যেয়য়ে ঃ যারা জীব বধ ন গরিবার মন গরন, আমনর দ্বারা জীব দুখ ন পাদোক মন থায় সিয়ান নিজ ধর্মগরি মান দি যেয়য়ে। তে কোয় যেয়য়ে ঃ যারা পরর জিনিষ ন ধরন তারা নিজ ধর্ম পালান গরি কোয়য়ে। গাল ন মাদানা, মু সামালানা মন সামালানা, ভাঙনি কধা ন ক'না, এগত্তরর কধা ক'না, মধ্যে মধ্যে তেম্মাঙত বজানা, অবিচারর মন মনত ন থ'না পরর দুখ লাগে পারা কধা ন ক'না, মানুষজন - দেবলোকর গম লাগে পারা কনায়ান নিজ ধর্ম গরি কোয়য়ে। তে আ'র কোয়য়ে ঃ পরর নেক মোখ পরর মিলা মরদর কেত্যে ছিনেলী মন ন গরানা, পরপাগল্যে মন ন যানায়ান নিজধর্ম গরি কোয়য়ে। তে আ'র কোয়য়ে ঃ যারা মদ ভাঙ ন খান, নেশাপান ন গরন, বেবসা ন গরন তারা নিজধর্ম পালান গরি কোয়য়ে। তে উদিচ দ্যে যারা নিজ ধর্ম মনে পরানে পালন গরন তারা যে কাম হ্াদত লন সে কাম তারার ফলে, তারার সুনাঙ ছড়েই যায়, অভাব - অনটন থেলেয্য মনত সেত্তমান ন লাগে, আবদ -বিপদ লাগত পেলেয্য কাদি যায়। আর দেব লক্কুনে আবদে বিপদে চোখ দি রোক্ষে গরন। দিন দিন নিজ ধর্ম পালানার কারনে সুখ আবুজে, মার্গ পথ শুক পা যায় আর পরর কালত ধনী কুলত, নাঙগরা ঘরত, রাজকুলত নয় হামাক্কায় দেবকুলত পরানানি ভেদা দে, তথাগতর দেশনায়ানি বনভান্তে সান এত্তুন পারা উজু গরি কনজনে কোয় পাছ্যন গরি অন্ততঃ মর জানা নেই।

যেমেন আ'র তে এক দেশনাত কোয় যেয়য়ে ঃ পাপ ন গরিলেই পূণ্য। পরর ধর্ম নিজর ধর্ম গরি দ এক্কাউক্কু জানিলঙ উগুরর লেঘাত্তুন। পরর ধর্ম পাপ গরি আমি জানিলঙ, পাপ গরিলে দুখ দরদ সদর হয় স্যানি'য্য জানিলঙ। মাত্তর সে বাড়ায্য বা সে কধার ভিধিরে জমেই থেয়য়ে ভাঙি ন পার্ছে পাপ যে আঘে সিয়ানি কয়জনে তুলোপারা গরি সমাধান গরন। জ্বলদে জ্বলদে নাদিন দেখ্যে মু হ্য় সয়সাগর উদাহরণ আমি দি পারি। যেমেন ঃ একদাগি মিলে আগন তারার শ্বোরী মনত ন পড়ানায় উদদে বজদে শ্বোরী গবাসবা গরণ, এক্কা অনবিনো হ্লে আমনর নেক্কুন নিন্দে গরন মু খুলি, নয় মনে মনে। বৌয়ে বৌয়ে ন হাদন এক্কা কম বেচ খরচত্তুন উধে এ ঘটনানি। জনম্মুয়া একজন নয় একজন গবানা সিয়ান মানয্য মুঝুঙে নয় মনে মনে। এযান সান পররে পিজুম গরানা নিন্দে গরানা এই জিনিষ্যানি আমনর এদু অনসুর বা গরি যায় যিয়ানি আমি ধাবেবার মনত'য্য ন তুলি। অথচ বনভান্তে সে নাঙে কোয় যেয়য়ে সাধারণ রগমে তুমি চিন্দে ন গচ্য, তুমি অসাধারণ ভাবে চিন্দে ভাবনা গচ্য, তে কোয়য়ে, এযান হ্লে বুদ্ধ কি ধগে চিন্দে ভাবনা গোছ্যে, আনন্দ কেধক্যেন চিন্দেভাবনা গোছ্যে, সে কধা মজিম আমার মুঝুঙে দেঘা দিলে আমি'য্য কোয় পারি ঃ এযান এযান হ্লে বন ভান্তে কেযান গরি চিন্দে ভাবনা গরিদ ? সন্দেহ নেই তারা সান বা তারার পরামর্শ মত আমি ন পারিবং মাত্তর দুখ কমেবার মত মন হ্লে বুদ্ধরে, বনভান্তেরে ইদোত - মনত তুলিলে দুখ কমদে সয়সাগরজন আমি উদাহরণ দি পারি।

বন ভান্তের কধা মজিম পাপ ন গড়িনেই পূণ্য এই কধায়ান চোঘ খাদি মানং আর মনে গরঙ এ কধায়ান কোয়দি তে মনুষ্য সমাজরে চোখ দ্যে, পথ হারেয়েরে

পথ দেঘেই দ্যে আর অজ্ঞানীরে জ্ঞান দ্যে পারা হ্ইয়ে। তথাগত বুদ্ধ ভাষণত বার বার তুলোপারা দেঘা যায় জ্ঞানীজন, মার্গলাভীজন সে লগে পূণ্যণি বার বার ইদোত মনত তুলিলে পূণ্য হ্য়। পাপ জিনিষ্যাণ বা পরধর্ম কি এক্কাউক্কু জানি মাত্তর পুরো নয়। সেমেনই পূণ্য জিনিষ্যানয়্য সারেপারা জানি মাত্তর পুরোপুরি নয়। যেমেন ঘরর বৌবুয়া বা মাবুয়া বা ঝিবুয়া তোন তোগেই ভাত রানি ঘরর মানুষ্যুনরে খাবেল সিয়ান তার দায়িত্ব মনে গরিলেয়্য সিয়ান তার পূণ্য খাতাত নাঙ লেঘা গেল কয়জনে খবর পেই ? সেমেনই পুয়া রাঘানা, পুয়া দুধ দেনা, পুয়া ভাত খাবানা, ঘু মুট কাজানা, বাজার গরানা, ঘর রাঘানা, কাবর চুবর কিনি দেনা, বই পত্র কলম কিনি দেনা, অসুখ - বিষুখত ডাক্তার কবিরাজ দেখানা আর দারু কিনি দেনা, পরামর্শ দেনা, ঘরত্যেয় টেঙা কামানা, ঘরর দরপভ্যেন চোখে চোখে রাঘানা, পানি আনানা, বাত্তি পহ্‌র দেঘানা, বিজোন বিজি দেনা- এক কধায় সঙসারর কাময়ানি এক এক্কান পূণ্য গরি ধর্ম বই, সূত্র ঘাদিলে মন দি রেনি চেলে এক এক্কান পূণ্য গরি কুয়া হ্য়। গর্বা এলে আমি পানি যা-যি, পানি দিলঙ, গর্বাবুয়া পানি খেল আমি বা মুই মনে গরিলুঙ ইয়ান মর দায়িত্ব মাত্তর সিয়ান পূণ্য খাতাত আমনর যে পূণ্য বাড়িল কয়জনে খবর পেই। এযান গরি ঃ শ্বোরশ্বোরী খাবানা, বাপ মা পালণ ড়াভনভ, বড়জন মান দেনা, মানুষ এলে মাদানা, গর্বাগর্বি যত্তন গরানা ইয়ানি'য়্য যে গরে বা যে গরায় তা নাঙে পূন্যই বাড়দে থায়। সেই বনভান্তের এক কধায় আমনর পূণ্য ন বাড়িল না।

মাত্তর এক্কান কধা, আমি যে দিনপত্তি পূণ্য গরির সিয়ানির ফল একধগে পূণ্য খাতাত লেখা ন যার। পরীক্ষেত যেমন বেক্কুনে সঙ নম্বর ন পান কিয়্য পান বেচ কিয়্য পান কম সেমেনই যারা শ্রদ্ধাভক্তি সমপদে মন ইয়োত'য়্য তারার নাঙে বেচ পূণ্য আবুজে। উদাহরণ ইঃজেবে এক্কান উপমা দি পারি ঃ বুদ্ধ আমালত কয়েকজন অবস্থাশালী পুয়া আর গরীব পুয়া মিলি এক্কান দানর বেবস্থা গছ্যন। তারা বুদ্ধ এদু যেই কলাক প্রভূ আমি চান্দা দি দানর বেবস্থা গোছ্যেই কিয়্য চান্দা কম দ্যন, কিয়্য বেচ দ্যন ইয়োত। তারা আ'র কলাক ঃ প্রভ আমার এ দানর ফল সঙ সঙ হ্য় পারা। সে উত্তরে বুদ্ধ কোয়য়ে ঃ শ্রদ্ধা চিত্ত যার বেচ জন্মায় তারই বেচ পূণ্য হ্য়। স্যানে এই কধায়ান্দোয় আমার বুঝদে কষ্ট ন হ্য় এই নিজধর্ম পালাদে, পূণ্য কাম গরদে বড়জন সেবা গরদে আমি বানা দায় এড়ের নেনা !

বনভান্তের কধা থুম হ্বার কধা নয়, আগাজর তারা সান তার মাজারা। "ছাদি ছাবা গম, ছাদি ছাবাত্তুন বহুত গুনে গম বাপ মার ছাবা, বাপমার ছাবাত্তুন গম জ্ঞাদি গুত্তির ছাবা, চাঙমার নাঙে বহুত বহুত গুনে গম বন ভান্তের ছাবা আর অবশ্য অবশ্যই গম বুদ্ধর ছাবা"এই কধায়ান চাঙমার মনত যেধক দিন লারচার থেব সেধক দিন সঙ তারা উগুরে ন উদি তলে লামিবার কধা নয়।

বনভান্তের পরান ছিনেনায় অনেগে ডরাদন এবার নি বিপদ আবুজে ? চাঙমার নাঙে ক'ন মরা জগার এযের নি ? যারা এই চিন্দে ভাবনায় ভর গরি আঘন তারা লঘে মুই এক মত নয় এই কারনে যে বাপ-মা জনম্মুয়া ন থায়, আমনর'য়্য ঘরঘার শোর ঘরিবার দরকার আঘে। তথাগত যেমেন আনন্দরে কোয়য়ে ঃ আনন্দ ভান্তেউনে মর্ত্তুন আর কি আশা গরণ ঃ ক'ন এক্কান দ মুই লুগেই ন যাঙ বেক্কানিই কোয় যেয়্যঙ। মর অ'দেঘা সময়ত সিয়েনিই কাম গরিব। য়োত'য়্য বনভান্তে যা যা কোয় যেয়য়ে মুনিষ্যরর কল্যানে নিজ জাত চাঙমা জাদর কল্যাণে সে ধগে চলিলেই চাঙমায়ুন বাজি যেবাক তরি যেবাক গরি ইঙ্গিত দি যেয়য়ে পরামর্শ দি যেয়য়ে যেদক দিন পারে সেধক দিন নঙ।

ইয়োত এক্কান কধা তুলোপারা গরিবার লাক যে, বনভান্তের পরানান থাগদে তার শিষ্যমন্ডলী যারা উবর কাবরত যেয়ন তারা তারার মধ্যে বাইনি গরাগরি জিনিষ্যান আমি ঊনো দেখ্যেই যিয়ান তারে ইদোত মনত রাঘাদে চাঙমা জাদর আঙাআঙ্যে হ্ই পারে। স্যানে তথাগতর পরিনির্বান কালর পরে তার ধর্ম আর বিনয় নীতি রক্ষাত্যেয় যে সঙ্গিতি হইয়্যে সেযান গরি মাসমূলো নয় পন্দর দিন কমেদি সাতাদন সঙ এক একবার নিজেরার মধ্যে তা নাঙে বজানা দরকার। আর সিয়ান নিজ হ্যাদে গরানা দরকার মনে গরিলে ভূল হ্বার কধা নয়।

Need for Rights-based Actions

Paritosh Chakma

1. Introduction

We, Chakmas, wherever we are, have suffered, and continue to suffer, a lot. Silently. We pity ourselves but not without reasons. We pity ourselves because we are incapable of safeguarding ourselves against injustice. A long history of sufferings has brought us where we are now. But the time is ripe enough now for us to take rights-based actions. By "rights-based actions" I mean measures permitted under the constitution of India to safeguard the rights we enjoy as citizens of the largest democratic country in the world. We have better chances of regaining our self-esteem if we try to do so. The reasons being, whatever one may say about India, it is still a country governed by the rule of law, by the constitution of India. This means that this country has strong safeguard mechanisms such as the Courts, and various National Human Rights Institutions to facilitate enjoyment of all human rights by all citizens and communities – small or big.

But the problem is we are highly disempowered. The high level of illiteracy amongst the Chakmas is a serious problem. As per the 2001 census, only 47.6% of Chakmas in Tripura and 45.3% in Mizoram are literate. Secondly, majority of us are ignorant of the laws that govern this country and our rights under the Constitution.

We have plethora of problems but there is few people who really try to solve them. On the other hand, the State agencies, taking advantage of our disunity and disempowerment, are in the spree of muzzling our fundamental rights. It is not only the civil and political rights which have come under attack, but also the economic, social and cultural rights in more poignant forms. In Tripura, the state government has refused to give official recognition to Chakma script and has imposed the script of the majority (Bengali). In Mizoram too the Chakmas have been dubbed as "Bengali speakers"! In the Mizoram government's response to questionnaire for 41st Report (for period from July 2002 to June 2003) of the National Commissioner for Linguistic Minorities (NCLM) there was no mention of Chakma as a language spoken in the state. Apparently, Chakmas were counted as Bengali speakers. Our lands are being captured in the name of environmental protection.

We remained silent most of the time. We suffer because either we don't have any voice to raise or our voice is too docile to be heard. From small issues to bigger ones – all our problems remain unresolved.

But the fundamental question is when the State fails to protect our rights or the State itself is the perpetrator, what should we do? This question is pertinent as Chakmas have been pushed to the wall. This article seeks to explain one democratic way of seeking justice – by using the National Human Rights Institutions (NHRIs) to our advantage. Of course, this is not the ONLY way; but surely when human rights are trampled upon the NHRIs and the judiciary should be democratic means citizens should be able to take recourse to.

2. Seeking justice: The only way forward

To suffer silently is not the solution. To seek justice as per the constitutional means is the way forward. As the case studies given below show, the solution to some of our problems could be found in the NHRIs such as National Human Rights Commission, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Minorities, Supreme Court Food Commissioners etc.

I have taken four such cases ranging from violation of civil and political rights to economic and social rights of the Chakmas in Mizoram. The justice

delivered in these cases epitomizes the need for rights-based approach the Chakmas could adopt in situations where the State governments have failed to protect.

Case I: Killing of Gobalya Chakma by BSF

On 15 April 2006 (on the day of Bizu), the personnel of Border Security Force (BSF) opened indiscriminate firing upon the Chakma villagers at Bulongsuri village under Lunglei district in Mizoram when the Chakmas protested against manhandling of a Buddhist monk earlier by the BSF. In the firing, Gobalya Chakma was killed on the spot and seven others were injured.

The injured persons and the nature of injuries are as follows: 1. Mr Juddo Moni Chakma, 23 years. Bullet hit in his thigh, 2. Mr Satyo Priyo Chakma, 27 years. Bullets hit at knee and calf, 3. Mr Lakkhi Kumar Chakma, 19 years. Bullet hit at hand, 4. Mr Vijoy Kanti Chakma, 20 years. Bullet hit at arm, 5. Mr Gyana Baran Chakma, 18 years. Cut on the head and neck, 6. Mr Shanti Baran Chakma, 12 years. Received injuries in the head, 7. Mr Eganya Chakma, 70 years. He was brutally beaten, kicked and hit with rifle butts. His jaw broken.

On 19 April 2006, Asian Centre for Human Rights (ACHR) filed a complaint before the National Human Rights Commission (NHRC) (Case No.3/16/2006-2007-PF). The NHRC directed the Ministry of Home Affairs (MHA) to investigate the matter. Subsequently, all the BSF personnel involved in the incident were tried by General Security Force Court (GSFC) on the 12th January 2007. The GSFC awarded punishments to Umed Singh Mehta, Assistant Commandant, BSF, which included forfeiture of 10 years of service for the purpose of his pension and Inspector N B Bhat was awarded sentence for forfeiture of 3 years of service for the purpose of promotion.

The NHRC also directed the MHA to pay Rs 6.5 lakh as compensation to the Chakma victims including Rs 300,000 (Three Lakhs) to the next of kin of Gobalya Chakma and Rs 50,000 to each of the seven injured persons.

Case II: Old age pension to Tarun Joti Talukdar and his wife

Tarun Joti Talukdar (Chakma), 76 years, and his wife Mrs Chandra Devi, 66 years, of Silsury Village under Mamit district of Mizoram were denied old age pension under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) of the Government of India. Asian Indigenous and Tribal Peoples Network (AITPN) filed a complaint before the National Commission for Scheduled Tribes (NCST).

In February 2011, Social Welfare Department of Mizoram replied that the application of Mr and Mrs Talukdar was received by the District Selection Committee office on 11.5.2010 after the final selection of beneficiaries for IGNOAP on 11.2.2010. Hence, their cases will be considered only "if there is any vacancy caused due to the death of any existing beneficiary".

AITPN submitted before the NCST that the Social Welfare Department of Mizoram has violated the order of the Supreme Court and the Guidelines issued by the Ministry of Rural Development on IGNOAPS. The Supreme Court on 28 November 2001 in the 'Right to Food' case directed the state governments to "identify the beneficiaries (of old age pension) and to start making payments latest by 1st January, 2002". The position taken by the Social Welfare Department of Mizoram is also in direct violation of the existing guidelines of IGNOAPS of the RD Ministry. As per the Office Memorandum of Ministry of Rural Development, New Delhi, dated 24 September 2007, an aged citizen will be eligible for old age pension if s/he meets the two following criteria (w.e.f. 19.11.2007):

i. The age of the applicant (male or female) shall be 65 years or higher

ii. The applicant must belong to a household below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India

Mr Thorun Joty Talukdar is over 76 years old while his wife Mrs Chandra Devi is over 66 years old. Since they belong to BPL household, clearly they qualify for old age pension under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme.

As per the Ministry of Rural Development guidelines on IGNOAPS, the number of eligible

beneficiaries cannot be restricted to certain number but "all the beneficiaries who satisfy the eligible criteria" will have to be included for assistance under IGNOAPS (Section VI). Section V further states that "The States/UTs are required to furnish a certificate that all eligible persons have been covered under IGNOAPS."

The contention of the Social Welfare Department, Mizoram government that Mr Thorun Jyoti Talukdar and his wife Mrs Chandra Devi will be considered for old age pension only when "there is any vacancy caused due to the death of any existing beneficiary" violates the basic principles of equality and natural justice and the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution. At least five aged persons from the same village, i.e. Silsury village had been included although they had submitted their applications after Mr Talukdar. Hence, the officials indulged in selective exclusion of Mr Thorun Joty Talukdar and his wife.

Left with no option, the Social Welfare Department had to issue an order for payment of old age pension to Mr and Mrs Talukdar w.e.f. 7th January 2011. They are now receiving old age pensions regularly.

Case III: Starvation in Parva, Chakma Autonomous District Council

Over 800 families consisting of 4000 people were on the verge of starvation from October to December 2010 because of total failure of the public distribution system (PDS) of the Government of India in this part of the Chakma Autonomous District Council, Lawngtlai district, Mizoram. These were 332 families in Parva I, 165 families in Parva II, 103 families in Parva III and 208 families in Kamtuli village.

Down from the village council presidents to the concerned Member of the District Council to the Chief Executive Member of the Chakma Autonomous District Council (CADC) were helpless. Petition by the Mizoram Chakma Development Forum (MCDF) to the CADC CEM did not help.'

Since MCDF was not satisfied with the actions taken by the state government of Mizoram, it approached the Office of the Commissioners of the Supreme Court on the Right to Food (for details kindly visit http://www.sccommissioners.org/) on 28 December 2010. The Supreme Court Commissioners (appointed to monitor implementation of a series of judgements passed by the Supreme Court in CWP 196/2001, PUCL v. UOI and others) took strong cognizance of MCDF's complaint. MCDF stated that no food grain under the PDS had been distributed to the poorest of the poor families since October 2010 and yet the authorities of CADC and the state government of Mizoram failed to act when the matter was brought to their attention. These affected villages are located in far flung areas near to the Indo-Myanmar border and they do not have access to food grain even in the open market.

In a first of its kind order to the Mizoram government, the Commissioners of the Supreme Court on 5 January 2011 directed the Mizoram government to feed the starving families of Parva I, Parva II, Parva III and Kamtuli villages. In fact, the order went beyond PDS ration to include several livelihood schemes.

Orders of the Supreme Court Commissioners:

In their letter dated 5th January 2011 addressed to Vanhela Pachuau, Chief Secretary of Mizoram, Dr N.C. Saxena, Commissioner and Harsh Mander, Special Commissioner of the Supreme Court asked the Chief Secretary to "investigate these reports, and share the reasons for non-supply of grain" to the villagers.

Further, the Supreme Court Commissioners directed the State Government of Mizoram to ensure immediately adequate food grain supply to the food godown, ensure that all Below Poverty Line (BPL) and Antyodaya Anna Yojana (AAY) card holder families should be provided their quota of grain for the present month and backlog from the month of October 2010, ensure that all persons who don't have ration cards should be provided ration cards at the earliest.

The Supreme Court Commissioners also directed the Mizoram government to "undertake a survey in all these villages and identify the families who suffer from acute malnutrition, identify starvation & hunger related deaths (if any) and share information on the full coverage of all these residents

of all food and livelihood schemes such as ICDS [Integrated Child Development Scheme], MDM [Mid Day Meal scheme], NREGA [National Rural Employment Guarantee Act] and pensions in the district Lawngtlai. Please also send us a copy of instructions that would be issued in this direction and an action taken report within one month." The Supreme Court Commissioners order is available at http://mcdf.files.wordpress.com/2011/01/sc-commissioners-order-to-mizoram-starvation.pdf

Action taken by the Mizoram Government:

Immediately after receiving the Supreme Court Commissioners' letter, the State Government of Mizoram swung into action. On 25 January 2011, Mizoram government submitted its response to the Supreme Court Commissioners. Mizoram government stated that it took the complaint received from MCDF very seriously and District Civil Supplies Officer (DCSO) Lawngtlai, KT Mathew visited Parva on 25th December 2010 (Christmas Day), three days after receiving MCDF's complaint. The findings of the DCSO corroborated the allegations of MCDF.

Again on 19th January 2011, the DCSO Lawngtlai visited Parva with the newly appointed Store Keeper of Damdep Food Godown, Mr K Vannawla and called a meeting with the Village Council leaders. The DSCO told the villagers that all the facilities including regular supply of ration, ration cards, etc will be provided in compliance with the Supreme Court orders.

As per the reply of Mizoram government to the Supreme Court Commissioners, the state government took the following actions, among others:

- The Lawngtlai DC and the DCSO were instructed to immediately dispatch food grain to Damdep Godown from where Parva and surrounding villagers draw their ration, and also distribute APL, BPL and AAY rice to the villagers immediately;

- S. Zoramsanga, Store Keeper of Damdep Godown was suspended and departmental investigation initiated against him

- T.C. Lalsiammawii, Store Keeper of Vaseikai Supply Godown was transferred and departmental enquiry initiated against her

- Retailership of Pradip Kumar Chakma, retailer of Parva I was terminated, and

- The Under Secretaries of four departments namely Social Welfare Department, Rural Development Department, School Education Department and Health & Family Welfare Department have been asked to investigate and submit reports relating to implementation of schemes like Mid Day Meal, Integrated Child Development Scheme, Old Age Pension, NREGS (job scheme) etc.

The report of the District Civil Supplies Officer (DCSO), Lawngtlai is self-explanatory as to what ails the PDS system. In the words of Mr K T Mathew, DCSO Lawgntlai, "One [Damdep godown] is being looked after by a drunken store keeper and another [Vaseikai Supply Godown] is being looked after by the least experienced store keeper".

MCDF undertook a fact finding mission from 28 February 2011 and 12 March 2011 which found systemic failure of the PDS, Mid Day Meal, and other welfare schemes in these areas. The fact finding report of MCDF was submitted to the Supreme Court Commissioners on 22 June 2011. Among others, MCDF demanded a permanent food godown at Parva. Now, the village community hall has been transformed into temporary food godown and adequate quantity of rice has been stationed at the godown so as to ensure food security in this area during the coming monsoon.

Further, the Deputy Commissioner (DC) of Lawngtlai, Mr Thlamuana visited Parva along with the DCSO, Mr KT Mathew on 11th February 2011.

Case IV: Torture of Lobindra Chakma by BDO in Lunglei district

On 23 September 2011, Lobindra Chakma, Son of Chitra Kumar Chakma, and his wife Mrs Milebo Chakma were tortured by the Lungsen Block Development Officer (BDO) John Tanpuia (Mizoram Civil Service officer) and his staff at Siphirtlang village under Lungsen Police Station in Lunglei district of Mizoram. Thereafter, Lobindra Chakma was picked up by the BDO and taken to his quarter in Lungsen.

The BDO allegedly asked Lobindra to saw teak logs, which he refused on the grounds that he had no helpers. But the BDO became angry and

blocked the NREGS wages of Lobindra's family. Lobindra filed a complaint before the Deputy Commissioner of Lunglei against the BDO for blocking his NREGS wages. Lobindra was beaten up for this complaint.

No action was taken. The police also refused to intervene as the accused was a senior Mizoram Civil Service officer.

Asian Centre for Human Rights (ACHR) filed a complaint before the National Human Rights Commission (NHRC) on 5 December 2011. The NHRC issued notices to the Superintendent of Police, Lunglei and Deputy Commissioner, Lunglei. In response, the Lunglei SP stated that the Deputy Commissioner of Lunglei has written to the Government of Mizoram for taking action against BDO based on the enquiry conducted by Additional DC. The Lunglei DC in his reply stated that ADC submitted a detailed report which confirmed torture of Lobindra Chakma by the BDO and his subordinate staff. A report has been submitted to Government of Mizoram to censure the defaulting BDO and relieve him of the charge of BDO, Lungsen.

In March 2012, the NHRC sent a notice to Joint Secretary to the Government of Mizoram, Department of Personnel and Administrative Reforms calling upon him to inform the Commission regarding the action taken against erring BDO in four weeks.

This writer has been informed that the BDO has been transferred. This is a huge achievement. It is expected that further actions against the BDO will follow from the NHRC.

3. Conclusion:

India is a "Welfare State". It is bound to secure our right to life, right to development, social, economic and cultural well-being. But a situation has prevailed where Chakmas are being denied their rights. Yet, Chakmas are incapable of raising their voice and continued to suffer silently.

It is high time we woke up and rendered ourselves some service. Whenever our rights are violated we must not hesitate to invoke the Constitutional provisions and when necessary we must learn to use the existing remedies available to us in the form of NHRIs and judiciary.

(Paritosh Chakma is a blogger and the editor of The Chakma Voice magazine published from Delhi)

Hello : 9863729754

BHARATI ENTERPRIZE

DNV Road, Dharmanagar.

Wishes a very Happy and Healthy Bijhu to all the People of Tripura.

Courtesy :

Multani
Since 1938

অধঙ'র তন্বী

চাঙমা অজিত কান্তি ধামেই

"মিলে পো পালানা এধক যে রিস্ক– ইক্কুতে বুচ পাঙ'র। মিলে পো বর মাগি মাগি– বেনুবন ফেলেই বুদ্ধগয়া আর' নানান জাগাত যেই কত' হি মানিলুঙ। আ এচ্যে সেই মিলে পো নাহি......।"

কধা শেষ গরি ন পারে দাঙু অধ'ঙে, দি চোগেদি ঝরঝরি ধক দি গাল বেই পানি বান লামি এযে; মনে কয় গেইল দিদ'– কিন্তু গেইল তে দিদ' নয়। কারণ– যে মিলে পোরে নিজ' হাদে মানুচ পারা গরিই তুল্যে তার দোওল জীংহানি তবনা গরে, তার সেই জীংহানি অপদে যোক– তে সিয়ান চেদ' নয়।

ইক্ক মরত পো অনার পর দাঙু অধ'ঙর ভারী আঝাহ্ ইক্ক মিলে পো। সেই মিলে পো বাস্যাদে আর' দিবে মরত। চের নম্বর পল্লাত তে অল' মিলে পো নাঙ রাঘেল' খুব দোওল তোগেই– তন্বী।

এই তন্বী অনার পরেত্তুন ধরি পোগুনর লগে তারে নিনেই দাঙু' অধঙ'র নানা আঝাহ্ মনত জাল বুনে। সেই আঝায় যততন নেযায় তারারে, নিজর কেয়্যেত বেচ দুক গেলেয়্য। সহ্য গরি যায় মুজুঙে সাকসেস অবার স্ববন দেগি। আ তা লগে সঙতালে কষ্ট সহ্য গরি যায় তার সঙসার সমারী– বিঝু দেবী। দি-য়' জনর ঘাম ঝরা দুঘে ঠিক যততনে দিনত দিন মানুচ অবার আড়ি উদে তন্বী দাগির। তারার লেগা-পড়া-রেজাল্ট দেগি দাঙু অধ'ঙে আহ্ বিজু দেবী– ভারী হূজি অন। হূজি অন ইত্য-হুদুমে।

এনে এনে চোদ্দোবো ফাগোন হাদেই পনর' ফাগোন' আহ্ভা তন্বী কেয়্যেত বাঝে খুব লাজাং লাজাং মনে খুব লুগেই লুগেই। এই আহ্ভা কেয়্যে মনত বার বার আভর খায়, বেড়েই থায় মনত লুদি ধক। সেই লগে পড়া-মনত উদিলে তুলো কেয়্যে শীল' ধক ঘোর অয়। মনত উধে– মুজুঙে বাস্যেই আঘে মাধ্যমিক পরীক্ষে। যিবেরে নাহি বেগে কন-ছাত্র জনমর বেগ' দাঙ'র গেইট্। মনে মনে কয়-পাশ মর গরাই পুরিবুয়া, আঝা পুরন গরাই পরিব' বাবা দাঘির।

পড়ি যায় শক্ত মনে– ঘরত, স্কুলত আহ্ টিউটর ক্লাসত সমাচ্যে লগে। অক্তে অক্তে নোট দে-দি নোট লো-লি আ সেরে সেরে ফোন গরা-গরি। তার বানাহ্ হি লেগাপড়া ? সে লগে আর' থায় বিগিদি-হিরিমিরি, সমাচ্যে লগে নিলোচ্যে ভাচ্ আর সয়সাগর। আহ্ এমনকি আঙোস্যে পূর্ণিমায় তারার কেয়্যের কদা। লুগেই ন থায় তারার মনত ফাগোনো আহ্ভা বাজানার খবরান। কনে কার লগে লাইন, কন্না গম পায় কারে-আর' নানান থান খবর। একজনে আর একজনরে পুঝোর গরানা– জুওব দেনা। সেই পুঝোর– জুওবত্তুন দূরোত থেবার নয় তন্বী-য়। অক্তে অক্তে এক আবাচ্যে বন্দুকর গুলি ধক এমন স্পীডে দি-একখান পুঝোর এঝে মুজুঙে-পথ দিবার নয় তন্বীর; অলর গরি থানা ছাড়া।

অলর গরি থায় তন্বী। মূয়ত কন' জুওব নেই। বানা শুনি যায় তারার কধা। তার এ হাস্যেক দেগি সমাচ্যেগুনে তারে কম-বেচ ফেইচ গরি কন–"মহ্ গরু লাধি ডাঙ'র।"

তার সমাচ্যেগুনর এই কধা সয়সাগর বার তে শুন্যে। শুনিনেয়্য রাক ন গরে। কারণ তে জানে তা সমাচ্যেগুনে ঠিক কদায়ান-ই কন। কিন্তু রাক গরে গজেনরে। হিত্তেই মানুচ বানাই নানা বাবদর– হিত্তেই বানাই তা ধক্যেন মিলে যে নাহি কবার চেলেয়্য কোয় ন পারে। কোয় ন পারে হোচ পায় নিমোনরে। কন' একদিন জীংহানির সমার অবার চায় তা লগে, চায় তা সুগত সুক পেবার তা দুগত দুক।

নাঙান নিমোন অলে হি অব' দুলো ভরাদে পোল্যে লম্বর। উনু নেই কন' কিত্তেদি। লেগা-পড়া, রাজনীতি, সমাজ'কাম; বেক্কানিত পা যায় তারে।

তুও সবাই উনো নেই কলেয়্য ভূল অব'– উনো ছাড়া কন' ইক্ক মানুচ থেয় ন পারে। ঠিক সেধক্যেন নিমোনেয়' । তার জীংহানিত বেগত্তুন বেচ যিয়ান উনো সিয়ান অলদে তার 'হোচপানা'। এই 'হোচপানা' শব্দবো তার জীংহানির ডায়েরীত এব' সং ন উধে। আ উদিব না ন উদিব আমনর কবার নয়, যুদি না ইক্ক 'লাভগুরু' লাগত পা ন যায়।

'হোচপানা' শব্দবো নিমোন্নোয় বরবেচ সদর নেই। এমনহি তে এই শব্দবো ভারী গরচ ন অলে যত্তন য় ন গরে হিত্তেই জানি। সনত্তে কন' ধনপুদিয়ে তারে 'গম পাঙ' গরি প্রপোজাল পাধেবার বা এস.এম.এস গরি জানেবার এমনকি মিস্ড কল দিবার সাহজে ন কুলায়। কিন্তু মনে মনে সয়সাগর ধনপুদিদাগির তে চোক' মানেক মনর আঝা। আ নিমোনে ? উদুচ নেই তার সেই হিত্তেদি, থায় তে তার রীদি-সুদোম্মোয়। তার এই হাস্যেক দেগি আদামত কন' কন' ধনপুদিয়ে তারে নাঙ থোয় দ্যন 'ওল্ড ফ্যাশন'।

এই 'ওল্ড ফ্যাশন' মানুচ্য পঁচিশ বজর গিলি খেয়ে জানা নেই, কয় ফাগোন এ'ই কয় ফাগোন যেয়ে উদুচ নেই। এবার ছাব্বিশ বঝর। ঘরত্তুন বৌ-পুদুপাদা শুনে নিত্তাগে। নিত্য বৌ হু ধরে তা মায়। শিলেছড়ি ঘুমেদ' বামত আহ্ মধ্যে মধ্যে লাম্বা হুচ বাড়ায় মিজোরামত। এই কদানি তন্বী শুনেগোয় যক্কে তে বেড়া যেব' নিমোন দাগি ঘরত।

ভারী গম ন লাগে তার, যক্কে নিমোনরে নিনে বৌ কদা কবাক। চুধো মু আহ্মক ওই ফিরি এযে ঘরত লাড়েইয়ত ন জিন্ন্যে সেনাপতি ধক। আহ্ ঘরত ফিরিলে ন অয় লেগা-পড়া, অয় বাহ্না মন ফেজেরা। মনে মনে ভাবে- উদিব'গোয়নি বৌ। ভাবে তা বাবর কধা– কেনধক্যেন নোনেই গরি পুঝি পালেই আনের তারে। মনত উধে দাধা দাগির কধা, নিজে দুক পেয়োন তুও কন'দিন পিঝুম ন গরণ। হদক হোচ পান তারে। যুদি ইঙিরি ফেলেই গেলে কি অব' তারার।

আর ভাবে নিমোন’ কদা-যারে এব’সঙ কোয় ন পারে হোচপাঙগরি, এচ্যে কন মুয়দি উদিব’গোয় বৌ। কব’গোয় হি তারে ? –“তত্তে বৌ উত্যঙি।” না ইয়ান ন পারিব’ তম্বী। সালেন হি গরিবুয়া তে ?

মুজুঙে পরীক্ষে। কিন্তু সেই চিদে ইক্কু ডুবি যেয়ে মনত, বাহনা আঘে মনত নিমোন’ত্তে বৌ আনিবাক। তার এই বুকভরন চিদেই-নেই কন’ লেগাপড়া, নেই অক্ত মজিম খানা, লগে উরি যেয়ে রেদো ঘুম। দুচ দিব’ কারে, নিমোনরে ? –না। তারে দুচ দি ন পারিব’। কারণ– তম্বী কি কন’দিন ভাঙি কোয়ে নিমোনরে– “মুই তরে গমপাঙ”, না। সালেন ? দুচসান তম্বীর। এদকদিন বিদি গেল’– তুও হিয়া ন কল’? যুদি কধ’ একবার সে পরে বার বার– কন’ পাত্ত’র দলা দ নয় নিমোনে।

কয়েকদিন পরে বৌ সমাজার লুমেগি নিমোন’ দাগি ঘরত। তুই চাঙমা-পঞ্চরতন বামত্তুন। ডাক পরে দাঙু অধঙে বৌ তেম্মাঙ’ত বজিবার। ইয়ানি শুনি শুনি আর’ বেচ মন খারাপ অয় তম্বীর। মন খারাবে লেঘা পড়িলে বই ভিজি যান, ঘুমত পরিলে বালোচ ভিজোন, ভাদ’ সাচ কমি এঝন।

তারে মন দি লেঘা ন পড়ে দেগি তা মা তারে কয়– “তর কী ওয়ে তম্বী, লেখা-পড়াত্তে কন’দিন কু-কধা ন শুনোচ; শুনিবার চাচ নাহি ইক্কুনু। কয়দিন অল’ গমে লেঘা-পড়া নেই। দিনত দিন পরীক্ষে মুজুঙে।” বিজু দেবীর খবর নেই এব’সঙ– তম্বীর যে বই-য়র পরীক্ষেত্তুন বেচ জীংহানি সমার বদিবার পরীক্ষে যে আর’ বেচ মুজুঙে আহ্‌জিল ওয়ে।

ন মাদে তম্বী। জুরো গরি পড়িবার চাই, মনানে হোল গরে। তার এধক্যেন অবস্থা দেঘি তা মা মনে মনে গারে-গায় সাগি চেল’। হাজার ওক মা, পো-ঝির মনত হি তুবোল খেলে বেগ’ আগে খবর পান তারা। বিজু দেবী-য়’ খবর পেইয়্যে। খবর পেইনে তার-য়’ অহ্‌ল’ মন জাগুলুক। কারে কি কব’– এককিত্তে ঝি আর’ এক কিত্তে সমাজ। কারে রাঘেব’ আক্কোল। যুদি কদ’ ভাঙি আগে সময় থাগদে, ইক্কু দ সময় আলেয়্যে। তারার বৌ কধা চলের। মন খুলি তম্বীরে বুঝানা ছাড়া কন’ উবোয় নেই– মনে মনে কয় বিজু দেবী। আর’ভাবে– কব’নি তম্বী বাবরে, কিন্তু তম্বী বাবে মানিদ’ নয়– ইয়ান তে খবর পায়।

উন্দি কয়েকজন দাঙু মুরুব্বীলক বজিনে বৌ কদা তুলো-পারা চলের নিমোন দাঘি ঘরত। নিমোনে আহ্‌মক গরি বোই আঘে এক কনাত। সেই কনা জাগাত্তুন কারে জানি ফোন লাগেবার ট্রাই গরে-লাউড স্পীকারত শুনা যায়– “নট রিসেবল।” হানক্কন পরে রিং গরে– “হ্যালো”– রিপ্ রিপ্ গরি শুনা যায়। –“হ্যালো” –নিমোনে মাদে। কধা শেচ ন অয় লাইন কাবা যায়। মোবাইলত লেঘা উধে– “কল এণ্ডেড”। আর’ রি-ডায়েলর কী চিবে। মোবাইলত ভাহ্‌জি উদে ইক্ক র’– “ দি নাম্বার ইউ হ্যাভ কল্ড্ ইস আউট অফ রেঞ্জ।” নিমোনত্তুন মনে মনে রাক উদে। এস.এম.এস পাধায়। লেঘা উদে মেসেজ সেন্ডিং ফেইলড্। আর’ বেচ রাক উধে তার। হিত্তে জানি ? তার দ ন’লে হারাই রাক ন উধে। রাগে রাগে আর কল্ গরিবোনি ভাবে–ন গরে। মনে মনে কয়-রাক গরিবার সময় ইক্কু নয়। কল গরিবো হানক্কন পরে মাধা ঠাণ্ডা অলে।

তম্বীর মন দিনতদিন সুক নেই অয়। উধিলে না বজিলে– হি গরিলে মনত সুক অব’ উধিচ ন পায় তে। সে লগে তার ধলহরা বুক অজল কেয়্যে ভাত-পানি-গাদানার অভাবে শুগে যায় যিঙিরি জার কাল্যে ঝড়’ পানির অভাবে বুক ভরণ ছড়া-গাঙ শুগে যায়। আগে চকোলেত দেগিলে হুঝি চিজিয়ে যিঙিরি লেত্তো ফেলান সিঙিরি গাবুচ্যে লগে তারে দেঘিলে লেত্তো ফেলেদাক। আহ্ ইক্কু গাবুচ্যে লগর কধা বাত্ ফলনা বাপ-দগ’না বাপ্ দাগিয়ো রিনি ন চেভাক।

বলপোচ্যে কেয়্যে-চিত ন ভিচ্‌চ্যে মনলোয় মোবাইল দূরোত ফেলে রাঘেই জানালা কানাদি পহ্‌র চেই পরি আঘে তম্বী, মনত নানান কধা নানান ভাবনা লোই। সে অক্তত মোবাইলত রিং বাজে। রিসিভ গরিবার মন ন গরে তার। হানক্কন বাজানার পর বন্ধ ওয় আর’ লাম্বা রিং বাজে। সিয়ান শুনিনে বিজু দেবী তম্বীরে ফোন রিসিভ গরিবাত্তে কলে-মনে ন কোয়ে গরি রিসিভ গরে। রিপ্‌রিপ্ গরি শুনে নিমোন’র’বো। মনান ডাঙ’র অয় তম্বীর। যে মন যার কধা চিদে গরি গরি চিগোন অদে অদে হর’লির ধূজুরি কোলোই ধক ওয় রোয়ে, সেই মনান যে র’বো শুনিবার বাচ্যেই আঘে সেই র’বো শুনিলে দ দাঙ’র অবার-ই কধা। কিন্তু সিয়ান তম্বীর ভুল। আজ’লে আমি যার কধা রেইত দিন এগামনে ভাবি থেই-আধিক্যে গরি কন’ র শুনিলে তার র’বো মনেগরি। এচ্যে তম্বীর বেলায়-য় ইয়ানর উগুদো নয়। র’বো নিমোনর নয়–পরান্যের, তারার ধাকবাচ্যে সমাচ্যে। দি জনর র’ ভজ’মান মিল থানায় তম্বী আর’ বেচ বুঝি ন পারে।

যক্কে হবর পেইয়্যে র’ বো পরান্যের, তার মন-স্ববনর পরান্যে নিমোনর নয়, সক্কে আর বেচ মনান ভাঙি যায় তম্বীর - জিঙিরি দরহ্’ জিনিসত্ আভ’র খেলে আনা ভাঙি যায়। কধা কবার মনে ন কয় তার। তূও কধা কোও লাগের সমাচ্যের ধগে। দি একখান কধা কদে কদে পরান্যে নিমোনে কোয়ে কধানি তারে শুনায় যেই কধানি এক্কেনা আগে ফোন গরি কোয়ে নিমোনে।

–“আর’ কি কোয়ে ?”– পুঝোর গরে তম্বী।

–“ম ইধু ভিলে বো উদিদেগি।”– পরান্যে হ্াজি হ্াজি বিগিদি গরে।

–“বিগিদি কধা বাত্ দে পরান, কনা কি হোয়ে আর।”

–“হূজি অলুং মরে পরান দাগিনে।” –আর’ বিগিধি পরান্যের।

যেরে তম্বীরে সিরিয়াস বুঝি পারি আ নিমোনর খবরান জানি পারি আঝল কধা তদাত্তুন নিগিলে জিল লারেই তম্বীর কানত ভরেই দিল’। কল’–‘‘নিমোনে ত লগে কদা কব’, যুদি আহ্‌জের থাচ -কল ভিলে গরিদে।” তা কধা শুনি তম্বী হূঝি অয় আ মনে মনে কয়– তাত্যেই সারা জীংহানি মুই আজের কিন্তু ব্যালেন্স যে মর নেই। ভালক দিন অল’ কারল্লোয় কধা ন কং সনত্তে ব্যালেন্স ভরেই ন থং। কিন্তু কোম হিঙিরি ব্যালেন্স নেই। কলে ইনসাল্ট গরিবো। যেরে মনান শক্ত গরি কয়– “মর দ’ ব্যালেন্স নেই। তারে কোচ কল্ গরিদো।” তা কধা শুনি পরান্যেয়’ বিগিদি গরি কয়– “তুমি মিলেগুন কুলি বেচ্ - ব্যালেন্স ভরেবার নাঙ নেই, বানা বানা মিস্‌ড কল দিদি আমন’ মরদর টেঙাগুন খরচ গরি দিদা।”

বেল্যে বেল ডুবনি সাজ’নি জুনো পহ্‌রত নিমোনে কল গরে। কধা কন দি জনে মনভরি– যে কদানি এদক দিন মনত এল’ লুগেই, মন’ সুন্ধুগত সমেই। ভাজি যান মন সুগত কন্ দেঝত– উধুচ নেই দি-য়’ জনর। এনে এনে নিমোনোর মেলার লঙ ওয়ে সর্ট অয়, বৌ উদেগোয় তম্বী- ঘরত মা-বাপ-বড় ভেই দুঘত ফেলেই।

সাপ্রে বা দৈনাক্ টং-চং-য়্যা বিবরণ

রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে উত্তর দক্ষিণ প্রলম্বিত ৫০৯৩ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট এক বিস্তীর্ণ পার্বত্যাঞ্চলকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম" বলা হয়। এই পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিলো গভীর অরণ্য, হিংস্র প্রাণীকুল এবং দুর্গম পাহাড়াঞ্চল। এখানে পাহাড়ীদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের আগমণ, নির্গমন এবং অবস্থান অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ সম্পর্কে ইংরেজরা কেন আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী বাঙ্গালীরাও কিছুই জানতো না। এমনকি বর্তমানেও এ অঞ্চলের ইতিহাস সবার কাছে অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। অতীতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সমগ্র অঞ্চলটি 'কিরাট ভূমি ' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে আরাকান সীমানা পর্যন্ত 'কুকিল্যাণ্ড' হিসাবে পরিচিত ছিলো। এরপর ইংরেজ শাসনকালে চট্টগ্রামের এই পার্বত্য জেলাকে 'কার্পাস মহল' বলা হতো।

ভারতের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্য ছিলো। ওসব রাজ্যে পশ্চিমাঞ্চলের বিদেশীদের আগমন শুরু হয় ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণের রাজ্য সমূহের কোন সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার অস্তিত্ব না থাকায় তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতা বিরাজিত ছিলো। এই অনৈক্য আত্মকলহ এবং তাদের মধ্যে বংশ, গোত্র, উঁচু নিচু বর্ণের ভেদাভেদ থাকার কারণে ভারতের উপর বিদেশীর বিজয়কে সহজতর করে তোলে। ফলে বহু রাজা বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন আর ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওসব কারণে উত্তর পূর্ব ভারতের বসবাসরত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী দক্ষিণ পূর্ব দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে শুরু করে।

এভাবে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা এক একটি মঙ্গোলীয় জন গোষ্ঠী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলে স্বাধীন জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সাদেংগ্রী নামের জনৈক ব্যক্তিকে রাজা মনোনীত করেন। রাজা সাদেংগী ধার্মিক ও তার অলৌকিক শক্তি ছিলো বলে গেংখূলীদের গীতের ভাষায় শোনা যায়। রাজা সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করে কালাবাঘা (বর্তমানে কুমিল্লা জেলা) রাজ্যের জালি পাগজ্যা (১) নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়।

সাদেংগীর মৃত্যুর বহু বছর পর এই বংশের বিচগ্রী নামে উত্তরসূরী রাজা চেৎ-তো-গৌং (চট্টগ্রাম) শাসন করেছিলেন বলে 'চট্টগ্রামের ইতিহাস (প্রাচীন আমল) - মাহবুব রহমান এর পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। অনেকের মতে সাদেংগ্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিচগ্রী (২)। যাইহোক বয়প্রাপ্ত হবার সাথে সাথে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন কুমার বিচগ্রী। উক্ত সময়ে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল সহ রোয়াং (আরাকান) অবধি শাসন করতেন অক্সরাজা পার্শ্ববর্তী দেশের রাজাগণের কাছে অজানা ছিলোনা তার সৈন্য শক্তি ও পরাক্রমের কথা। এদিকে বিচগ্রী সৈন্য সংগ্রহ করে কোন এক শুভদিনে তিনি বেড়িয়ে পড়লেন অক্সরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে। সেনাপতি হিসাবে রাধামন ও জয়রাম দুই বিচক্ষণ যোদ্ধা। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহুলোক হতাহতের পর অবশেষে অক্সরাজা পরাজিত হয়ে বার্মায় পলায়ন করেন।

যুদ্ধে বহু বৎসর অবতীর্ণ হবার পর বিচগ্রী তার পিতা - মাতা, ভ্রাতা - ভগ্নি ও প্রতিবেশীর কথা মনে পড়ে প্রাণ কেঁদে ওঠে। তাই তিনি বিজয়ের আনন্দ উল্লাসে একদিন স্বদেশের দিকে রওয়ানা দিলেন। স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তনের আগে পথে শুনতে পেলেন তার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হয়েছে, ছোট ভাই উদগ্রী স্বঘোষিত রাজা হয়ে তাঁকে স্বদেশে ফেরার পথে বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই সংবাদ পেয়ে বিচগ্রী খুবই মর্মাহত হন এবং অনুজের দুরভিসন্ধি ও বিশ্বাস ঘাতকতায় তিনি স্বদেশে স্বজাতির মুখ দর্শন করতে না পেরে পুনঃ তাঁর অধিকৃত রোয়াং রাজ্যে অর্থাৎ আরাকানে ফিরে যান। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে স্থায়ী বসবাস, রাজ্য শাসন ও বংশ রক্ষার জন্য সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন জাতীয় রমনী বিবাহ করেন। আবার অনেকেই স্বদেশে গিয়ে স্বজাতীয় রমনী বিবাহ করেন। এভাবে রোয়াং রাজ্যে এজাতির বসতি স্থাপন গড়ে উঠে।

রাজা বিচগ্রী অপুত্রক ছিলেন। সম্ভবতঃ সম্রাট অশোকের মতো কলিঙ্গ বিজয়ের যে রক্তপাত হয়েছিল তেমনি বিচগ্রীর শেষ জীবনে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন রক্তপাত দেখে এবং তার অনুসারীগণ, সবাই বৌদ্ধ ধর্মে পুরোপুরি দীক্ষিত হন। বিচগ্রীর মৃত্যুর পর বহু বছর পর্যন্ত আরাকানের কিছু অংশ তাদের অধীনে ছিলো। উত্থান পতনের মধ্যে পরবর্তীতে চাপ্রে নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যাই হোক 'চাপ্রে' এই পরিব্যাপ্ত শব্দটি শত শত বছরের স্মৃতি এবং আরাকানী ইতিহাস গ্রন্থেও উজ্জল দৃষ্টান্ত। সা-প্রে অর্থ চাংমা রাজা। তবে চাপ্রে বা সাপ্রে বলতে শুধুমাত্র তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে বুঝায়। তঞ্চঙ্গ্যাদের ৭টি গছা বা গোত্রের -মধ্যে দৈন্যাগছা স্মেলংগছার লোকদেরকে এখনও সবাই চাপ্রে নামে অভিহিত করে আসছে এবং নিজেরাও চাপ্রে কুল্যা বলে দাবী করে আসছে।

চাকমা ইতিহাস মতে ১৩৩৩ -১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানে বার্মা শাসকের সাথে চাপ্রে জাতির রাজা অরুণ যুগের ভীষণ যুদ্ধ হয়। উক্ত সনে ১৩ই মাঘ ১০,০০০ সৈন্য এংখ্যং ও ইয়াংখ্যং নামক

এলাকায় বসবাস করেন এবং আরাকান রাজা তাদেরকে দৈনাক বা দৈংনাক অর্থাৎ অস্ত্রধারী যোদ্ধা নামে আখ্যায়িত করেন ।

অক্সরাজার (বার্মার রাজাদেরকে বুঝায়) সাথে চাপ্রেদের একাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছিল বলে ধারনা করা হয়। বার্মারাজ মেঙ্গদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চাপ্রেরাজ যে ফন্দি করেছিলেন তা লোক-প্রবাদ নিম্নরূপ ঃ-

চাপ্রেরাজের তুলনায় মেঙ্গদি রাজের শক্তি বহু বেশী। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন বন্ধুত্ব ভাব দেখানো ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই বন্ধুত্ব ভাব দেখিয়ে অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে চাপ্রে রাজ একটি চুনমাখা শ্বেত হস্তী মেংদিরাজকে উপহার পাঠালেন। এতে মেঙ্গদিরাজ খুবই সন্তুষ্ট হন। কিছুদিন পর হস্তীর শরীর প্রলেপ দেয়া চুনের সাদা আবরণ ঝরে যেতে শুরু করলো তখন মেঙ্গদিরাজ বুঝতে পারলেন এটা আসল নয়, নকল শ্বেত হস্তী। তিনি আর দেরী না করে চাপ্রেগণের উপর নির্যাতন শুরু করেন।

কথিত আছে, উক্ত সময়ে মেঙ্গদির লোকেরা খাজনা উশুল করার নামে চাপ্রেদের গ্রামে গিয়ে পুরুষদেরকে পিছ মোড়া বেঁধে গৃহের আঙ্গিনায় ফেলে সারারাত নির্যাতন করা হতো। আর স্ত্রীলোকদের দিয়ে মদ তৈরী করিয়ে সেই মদ পান করতঃ তাদেরকে যথেচ্ছা পাশবিক অত্যাচার চালাতো। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গভীর অরণ্য পথে চাপ্রের অধিকাংশ লোক চট্টগ্রামের আলিকদম নামক স্থানে পালিয়ে আসেন। উক্ত সময়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা জামাল উদ্দীন এর অনুমতি ক্রমে ১২ খানি গ্রামের সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করেন। উক্ত ১২ খানি গ্রামকে বলা হয়েছিলো বারতালুক। এই বারটি গ্রামের ১২ টি তালুক বা দলের নাম তাদের বৈশিষ্ট্য ও আচরণের উপর রাখা হয়। যথা ঃ ১। দৈন্যা গছা ২। মো গছা ৩। কারবুয়া গছা ৪। মংলা গছা ৫। ম্লেলং গছা ৬। অঙ্য গছা এবং অবশিষ্ট পাঁচটি তালুক বা গছা উল্লেখিত গছার সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলো বা পরবর্তীতে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা জাতিতে অন্তর্ভূক্ত হন কিংবা পুনরায় আরাকানে চলে যান বলে মনে হয়।

মেঙ্গদিরাজ চাপ্রে রাজার পরমা সুন্দরী কন্যা চমিখাকে বিবাহ করেন। চমিখার চৌজু, চৌপ্রু ও চৌতু নামে তিন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলো। তাদের মধ্যে চৌপ্রু শাসন করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে কখন কোথায় তা সঠিক জানা নেই। যাই হোক কনিষ্ঠ ভ্রাতা চৌতুর পুত্র ক্যাংঘরে মৈসাং (শ্রমণ) হন। যখন মেঙ্গদির অত্যাচারে স্বজন নিয়ে পালাতে শুরু করতে লাগলেন তখন মৈসাংকে গোচরীভূত করা হয়েছিল ঃ-

যেই যেই বাপ ভাই যেই যেই যেই
চম্পক নগরত ফিরি যেই
এলে মৈসাং কেলেস নাই ।।
ঘরত থেলে মগে পায়
ঝাড়ত গেলে বাঘে খায়
মগে নপেলে বাঘে পায়
বাঘে নপেলে মগে পায় ।।

অতঃপর আরাকানে বসবাসরত দৈনাক নামে জাতির প্রাণের ভয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে আসেন। উক্ত সময়ে উত্তর চট্টগ্রামে স্বজাতীয় লোকের বসবাস ছিলো। তাদের মধ্যে দলপতি মোগলের অনুকুলে খাঁ উপাধি ধারণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা শাসন করতেন। মোগলের অধীনে যে সব শাসনকর্তাকে রাজাও বলা হতো। যাই হোক আরাকান থেকে পালিয়ে আসার সময় অনেকেই লাল বা খয়ের বর্ণ এক টুকরা কাপড় খণ্ড শরীরে পেচিয়ে মৈসাং অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণ সেজে ছদ্মবেশ ধারণ করেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। কেননা অক্সানামে লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সুতরাং লাল খয়েরী বর্ণের পোষাক ও মুণ্ডিত মস্তক দেখলে তারা আক্রমণ করতো না। আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে আসা ওসব মৈসাং বেশধারী অনেকেই অভাবে থেকে যায়। চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা তাদেরকে ডাকতো 'রোলী' (৩)। পরবর্তীতে এঁরা চাক্মা জাতীর একমাত্র ধর্মীয় পুরোহিত লাউরী নামে সমাদৃত হন বলে মহাপণ্ডিত কৃপাচরণ মহাস্থবির কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'জগজ্যোতি' (১৯১৭) পত্রিকায় উল্লেখ রয়েছে।

চাক্মা রাজন্যবর্গ ও তাদের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, রাজা বিচগ্রী থেকে শুরু করে সাত্তুয়া (পাগলারাজা) পর্যন্ত যেসব রাজা ছিলেন তারা 'রোয়াঙ্যা' চাংমা। আর ধাবানা থেকে বর্তমান সময়ের রাজা পর্যন্ত আনক্যাচাংমা নামে পরিচিত। তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিত লেখক শ্রী যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার মতে চন্দ্রঘোনার দক্ষিণ পূর্ব বা চট্টগ্রামের শঙ্খ নদীর দক্ষিণে রোয়াং বা আরাকান পর্যন্ত বসবাসকারীগন 'টংসা' (আরাকানের ভাষায় টং অর্থ দক্ষিণ বা পাহাড়, সা অর্থ সন্তান, সা অর্থ চাংমা)। এর অর্থ এই হতে পারে পূর্বদিকের পাহাড়ী সন্তান বা পূর্বদিকের পাহাড়ী চাংমা। আবার চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের বসবাসরত আধিবাসীদেরকে বলা হতো 'আনক-সা'। আনক্ অর্থ আরাকানীদের ভাষায় পশ্চিম। আনক-সা অর্থ পশ্চিম কুলের চাংমা। এব্যাপারে শ্রী অশোক কুমার দেওয়ান মহোদয়ের পুরোপুরি একমত রয়েছে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন চৌদ্দ শতকের আগে আমাদের পূর্ব পুরুষের পরিচয় ছিল ওভাবে। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা পরিচয়ে নয়। তিনি ইহাও মন্তব্য করেন ধাবানা রাজা হয়ে চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের স্বজাতিদেরকে নিয়ে চাংমা জাতির সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে চাকমা (দক্ষিণ পূর্বাঞ্চালের দৈনাক তংচঙ্যাদেরকে ছাড়া) নামে স্বতন্ত্র করার প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

যতই অস্বীকার করি না কেন, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। আমাদের পূর্ব পুরুষের আগমন, আচরণ ও অবস্থান আরাকানীরা হেঁয়ালিভাবে বলতে শুরু করেছিল চাংমাং বা চামা এবং তংসা। পরবর্তীতে বিভক্ত শব্দ দুটির মধ্যে একটি চাংমা / চাকমা, অপরটি তংচংয়া / তনচং / তঞ্চঙ্গ্যা

রূপান্তরিত হয়। অনেকের দাবী মতে শাক্য থেকে চাকমা শব্দটি উৎপত্তি হয়েছিল। লুইনের মতে চেইং পেংগো অর্থাৎ চম্পক নগর থেকে আগত বলেই নাম ধারণ করা হয়। বাবু সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকার মতে - এ বিশ্বাস বংশ পরম্পরায় চলে আসলে ও এধারণা কেবল মাত্র অনুমান - ত্রিপুরা জাতির রাজমালা পুস্তকের মতে অতীতে চাকমা সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই চাকমা পরিচয়ের শব্দটি এখনও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। পঞ্চদশ শতক শেষে 'চাকমা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ত্রিপুরাদের প্রাচীন রাজমালা পুস্তক রাজমালা প্রথম লহড, ৩২ পৃষ্ঠা - কৈলাস চন্দ্র সিংহ।

ক্যাপ্টেন টি.এইচ. লুইনের ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর লিখিত মতে দেখা যায়, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে যেসব উপজাতি বসবাস করে তাদের নিম্নলিখিত নামে শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা ঃ-

১) "খ্যংথা" বা নদীর সন্তান। এরা নদীর তীরবর্তী স্থানে বাস করে বলে খ্যংথা নামে পরিচিত। তারা নিঃসন্দেহে আরাকানী উদ্ভুত, প্রাচীন আরাকানী উপভাষায় কথা বলে এবং সর্বক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করে।

২) "টংথা" বা পাহাড়ের সন্তান। এরা মিশ্র জাতি উদ্ভুত। এদের মাতৃভাষা বাংলা, তবে নানা ধরণের উপভাষায় কথা বলে। সন্দেহাতীত ভাবে খ্যংথাদের চাইতে অশিক্ষিত। এই শ্রেণীর মধ্যে ত্রিপুরা, চাক, খ্যাং ও মারমা তাদের গোষ্ঠি অন্তর্গত। খ্যাংথা পাশাপাশি এরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণ করে। খ্যংথা ও টংথা শব্দ দুটি আরাকানী ভাষার শব্দ। খ্যং অর্থ নদী অর্থ পাহাড় এবং "থা" বা সা (tsa) অর্থ সন্তান বা পুত্র। পাহাড়ী উপজাতিয়দের চিহ্নিত করার জন্য এই সব জাতি গত নাম কেবল আরাকানী উপভাষী উপজাতিরাই এভাবে ব্যবহার করে। অন্যান্য উপজাতিরা নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেদের বা প্রতিবেশীদের পরিচয় দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত পাহাড়ী উপজাতিয়দের বৃহত্তম অংশ নিঃসন্দেহে প্রায় দুই প্রজন্ম আরাকান থেকে এখানে আসে। চট্টগ্রাম কালেক্টরেটে রক্ষিত দলিল পত্রাদি ইতিহাস ঐতিহ্য একথা নিশ্চিন্তে বলা যায়। ১৮২৪ খৃঃ বার্মা যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ওসময় পর্যন্ত উপজাতিয় বহু শরণার্থী আরাকান থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে। উক্ত সময়ের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরা, মগ, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, খ্যাং, মুরুং, চাক, খুমি ছাড়া অন্য কোন জাতি ছিলোনা।

তৈনচংয্যা / তংচয্যা এই উচ্চারিত শব্দটি আরাকানে বা আলিকদমে বসবাসের সময় হতে শুরু হয়। প্রতীয়মান হয় যে, আরাকানে অবস্থানরত বহু চাপ্রে অর্থাৎ চাংমা নামের লোকেরা এককালে তৈনছড়ি কিংবা তৈগাঙএলাকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের দিকে তৈন সুরেশ্বরী নামে দক্ষিনাঞ্চলের রাজা ছিলেন। এই তৈন থেকে তৈনছড়ি নামের একটি নদীর নাম হয়েছিল বলে স্থানীয় প্রবীনদের মতামত রয়েছে। আবার ত্রিপুরা জাতির ভাষায় গাং, নদীকে তৈ বলা হয়। সুতরাং রাজা তৈন সুরেশ্বরী ত্রিপুরা ছিলেন। ত্রিপুরাদের মধ্যে এখনো রোয়াংগ্যা ত্রিপুরা ও আনক ত্রিপুরা নামে শব্দটি প্রচলন রয়েছে। যাইহোক 'তৈ' হতে তৈনচংয্যা শব্দটি উৎপত্তি একথাও পুরোপুরিভাবে ভুল নয়। কেননা ত্রিপুরা জাতির গাবিছা সম্প্রদায়ের মহিলাগণের পড়নের পিন্দন ও বুক কাপড় আর তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাগণের পড়নের পিন্দন ও বুক কাপড় সম্পূর্নরূপে মিল রয়েছে। শ্রী মাধবচন্দ্র চাকমা রচিত "শ্রীশ্রী রাজনামা বা চাকমা রাজন্যবর্গ (ত্রিপুরা জাতির প্রচীন ইতিহাসের নাম 'রাজমালা'। ত্রিপুরাদের মতে তাদরে রাজমালা থেকেই রাজনামা উৎপত্তি হয়েছিল -অশোক কুমার দেওয়ান) পুস্তিকায় আংশিক উদ্বৃত মতে জানা যায়, চাকমারা দুটি অংশে বিভক্ত। একটি রোয়াংগ্যা চাকমা ও অপরটি আনক্যা চাকমা।

তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা পূর্বে অভিন্ন সম্প্রদায় ছিলো। রাজা হিসাবে ধাবানা শাসনকালে 'চাকমা' নামে পৃথক একটি জাতির সংস্কার গড়ে তোলেন বলে উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে তার আগে তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা নামের শব্দটি কি নামে সম্বোধন ছিলো তা গবেষকগণ ব্যক্ত করতে পারেননি। আমাদের এ জাতিরা পূর্বে কথা-বার্তা, গঠন প্রণালী, পূজা অর্চ্চনা, বিষু উৎসব, জন্ম, বিবাহের চুমলাং, পোষাক পরিচ্ছেদ, সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি আসামের অহমীয়াদের প্রাচিন সংস্কারের সাথে অনেকাংশে মিল ছিলো একথা প্রমানিত করেছিলেন। তঞ্চঙ্গ্যাগণ শত শত বৎসর আরাকানে অতিবাহিত করেছিলেন এবং তথাকার কৃষ্টি সংস্কৃতি অনুসরণ ও অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের পূর্ব পুরুষের অতীত বৈশিষ্ট্যতা হারিয়ে ফেলেননি। বার্মা সরকার বর্তমান সময়ে তাদেরকে চাকমা জাতি স্বীকৃতি দিয়ে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে আসছে বলে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়।

মোগলের অধীনে চট্টগ্রামের উপর খন্ড খন্ড শাসন কর্তা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চাকমা রাজা নামে কথিত এমন শাসক হিসাবে যাঁরা পার্বত্য জাতির উপর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সবাই ভাগ্যদেবতা বলা যায়। তাঁরা সাথে হৃদবন্ধনের ফলে অনুকম্পা লাভ করেন এবং 'খাঁ' পদবী ধারণ করে ইংরেজ আমল পর্যন্ত তাদের প্রভুত্ব বিকাশ পায়। যার কারণে ক্ষমতায়, সুযোগে, শিক্ষায় এমনকি দর্পেও বিস্তার পায়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পনের শতকের পর তঞ্চঙ্গ্যারা আলাদা ও পরিত্যক্ত জাতিরূপে বিবেচিত হয়। এরপর তাদের অভিযাত্রী জীবন প্রবাহ নিভে যেতে শুরু করে, এ জাতির ইতিহাস বিহিন করুণ আর্তনাদ নিরবে নিভৃত্বে মিলিয়ে যায় দূর বন পাহাড়ে।

আরাকানের ভুসিডং, রাচিডং, মংদু, ক্যকত, তানদুয়ে, মাম্রা সহ আর কয়েকটি এলাকায় চাকমা নামের তঞ্চঙ্গ্যাদের গোষ্ঠী গোজার লোক প্রাচীনকাল থেকেই বসবাস করে আসছে। চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে কক্সবাজার জেলাধীন রামু, উখিয়া ও টেকনাফ

থানায় এবং বান্দরবান জেলায় নাক্ষ্যংছড়ী ও আলিকদমে এখনো তঞ্চঙ্গ্যাদের পূর্ব পুরুষগণ বসবাস করে রয়েছেন। ইতিহাসের তথ্য মতে তারাই দ্বিগীজয়ী রাজা বিচগ্রী (বিজয়গ্রী), সেনাপতি রাধামণ, জয়রাম ও নিলংধন নামের উত্তরসুরি বংশধর বা যোদ্ধার বংশধর ছিলেন। যুদ্ধাভিযানে অগ্রসর হয়ে তারা আরাকানে ও তার আশে পাশে বসবাস শুরু করেছিলেন। তঞ্চঙ্গ্যাদের আগমন চাকমা রাজা নামে খ্যাত ধরমবক্স খাঁ আমল পর্যন্ত বলবৎ ছিলো।

ধরমবক্স খাঁ ওসব আগমনকারীদেরকে স্বজাতি বলে গ্রহণ না করার পেছনে উক্ত সময়ে কিছু কিছু প্রভাবশালীগণের কঠিন বাধা ছিলো বলে জানা যায়। আগমণকারীদের উপর যথেচ্ছা চুরি ডাকাতি ও জুলুম করা হয়েছিল বলে শোনা গিয়েছে। যার কারণে তারা দলবদ্ধভাবে রাইংখ্যং, কাপ্তাই, সুবলঙের উজানে, ঠেগা, শঙ্খ শেষ প্রান্তে, ত্রিপুরায়, লুসাই হিলে এমনকি পুনঃ মাতামুহুরী ও আরাকানে চলে যেতে বাধ্য হন। চাকমাগণ উক্ত সময়ে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে অভিহিত করতেন পরঙী অর্থাৎ বসবাসের জন্য আগমণকারী।

ক্যাপ্টেন টি.এইচ.লুইন কর্তৃক লিখিত পুস্তক The Hill Tracts of Chittagong and Dwellers Therein (1869) মতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা ছিলো ২৮০০ জন। এদের মধ্যে অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আরাকানী ভাষায় কথা বলতে পারে কিন্তু নতুন প্রজন্ম বৃহৎ অংশের সাথে মিশে যাচ্ছে আর এক বিকৃত ধরণের বাংলা ভাষা তাদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। এরা কিন্তু সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, ধর্মচ্যুৎ হয়নি, তবে প্রকৃতি পূজারী এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে। তিনি আরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁ আমলে ৪,০০০ জন তঞ্চঙ্গ্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমণ করেন। এদলের রাজা ছিলেন ফাপ্রু। স্থায়ী বসবাসের জন্য তিনি তার দলের প্রত্যেকের কাছে চাঁদা উঠিয়ে পর্তুগীজদের নির্মিত চট্টগ্রামের 'লাল কুঠির' ক্রয় করে ধরমবক্স খাঁকে উপহার দিয়েছিলেন বলে এখনও কথিত রয়েছে।

আরাকানের ভুসিডং এলাকা থেকে আগত ধল্যা চাকমা (৪) অভিমত ব্যক্ত করেন, চাকমা রাজা হিসাবে ধরমবক্স খাঁন যখন রাজা হলেন এই সংবাদে খুশি হয়ে সংথাইং আমু নামে জনৈক বিত্তশালী ও দলের নেতা হিসাবে আরাকান থেকে চট্টগ্রামে আগমণ করেন এবং স্থায়ী বসবাসের জন্য রাজা ধরমবক্স খাঁনের সাথে সাক্ষাতের আবেদন জানান। কিন্তু ধরমবক্স খাঁন তার আবেদন প্রত্যাখান করেন। নিজের ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন হবার মনোভাবে তিনি আর দেরী না করে পুনঃ আরাকানের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। যাত্রার সময় বীরবেশে সিঙাল (গয়ালের কিংবা মহিয়ের শিং এর ধ্বণি) ও ঢোলক বাজিয়ে এ অঞ্চল ত্যাগ করেছিলেন বলে কথিত আছে।

একই ভাবে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির নেতা শ্রীধন আমুর নেতৃত্বে ৩০০ শত তঞ্চঙ্গ্যা পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমণ করেন। রাজা ধরমবক্স খাঁকে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য উপঢৌকন দিয়ে বসবাসের সম্মতি লাভ করেন। পরঙী নামে এই তিনশত পরিবার সবাই সচ্ছল ছিলেন এবং তারা রাইংখ্যাং নদীর তীরবর্তীতে পুনঃবসতি স্থাপন করেছিলেন। সচ্ছলতার কারণে তাদের উপর বার বার ডাকাতি লুটপাট করা হতো বলে বুড়া -বুড়িদের মুখে শোনা গিয়েছে।

চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর আমলে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কিছু লোক অন্যত্র চলে যাবার পেছনে আরও একটি ঘটনা রয়েছে। অগ্রহায়ন মাসের কোন একদিন তঞ্চঙ্গ্যাদের ধৈন্যা গছা আর কারবুয়গছার লাপস্যা দলের মধ্যে ঊয়্যাপৈ নামে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। ফলে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয় এবং রাজ দরবারে বিচারের সম্মুখীন হন। এই ঘটনার পর অনেকেই অন্যত্র চলে যান। তাদের মধ্যে গছা ভিত্তিক দ্বন্দের জন্য বিবাহ সাদি বন্ধ হয়ে যায়।

তঞ্চঙ্গ্যারা আরাকান অধিবাসী, আরাকান থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলো একথা পুরোপুরি সত্য নয়। তারা চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের দিকে কিছু অংশ চলে গিয়ে দৈনাক সম্বেধিত হন। অন্যদিকে চট্টগ্রামে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বদিকে অধিকাংশ স্থানে তাদের স্বাধীনভাবে বসবাস ছিলো। অন্যান্য উপজাতীয়দের মতো নিজস্ব আইন শাসনের মধ্যে গভীর বনাঞ্চলে জুম চাষই ছিলো তাদের একমাত্র ভরসা। তাই তঞ্চঙ্গ্যাগণ মোগলধর্মী রাজার কিছু কিছু সামাজিক আইন মানতে রাজী ছিলোনা। যেমন ঃ ক) কোন তঞ্চঙ্গ্যা রমনীর মৃত্যু হলে তাকে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে পুড়িয়ে ফেলা, খ) লুরী বা লাউরী নামের ধর্মগুরু দিয়ে অন্তোষ্টিক্রিয়া কিংবা সামাজিক কর্মাদি করা, গ) মহিলাগণের এককানে পাচটি করে দুই কানে দশটি ছিদ্র করা, পড়নের পিনুইনে চাবুগী রাখার পার্থক্য ইত্যাদি। সম্ভবতঃ ওসব সামাজিক কিছু কিছু নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলো বলে চাকমারাজা উক্ত সময়ে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে স্বজাতি বলে স্বীকৃতি না দেয়ার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে।

আরাকানে অবস্থানরত চাকমাগণ (তঞ্চঙ্গ্যাগণ) শাক্যবংশের উত্তরসূরী হিসাবে তদানিন্তন জেনারেল উনু প্রতিবছর এ জাতির দম্পতি রেঙ্গুনে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্বর্ধনা দিতেন। বর্তমান সময়েও আদিবাসী জাতি হিসাবে সরকার তাদেরকে প্রতি বছর আমন্ত্রণ জানিয়ে রেঙ্গুনে শাক্যজাতির সম্মানে সম্বর্ধনা দিয়ে আসছে বলে জানা যায়। ধল্যা চাংমা বলেন, আরাকানে অবস্থানরত চাকমা নামে পরিচিত মুগছা, ধৈন্যাগছা, কারবুয়াগছা, লাংগছা, মগলাগছা এবং অঙ্যগছা ছাড়া কোন চাকমা গছা নেই। ১৯৮৫ সনে লোকগণনায় দেখা গিয়েছিলো আরাকানে ৯২,৩০০ জন চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যা) রয়েছে। ইহা ছাড়া ত্রিশ হাজারের মতো বার্মায় বসবাসের ফলে বর্তমানে তারা বার্মীজ সম্প্রদায়ের সাথে মিশে যান। তাদের মধ্যে বুড়াবুড়িরা কিছু কিছু তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় কথা বলতে পারে, ভুসিডং নিবাসী ধল্যা একথা বলেন।

চাকমারাজা ধরমবক্স খাঁ খুবই প্রতিপত্তি সম্পন্ন রাজা

ছিলেন। তাঁর শাসনের পরবর্তী কালের রাজাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের তঞ্চঙ্গ্যাগণের উপর অভিন্নতা মনোভাব ও সদাচারণ এমন কি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেননি বলে জানা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন মৌজা নির্ধারণ ও বন্টন করা হয় তখন পাঁচ জন তঞ্চঙ্গ্যাকে মৌজার হেডম্যান পদ দেয়া হয়েছিল।

নিরহংকার, অসাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী রাজা ভূবন মোহন রায় শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে শ্রী পলমাধন তঞ্চঙ্গ্যাকে ‘রাজকবি’ এবং শ্রেষ্ঠ উবাগীতের ধারক বাহক শ্রীজয় চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (কানা গিংখুলী) কে ‘রাজগীংখুলী’ উপাধিতে ভূষিত করে প্রতি বছর রাজপূণ্যাহের উপলক্ষে রাজসভায় যোগ্যতার আসনে উপবিস্থ করে রাখতেন। তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ওসময় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শ্রী কুঞ্জ মহাজন ও শ্রী খোক্কেয়া বৈদ্যের সাথে রাজা ভূবন মোহন রায় গভীর সম্পর্ক ছিলো বলে জানা যায়। রাজকুমার নলিনাক্ষ রায় স্বজাতির মেয়ে বিবাহ না করে জটিলা দেবী নামে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির রমনীকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আংটি পরিয়ে দেন। এব্যাপারে পাত্র মিত্র ও অন্যান্য স্বজনদের সাথে রাজা পরামর্শ করেন। কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যাদের সাথে চাকমাগণের বৈবাহিক সম্পর্ক অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বিধায় রাজবংশের মান সম্ভ্রম বিষয়েও বিবেচনা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়ে যায়। নলিনাক্ষ রায়ের পর কুমার ত্রিদিব রায় রাজা হয়ে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ভিক্ষু শ্রীমৎ অগ্রবংশ স্থবিরকে ‘রাজগুরু’ পদে অধিষ্ঠিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্ম উদিত হয় এবং ধর্ম বিস্তারে অকল্পিত স্বাক্ষর বহন করে।

(তঞ্চঙ্গ্যা জাতি, রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা, চট্টগ্রাম, ২০০০।)

টীকা ঃ-

১) জালিপাগজ্যা একটি বট জাতীয় বৃক্ষের নাম। এই বৃক্ষের পাকাবীজ পাখিরা খেয়ে অন্য একটি বড় গাছের উপর পায়খানা করে এবং সুবিধা মতো হলে সেখানে চানা রূপে জন্ম হয়। এই চারার শিকড় ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে জলের মতো সমস্ত গাছকে পেচিয়ে নিজে বৃদ্ধি পায় এবং বিশাল জালিপাগজ্যা রূপে শোভা বর্দ্ধন করে।

২) গবেষকদের মতে বিচগ্রী, উদগ্রী ও সমগ্রী নামে তিন ভাই। চাকমাদের ভাষায় বিজয়গিরি, উদয়গিরি ও সমরগিরি। আবার ত্রিপুরাদের রাজমালা ইতিহাসের মতে দেখা যায়, বিজয় মাণিক্য, উদয়মাণিক্য ও অমর মাণিক্য নামের ত্রিপুরা রাজা ছিলেন। ত্রিপুর জাতির সেনাপতির নাম, কালানজির, রণগণ ও নারায়ণের সংগে আমাদের সেনাপতি কালাবাগা, রাধামণ ও জয়রামের অদ্ভুদ মিল দেখা যায়।

৩) বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মে মহাস্থবিরের অবদান পুস্তকের মতে রাউলী শব্দটি এসেছে আউলিয়া থেকে। মুসলমানরা তাদের ধর্ম প্রচারকগণকে আউলিয়া সম্ভোধন করতেন।

৪) ধল্যা চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যা) ৩ রা জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং রাঙামাটি আসেন। বাড়ী আরাকানের ভুসিডং ইউনিয়নের মিজং গং চো এ। বয়স ৫৫ বৎসর। ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে সুপণ্ডিত। বার্মা ভাষায় শিক্ষিত। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা বিষয়ে গবেষণার জন্য রাঙামাটিতে আসেন। ধল্যার মতে আরাকানে তাদের বসবাস প্রায় ৭ শত বৎসর। রাঙামাটিতে এসে চাকমাদের পোষাক, চেহারা, আচরণ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।

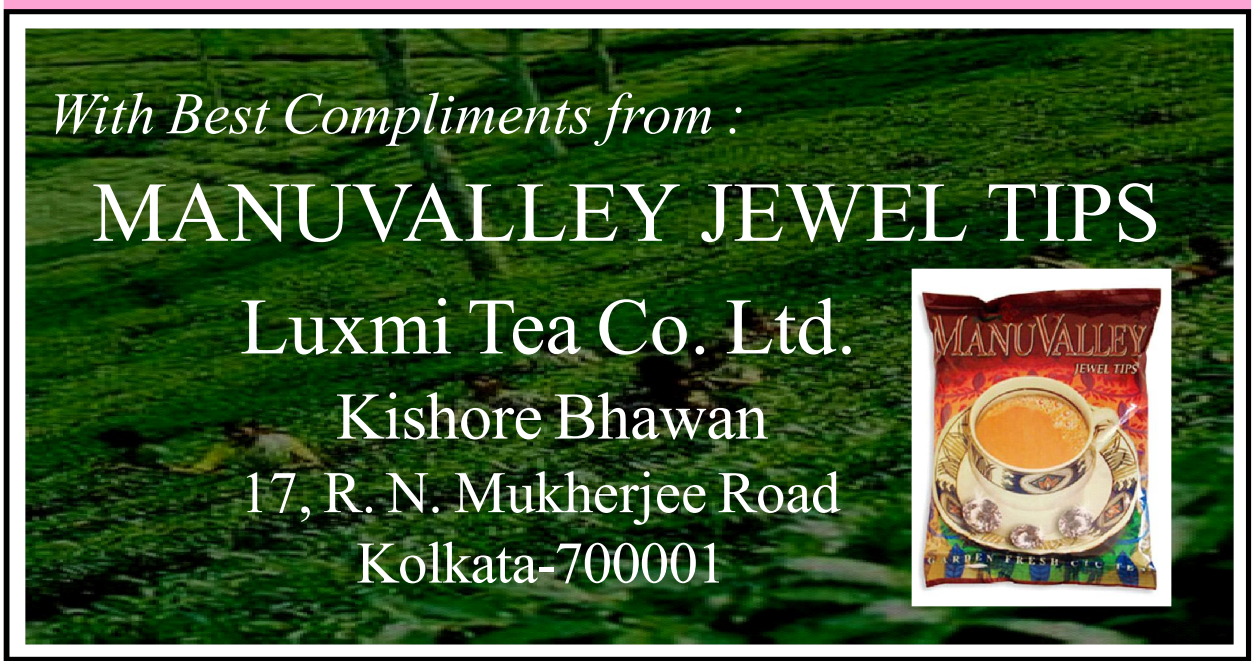

Kalindi Rani: 19th century Chakma queen regnant

Kabita Chakma

March 8, 2011 is the centenary of International Women's Day, a global celebration of the economic, political and social achievements of women past, present and future. On the occasion of the centenary of International Women's Day, I would like to introduce an extraordinary 19th century woman, Kalindi Rani, a queen regnant from South Asia.

I have two intersecting interests in introducing Kalindi Rani: firstly, Kalindi Rani's struggle to establish herself as the queen regnant, Rajrani, against the British and the existing patriarchal and patrilineal Chakma society; and secondly, Kalindi Rani's struggle against the British colonisation of the Chittagong Hill Tracts, the South-East part of present day Bangladesh. However, Kalindi Rani remains largely absent from either the feminist discourse or the historical discourse of Bangladesh or South Asia.

Kalindi Rani's life immediately precedes that of another notable woman, Begum Rokeya Sakhawat Hussain (also written as Begum Roquiah Sakhawat Hussain) who was also born in present-day Bangladesh. Begum Rokeya was born in 1880, seven years after Kalindi Rani's death in 1873. Begum Rokeya was born in Pairaband, Rangpur, in British Bengal, while Kalindi Rani was born in a village called Kudukchari, on the base of Mount Phuramon in Rangamati, in pre-British, independent Chakma kingdom. Begum Rokeya is well known as an educator, writer, and a social worker, and is also celebrated as the first Islamic feminist.

Kalindi Rani, the Chakma queen regnant, was the 45th ruler in the history of the Chakma monarchy. She ruled the traditional Chakma kingdom, at the Eastern edge of then British India, including parts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts of present-day Bangladesh from 1832 to1873. Kalindi Rani also had estates (zamindari) in the British-regulated district of Chittagong.

Kalindi Rani didn't use armed resistance against British aggression as did her predecessors of the late 18th century, who fought over two and a half decades of war against the British between 1772 and 1798 (Suniti Bhushan Qanungo, 1998, Chakma Resistance to British Domination: 1772–1798). It is noteworthy that this resistance is the first recorded against the British in South Asia, long before the famous 'Sipahi Bidroha', the 'Sepoy Rebellion' in 1857. Rather than armed resistance, Kalindi Rani used western institutions, the courts and offices, and traditional agencies to resist colonisation.

***

KALINDI Rani resisted both the institutions of Chakma patriarchy by establishing herself as the queen regnant, and resisted the institutions of power of the coloniser by assuming the throne and in protecting her kingdom, which the British annexed in 1860.

It was difficult for Kalindi Rani to assume the throne after her husband Raja Dharam Bux Khan died in 1832. The Raja died in his mid-thirties, leaving three wives: Kalindi, the first wife; Atakbi, the second wife; and Haribi, the third wife. His only daughter Rajkumari Menaka was by his third wife Haribi. Chakma monarchy generally follows the law of primogeniture, which means that the eldest son succeeds the father. This could not be applied in the case of succession of Raja Dharm Bux Khan.

In 1832, to formalise her claim to the throne as the guardian of her stepdaughter Menaka, Kalindi Rani offered to pay the 'Jum Banga' tax to the British. The tax was introduced by the British in 1791 replacing a 'cotton tribute', and became a Permanent Settlement in 1793. According to historian AM Serajuddin, however, the Permanent Settlement of 1793 was a result of misinterpretation by the successive British administrators in which the tribute was

treated as a revenue payable to the government (The Chakma Tribe of the Chittagong Hill Tracts in the 18th century, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 1, 1984, pp 90-98, p 94).

Chakma society did not, however, favour a female ruler. There were many conspiracies against her, and many opportunist groups initiating family feuds against Rani's assumption of the throne.

Gobardhan, the adopted brother of the late Raja Dharam Bux Khan, was a prominent contestant for the throne. Gobardhan had patriarchal and historical precedence as his grandfather Raja Jabbar Khan succeeded his brother Raja Tabbar Khan when he died childless in 1799. There was also mention of other collateral male heirs contending for the throne. Gobardhan and other contending heirs took their claims to the British authority, but ultimately failed. It appears that the British authority ultimately rejected the claims of Gobardhan and other contending heirs for the throne, perhaps because of Kalindi's strategic use of western institutions. It is reported that Kalindi Rani's use of the courts put Gobardhan and the other collateral male heirs in jail on a charge of rebellion and riot.

Taking advantage of the chaotic situation in Kalindi Rani's realm, the British instituted a Court of Wards. The British, by acting as the guardian of the Princess Menaka, took over the royal estates in both Chittagong and the Chakma kingdom.

Family rivalry against Kalindi Rani eventually also came from the late Raja's third wife Haribi Rani. It is recorded that in the midst of these turbulent years, Haribi, without consulting Kalindi, organized Menaka's wedding with a Gopinath Dewan, and moved out of the palace (rajbari) to live with her daughter and son-in-law in a house she built at Sonaichari, a village near the capital Rajanagar in Rangunea.

Kalindi didn't go through the futile exercise of trying to stop Haribi. She neither protested against the daughter's wedding nor against Haribi's relocation, but instead concentrated her energy on regaining control over the kingdom and estates in Chittagong.

After Kalindi Rani had succeeded in retaining her kingdom's property, it is known that Haribi, with her daughter Menaka and son-in-law, returned to the palace upon receiving the pardon they had sought from the Rani. Later, Harish Chandra, son of Princess Menaka, would become raja upon Kalindi Rani's death on September 22, 1873.

***

FOR Kalindi Rani, however, the struggle with the British authorities over the throne was even longer and more tortured than with the Chakma contestants for the throne.

To secure her right to rule, Kalindi first lodged a claim in the Judge's Court, Chittagong, for the sole management of the estates in Chittagong. She also went to the Judge's Court to establish her rights over the kingdom, outside the British regulation district of Chittagong.

Although Kalindi Rani's succession to all the property of her late husband was supported by the civil court in 1832, and in 1833 the collector recommended that she should be in charge of all property and all property should be in her name, there was some withholding by the British authorities from fully recognising Kalindi Rani as the successor of her husband. A letter, dated August 26, 1842, from the commissioner of Chittagong indicates doubt about her capacity to manage the property.

In response to Rani's appeal in 1932 for the sole management of all properties, the court appointed Shukalal Khan, a Dewan and a paternal relative of the late Raja, as a 'sarbarakar', meaning a person 'having an authority to collect taxes', until there was a decision about the legitimacy of Kalindi Rani's claim to the throne. Many Chakmas did not accept the appointment by the British. As a consequence, there was an upheaval against the rule of law in the hill tracts. It appears that at that period many of the dewans, Chakma aristocrats, adopted the trappings of kings. This generally unstable situation was made worse by attacks from the neighbouring Lushai group. It is suspected that the dewans were hiring the Lushais to attack each other. It is not known on which date, but it is reported that during those chaotic years Shuklal Khan was murdered in his own residence by Lushais.

During these times of political struggle, Kalindi Rani tried every avenue to regain control over

her kingdom's property, even by leasing her own lands back from the British. By 1837 Kalindi managed to obtain the kingdom's properties by leasing. But she denounced the leasing arrangement in 1839 and subsequently maintained her fight in the courts for permanent authority over her kingdom's property.

Although gender bias was present to varying degrees in both the Chakma and British societies in different contexts, there were historical examples of both societies having female rulers. The Chakmas had previously had two queens regnant, Manekbi Rani and Kattua Rani, while the British had Elizabeth I as queen regnant in the 17th century. Alexandrina Victoria, who assumed the British throne in 1837, was a contemporary to Kalindi Rani. However, no reference has yet been found that the British ever drew any comparison between the queens regnant in England and in the hill tracts.

British displeasure with Kalindi Rani was perhaps because of her gender, but more about her unwillingness to submit to the will of the British in the running of her own territory. British discontent may also have been to do with the colonial administrators' anxiety and suspicion over her ability to yield tax for the colonial exchequer. It may, therefore, have been Rani's non-cooperation with the economic interest of the British that deterred the authority from recognising her as the successor to Raja Dharam Bux Khan.

Finally, after 12 years of struggle, in 1844, the court issued an order that Kalindi Rani was the sole representative of all the properties of the late Raja Dharam Bux Khan. While Kalindi Rani established her rights to the properties of her kingdom and estates, the British never formally recognised Kalindi Rani's position beyond that of a 'sarbarakar' or principal tax collector.

Kalindi Rani's position as queen regnant is still a paradox in Chakma society. The present Chakma monarch, Raja Devasish Roy, the 50th raja, who is a barrister-at-law, states that in accordance with Chakma customary law, 'Kalindi held—de facto—the Chakma rulership.' However, in the history of the Chakma Raj, Kalindi Rani is recorded as the 45th ruler, the queen regnant of that time.

***

IN 1860, the British annexed the traditional Chakma kingdom as a part of a district naming it the Chittagong Hill Tracts by the Act XXII of 1860. The annexation came in the guise of providing security to the inhabitants of the hills, against the possible raids from the Kukis from the north-east hills. There is no evidence that the Chakmas had ever asked for protection from the British, instead there is evidence of Chakmas fighting the British in coalition with the Kukis during the Chakma resistance in the late 18th century. Whereas there has always been an underlying economic interest on the part of the British in the CHT.

In 1860, the Chittagong Hill Tracts had two major chiefs: Kalindi Rani in the north and centre; and the Bhomang Raja in the south. However, there were also some other chieftains from smaller indigenous groups who exercised authority over their people. Without formal recognition they were gradually forgotten.

The 1860 general instructions of the British government for the guidance of the hill tracts authorities included that 'The customs and prejudices of the people [are] to be observed and respected. We are to interfere as little as possible between the chiefs and their tribes' (Government of Bengal, Letter No. 3300, June 20, 1860).

Violation of the 1860 instructions is evident in the division of the Chakma kingdom into two parts, which the Rani resisted. Captain Thomas Herbert Lewin was appointed in the Chittagong Hill Tracts as the third superintendent in March 1866 and as the first deputy commissioner in 1868. Lewin, violating the 1860 instructions, appointed a Maung Kioja Sain, a Marma aristocrat (a roaza of Rani), as a 'sarbarakar' to collect revenue of the northern part of the Chakma kingdom. In October 1867, to formalise the partitioning of the northern part, Lewin recommended that the Hill Tracts should be divided into three revenue divisions or circles, respectively under the authority of the three chiefs.

Kalindi Rani took the matter to the court, but her appeal was rejected in 1870. In explaining the reason for dividing Rani's kingdom it was noted that: '[t]hough nominally the northern section belonged to the Chakma Chief, yet owing to the distances there

was no control over the people, and great inconveniences was experienced by the absence of any head to whom references could be made when occasion arose' (Eastern Bengal and Assam District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts, 1909, p 12). To protect the southern boundary, Kalindi Rani made a written agreement with the Bhomang chief in 1869.

Kalindi Rani not only lodged complaints against violation of the 1860 instructions to the commissioner in Chittagong, she also sent Harish Chandra, her grandson and future heir, to see the lieutenant-governor of Bengal in Calcutta to register her complaints. As a result, there was an independent inquiry into the CHT administration. It found that the regulations were not being sufficiently observed.

In 1873, the year Kalindi Rani died, the proposal containing division into circles, initially proposed by Lewin in 1867, was considered and it came into effect in 1884 creating a third circle known as the Mong circle. Thus, Rani's kingdom was reduced to only one of the circles a number of years after her death.

Despite her resistance, Kalindi Rani's rule saw the unfolding process in which the British ultimately proclaimed power over the indigenous authorities in the Chittagong Hill Tracts. The time of her reign was one of the most turbulent in Chakma history as it saw the transition of the Chakmas from an independent people to subjects of the British.

***

KALINDI Rani's rule of the Chakma Kingdom from 1832 to1873 exposes an indomitable leadership. British bureaucrat RH Sneyd Hutchinson's statement provides an insight of the British view of Kalindi Rani, '…[F]or forty years she proved a thorn in the side of the Government, she was an exceedingly able woman, and having surrounded herself with Bengali Lawyers from Chittagong, fought very hard to avoid meeting her obligation, and put forward all sorts of real and Imaginary claims to land settlements in the Chittagong District itself. She exercised a very great influence over her tribe and was generally feared' (An Account of Chittagong Hill Tracts, 1906, p 94).

From a feminist perspective, it is quite refreshing for me to present the queen regnant of nearly two centuries ago in the contemporary gender equality debate of the Chakmas. Consideration of Kalindi Rani, the queen regnant, a widow without a male heir but with a stepdaughter, allows serious questioning of today's treatment of women under the traditional customary inheritance law of the patrilineal society of the Chakmas, where gender inequalities in both royal and commoner practices are evident.

It is noteworthy that recently, on February 8, 2011, the Chakma women, with their other indigenous sisters of the CHT, submitted a memorandum claiming recognition of equal inheritance rights for the Chakma women to Raja Devasish Roy, Chakma Raja, Chief of the Chakma Administrative Circle, at a summit of the hill women organised by Women Resource Network in Rangamati.

Some parts of this article were presented in a paper 'Kalindi Rani: The Formidable Chakma Queen Regnant of the 19th Century', at the tenth anniversary of Women in Asia conference on Crisis, Agency, and Change at the Australian National University, Canberra, September 29-October 1, 2010. Kabita Chakma is the coordinator of the CHT Jumma Peoples Network of the Asia Pacific and the Human Rights Coordinator of the CHT Indigenous Jumma Association Australia.

𑄣𑄬𑄈

কমলানগর

ভ ব ন তু বি কা শ চা ক মা

যারা চাঙমা, তারা যুদি কাগজ পত্রলৈ লারচার টান সেণ্ডুন মানুষজন এক্কা চিনিবার ধাভ থায় তারার আমনর মানুষ কেযান আঘন এই ভাবর কারণে কায় বাম দুর বাম দ্বি চোঘে অন্ততঃ একবার রেনেনা উচিত। ঠিক এসানই কারণে চাঙমা বাম হালত সুযোগ পেলে যানা । গা পইযে খরচ গরি।

আগরতলা পন্দর বজর চাগড়ীর জীবনত নানান জনর সমারে চিনপর্য হ্নার কারণে মিজোরামর কমলানগরর কদেকজন চাঙমালৈয় ভায়াবি হনার কারনে ওক, ওমুক জাগার চাঙমায়ুন অন্ত তঃ সুঘে ঘুম যেই পারদন এযান ভাবনার কারণে মিজোরামর চাকমা ডিসট্রিক কাউনসিল চা যেবার ভাবনা জাক্যে। মন আঘে, টেঙা আঘে তুও সেদু যেই ন পারানা এই সমস্যায়ান সমাধানত্যে কয়েকজনরে কৈ থইয়ং মিজোরামত গেলে মত্যায় এক্কান ববার সীট থই দ্য। নিত্তাগে কয়েকজন যেবার-এবার সমারই মনে মনে মনান চেইয়ে। জানুয়ারী ২০১২ আমা চাঙমা সাহিত্য ফু'র সদস্য কদেক জন লগে আ'র কদেকজন লেঘিয়ে মিজোরামর সেই চাকমা ডিসট্রিক কাউনসিল ভারতীয় অক্ষর ঘনাত্যা ভারত সরকার আর সেদুগর কদেকজনর তদবিরে দশদিনর ন্যাশনেল ওয়ার্কশপ হ্দে যার শুনিনেয় তিরিপুরার প্রতিনিধি লগে মুই "চেইয়ে শুনিয়ে গর্বা" হ্ই মর চাকমা ডিসট্রিক কাউনসিল চা যানা।

দেড়গাঙত্তুন ১৮ই জানুয়ারী ২০১২ রবনা দি মধ্যে একদিন আইজল চা-জিরেই তিন দিনোর মাধাত সাঝ গুজুরি যাং যাং সময়ানত ইরুক কালর চাঙমা রাজধানী কমলানগর লুঙিলং দ্বি গাড়ীয়ে ঘুলোজন। দিনো সদক আর আন্ধার টানাটানি সময়ত গাড়ীর সদগে কমলা নগরত দ্বি-দিবা মাধাবলা পুল দেই মনান সচ্চরম সচ্চরম পেল পেল ভাব হ্ইয়ে। এন্দি দেড়গাঙত্তুন সাড়ে ন ঘন্টায় আইজল বড় বড় মোনর দাবে দাবে পথ, আইজলত্তুন মিজোরামর দ্বি নম্বর ডাঙর শহর লুঙলে শহর সেই মোনমুরোর আগায়-দাবে দাবে আট্টো ঘন্টার যেই পেলেয়্য লুঙলেত্তুন কমলানগরর পথান ভারি মোনমুরো ন ঠাহরেলুঙ। মাত্তর লুঙলেত্তুন কমলানগর পথানর আধামাধাত্তুন ধরি আঘাত্যা এক্কান যন্ত্র গরি মিজোরাম সরকারে বানেই থইয়্যে। গদা পথান হেঙর-বেঙর, ভাঙার উগুরে ভাঙা, বজর দ্বিগর ভিধিরে পথান লিপ্যন গরি কিয়েজ ন এযে। ইরুক কালে চোখ ন দিলে মুঝোঙ বারিজেত চোলচালান দ্বুনো দ্বুনো দাম হ্বই হ্ব। চাকমা ডিসট্রিক পথানিয়্য বিরবিছ্যে নয় উন্দি পথানি ঝকঝক্যে হ্বার ভ-ভাক্কা রৈ থইয়্যে।

আমি যে দিনোত কমলানগর লুঙিলঙ আবাদাজনে কমলানগরান কাউনসিলর হেড অফিস গরি আন্দাজ গরি পার্তাক নয়। কমলানগরত এদক্কানি দগান ঘর, সরকারি অফিস, সয়সাগর ঘরত হাজার হাজার মানুষজন বসতি জাগাত এককো মানুষ যেদক্কন জাগন থায় সেদক্কন সঙ সরকারে ইলেকট্রিক বাতি মারেই থয়, আর আম্মক হবার লাক ঘুম যেবার সময়ানত ইলেকট্রিক বাত্তিউনে জাগি উদন। কন্দা জানি পানির বেবসথা গরন সিয়ান'য়্য আজব কধা সান সাপ্তায় একবারই পানি ইরি দ্যন, পারিলে ধরি রাঘেলে ন পারিলে নেই। সাপ্তায় একবার পানি খানা সান যিয়ান আমি তিরিপুরা কুল্যেইনে ভাবিই ন পারি। ক্যবারে আস্তা মিজোরামত এযানসান নিয়মর চল চাল আঘে নেনা।

চাঙমা গানর সুর রাজা অভীক কুমরর বাশ গাছর দ্বতালা ঘরত মর সাঝঙ সাগিন। এই অভীক কুমর যারে কমলানগরর বাঙাল কন তারে কাম্যুয়া ক'লে এক্কা উনো উনো থায়। তার বাগানত কি নেই ? বাল্য শিক্ষা বইবোত যেদুক্কে ফলর নাঙ আম, জাম-নারিকেল ..... সেত্তুন দারিম্ব বাদ দি সে বাড়া আর দ্বিবে ফলর গাছ চারেই লাগেই থইয়ে তৈজঙ পারত ঘাজি বামানত। কর্মী ইজেবে যেমন নাঙ, সুর রাজা ইজেবে সমান সমান নাঙর পিজে চাকমা অটোনমাস ডিসট্রিকর মুরব্বিউনর অবদানান বিরাট গরি রৈ যেইয়্যে। মাত্তর ইয়ান'য়্য ঠিক অভীক কুমরে নিআলসি গরি চেতন চেরেষ্টার কারণে এচ্যা চাঙমার গীতর এন্দি উন্দি জয়জগার।

সাপ্তায় তিন দিন পৈত্যের কমলানগরর বাজারান চেবার চেবার বেন্যে পৈত্যে এদুক্কো বাজারি আর বাজারবুয়্য বাজারত ন আদন পারা হয়। মরত্তুনত্তুন বাজার নাঙে মিলাউন দ্বি হুজ আক্কোয়ে কি দগানদারী কি সওদা গরিত। তিরিপুরার দেড়াদ্বুনো দাম মালপত্তরর দরপভেনানি দগান ভরভরা দেলে মনান নাজে এই কারনে চাঙমার সালেন মসত্য মসত্য দগান আঘেদে ?

চাকমা ডিসট্রিক কাউনসিল ইসকুলত চাঙমা লেঘা চল গোছ্যে যারা ইয়ানিলৈ বাইনি গরদন তারার দলত মুই নয়। সেই কন বাউত্তর ইংরেজিত কাউনসিল আমনর দরবারত হ্াঝিলি দি যেইয়ে ইখকে বাইনি ? ইখকে তারার উপন্যাস, ডিকসনারী, পশ্চন নানান পালা চাঙমা হরফে চল হ্না উচিত এল আর খিরিচটানুনে যেমেন ধরম পরচার গরন বই দি যান কম দামে চাকমা অটোনমাস ডিসস্ট্রিক কাউনসিলে এযানসান বইউন কমদামে দিলে নাঙ-বাসর লগে জাতীয় চিন ঘরে ঘরে দেই পেলঙুন।

পাছ-সাত দিন কমলানগর যেই আবাদা এক্কান মেয়্যা জন্মোয়ে আর ইদোত উদের মনত উদের। মরত্তুনর লগে পুয়াসাবার

মা লক্ষ্মিলগর কধাবাত্‌তানি তারার নরম নরম র’। মনে মনে ভাবি পেলুং ইয়ান মিজো কালচারর এক্কান দিক। নিত্তাগে ইয়ান মিজো কালচার নয় রাগ ন গরি কধাবার্তা ক’না ইয়ান বুদ্ধরই কালচার। ইয়ান ধর্মপদত তুলোপারা দেঘা যায়। ইরুক কালে মিজোউনে মিঝা কধা ন মাদন আর গময়্য ন পান মদভাঙ খানা রাষ্ট্রীয় ভাবে মানা, পরর দরপভেন ধরানা মানা ইয়ানি যারা কধন মিজো কালচার তারা লগে মুই একমত নয় কারণ পঞ্চশীল্য ভাঙিলে ইয়ানি পঞ্চশীলরই আজল কথা বিলি প্রমাণ হয়। পঞ্চশীল তারা নাঙ ন শুনন মাত্তর সে শীলুন তারা মনে পরানে পালাদন মিজোউনরে বাইনি দ্যা যায়।

কমলানগরর ইখ্‌কুর সময়ান তুদুর তাদারর সময়, এন্দি চেলে আরোয় ঘর, উন্দি চেলে আরোয় ঘর, এন্দি চেলে এদা পুয়াসাবা শহর টাউনত, উন্দিগেলে তা কুদুম দুর শহরত।

যারা এক সময় মনে গরিদং হিলট্রেক্স চাঙমাউনরে সুঘে থব ইরুককালে সে ধারনা আমার ভাঙিছুরি যার। হিলট্রেক্সর পয়নাঙিউন আঘাত্যে যুদ্ধত লাম্যন যে যুদ্ধত আমনর ক্ষতি ছাড়া লাভ ন হ্‌য়, বনভান্তে আড় দি থেলেয়্য তার পরানান লুক দেনায় তারা ইরুক কালে বাপ মা হ্‌ারা সান। এম্নেয়্য দিনে দিনে তারার জাগা চিমেই যার, সেত্তুন দ্বি রাণি বেদি বকলমে কলম ধরানায় চাঙমায়ুন তাবুলর ধক। তারার ঘুমোনি লগে নিত্য বড় ঘুম বার্ছেই থায় আর এন্দি চাকমা ডিসট্রিক কাউনসিলর পথঘাট দুরোদুরি হ্‌লেয়্য তারা ঘুমোনি ভারি সুখ, মাস বা সময় এলে তারার বেতন লুভ গরে পারা হ্‌াদত এযে।

আপনার সঙ্গে আপনার সহযোগিতায় সর্বদা

ডম্বুরনগর আর.ডি. ব্লক

৩১তম ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক বিঝুমেলা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসী সবাইকে জানাই প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

পতিরাম ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান, বিএসি

অরিন্দম দাস
ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার

ডম্বুরনগর আর. ডি. ব্লক, গন্ডাছড়া, ধলাই ত্রিপুরা।

Buddhism in Tripura

Ven. Dr. Dhammapiya

Introduction:

Tripura is one of the most ancient princely states of India. It is a tiny state belonging to the group of seven sister states (Tripura, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Assam and Arunachal Pradesh) near Assam surrounded by Bangladesh. Tripura is not known to the people of the world; even many Indians have very little knowledge about the State.

Tripura is a beautiful hilly place with altitudes varying from 50 to 3,080 sq. ft. above sea level, though the major population of the state lives in the plains. Previously a princely state, and subsequently a Union Territory of Independent India, Tripura was elevated to the status of a state on January 21, 1972. Tripura is largely dominated by Bengali Community, in spite of the 19 Schedule Tribes, that form a major chunk of the population.

Buddhist Rulers & Archeological Buddhist Sites:

Though it is not clear who was the first Buddhist king who ruled Tripura, it is evident from Archeological findings of Pilak and Boxnagar (Buddhist sites) that the earliest rulers of Tripura were Buddhists dated back to the 2nd and 3rd centuries A.D. According to "Rajmala" the historical record of the royal lineage of Tripura, the Mog (Burmese origin) were the powerful Buddhist kings of Tripura. Buddhism flourished in Tripura from 2nd to 9th century A.D. Both Theravada and Mahayana forms of Buddhism were practiced, though Theravada Buddhism seemed to have had stronghold in many parts of Tripura for many centuries. A few months back, the Government of Tripura has excavated a cetiya (pagoda) resembling the Amravati Stupa which is now safeguarded by the authority of Archeological Survey of India. This excavated pagoda is understood to belong to 2nd or 3rd century A.D. Many Buddha statues have also been excavated at the site. Pilak is another archeological Buddhist site situated in South Tripura District. Statues of Buddha, Avalokiteòvara and Târâ were found at Pilak site dated back to the 7th and 8th centuries A.D. Archeologists and research scholars opined that Mahayana and Theravada Buddhist traditions might have been dominant in this region extending to Pattikera and Mainamati in Bangladesh.

Disappearance of Buddhism from Tripura:

It is necessary to have a quick look at the decline of Buddhism in India before we talk about the disappearance of Buddhism from Tripura. As a result of untiring missionary endeavour of the emperor Ashoka the great, almost all parts of India have received Dhamma, the teachings of the Buddha. Indians were blessed with the medicinal impact of Dhamma and large number of people accepted Buddhism (Dhamma) as their way of life. From 3rd century B.C. to almost 6th century A.D., Buddhism flourished extensively in India and two-third of the Indians were said to have become Buddhists during these years.

As everything is anicca (impermanent), Buddhism began to decline with the uprising of Adi Shankara Charya in the 6th century A.D. The Buddhists were attacked by orthodox Brahmins, countless Buddhist monasteries and pagodas were destroyed, thousands of Buddhist monks and nuns were massacred. The attack on Buddhists was patronized by Brahmin Hindu king Pushyamitra Sunga. The Muslim invaders also attacked Buddhists, and the famous Nalanda University was burnt to ashes. The Buddhists were attacked several times by Hindu and many times by Muslims and, at last, they had to submit meekly to the massacre of the attackers. By the 16th century A.D. Buddhism was completely driven out from India, it is said that even the name of the Buddha was not heard.

The Buddhists of Tripura also had to meet

the same fate. The Buddhist king of Tripura was defeated by the Hindu king and Muslim invaders. The defeated Buddhist king along with his subjects had to flee and settle in different parts of Myanmar and Bangladesh. By the 11th century A.D., Buddhism totally disappeared from Tripura.

Revival & Re-entry of Buddhism to Tripura:

It is in the 17th century A.D. that the Mog (of Burmese origin) re-entered Tripura. With the re-entry of Mog there was revival of Buddhism in the state. After Mog, Chakam and Barua also have settled in Tripura adding to the strength of the total Buddhism population.Present state of Buddhism in Tripura:

Mog (Burmese origin), Chakma, Barua and Uchai are the followers of Buddhism in Tripura. The total Buddhist population in Tripura is around 2,00,000 (0.2 million) of the total population 3.5 millions.

There are around 200 Buddhist monasteries and 250 Buddhist monks in the state. Almost all the monasteries are small, made of bamboo and straw. The Buddhists in Tripura are financially very weak and most of them live in villages. Almost all the Buddhists in Tripura are the followers of Theravada Buddhism. Their cultural background and customs resemble with that of Burmese and Thai Buddhist tradition.

The Mog Buddhists have close affinity with Burmese Buddhism in all socio-cultural and religious aspects. Though they live in Tripura, almost all Dhamma books (Tipiíaka, Aííhakathâ, Burmese [Myanmar] Translationss etc.) are brought from Myanmar and Dharma teaching is done in Burmese [Myanmar] script. The dialect that the Mog people speak is similar to that of Burmese [Myanmar]and Arakanese [Rakhine] language with little variation in pronunciation, but the script is the same (Burmese [Myanmar] script).

The Chakma and Barua are also followers of Theravada Buddhism. Their language and cultural background find close affinity with that of Bengali. The three major Buddhist communities of Tripura, viz. Mog, Chakma and Barua, have close relation with each other and observe vassa, Buddha Purima, Kaíhina Cîvara Dâna etc. in uniformity. The Buddhists of Tripura have been preserving Buddha Sasana in the State amidst fierce missionary wave of Christianity and majority Hindu culture. The Christian missionaries are very rampant in the State. They visit almost each and every village and try to convert people into Christianity by offering money, clothe, medicine etc. As most of the people in Tripura are poor, they get easily carried away by the tempting offers of Christian missionaries. Many Buddhist families have converted into Christianity and many more are opting the same route as they have been convinced that Jesus is the only saviour of poor people which the Christian missionaries have practically demonstrated. The Buddhists are the minority community in Tripura. They are merging slowly into majority Hindu culture, causing a threat to the survival of Buddha Sasana in Tripura.

There is no Buddhist educational institute in Tripura to impart monastic education to monks and train them on Dhamma. Most of the monks are not educated and as a result the monks have low profile and are not competent enough to safeguard Buddha Sasana from the influence of Christian Missionary and eclipsing majority Hindu Culture. Books on Buddhism are also not available in Tripura. Until recently there was no meditation center in the State. The Buddhists of Tripura have somehow been preserving Buddha Sasana in the State. They practice Buddhism mechanically as it is a part of their culture. There is an urgent need to set up a Buddhist educational institute with well-equipped infrastructure to impart Buddhist education to both monks and laypeople. A good Buddhist library and meditation center is also required to provide Pariyatti and Paíipatti base of Buddhism to the Buddhists of Tripura.

Dhamma Dipa Missionary Project:

In order to safeguard, preserve and promote Buddha Sasana in Tripura, we have undertaken Dhamma Dipa Missionary Project. Under this project, a Buddhist school for children, a Pali and monastic educational institute, a good Buddhist library and a Dhamma missionary training center are proposed. Out of those proposed projects, a Buddhist school has already come up in full swing and groundwork has been cleared for the remaining projects.The

Buddhist school is named as "Dhamma Dipa School."It is the only school with Buddhist background in Tripura established in 2002. The school has now 300 children from various socio-cultural background residing in the school complex. They are imparted Dhamma education along with secular education. They are being trained up in Buddhist ambience providing them with regular classes on Dhamma and meditation. Lecture series are also being organized for the benefit of lay Buddhists in the State. Dhamma Dipa Missionary Group has purchased 20 acres plot of land to start a Dhamma Dipa Institute of Buddhist Studies this year.The most venerable Sitagu Sayadaw Ashin Nyanissara, His Holiness The Dalai Lama, Alodawpyi Sayadaw Ashin Ariyavamsa and Phra Maha Sampong have visited Dhamma Dipa School on their Dhamma missionary tour. Since the Buddhists of Tripura are the minority and economically weak, they need a word of encouragement and a helping hand form World Buddhist Community in their struggle to preserve, promote and propagate Buddha Sasana in Tripura.Be Happy!

জনগণকে সাথে নিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতির লক্ষ্যে–

কালাঝাড়ী ভিলেজ কমিটি কার্য্যালয়

ডম্বুরনগর আর. ডি. ব্লক

গন্ডাছড়া, ধলাই, ত্রিপুরা।

<u>বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর রূপরেখা</u>

☆ এম. জি. এন. আর. ই. জি. এ. প্রকল্পে ৫০১০৫ শ্রমদিবস সৃষ্টির মাধ্যমে বছরে সবার ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে চলছে কালাঝাড়ী ভিলেজ কমিটি।

☆ কালাঝাড়ী ভিলেজ এলাকায় ৮০% বিদ্যালয়ে পাকাবাড়ি নির্মাণ, পানীয় জলের সুবিধা বসানো হয়েছে।

☆ কালাঝাড়ী ভিলেজ এলাকায় বন আইনের আওতায় ৬৬৭ পরিবারকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে।

☆ পাট্টা প্রাপকদের ৮০ পরিবারকে আই. এ. ওয়াই. ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

☆ কালাঝাড়ী ভিলেজ এলাকায় পানীয় জলের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইরামনি পাড়াতে গভীর নলকূপের কাজ প্রায় সম্পন্ন।

☆ ভিলেজ এলাকায় প্রতি মাসে প্রায় ১১২ জন বৃদ্ধ/বৃদ্ধাকে বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

আপনার সঙ্গে, আপনার সহযোগিতায়, সর্বদা –

কালাঝাড়ী এ. ডি. সি. ভিলেজ কার্য্যালয়

সনতরুং রিয়াং	**সুমন্তসেন চাকমা**
চেয়ারম্যান	পঞ্চায়েত সচিব
কালাঝাড়ী এ. ডি. সি. ভিলেজ	কালাঝাড়ী এ. ডি. সি. ভিলেজ
ডম্বুরনগর আর. ডি. ব্লক	ডম্বুরনগর আর. ডি. ব্লক

বাড়ী বাড়ী দরকার, বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগার।

প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামঃ কবিতায় জুম্ম নারী

মৃ ত্তি কা চা ক মা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু দুঃখ বেদনা, হাসি-কান্না জড়িয়ে রয়েছে বৃটিশ শাসনামল থেকে বর্তমান সরকার পর্যন্ত। এখানে বহু জাতির বহু ভাষার সম্মেলন। তার মধ্যে চট্টগ্রামের ভাষাও কথ্য ভাষা রূপে প্রতি পাহাড়ে ভাঁঝে ভাঁঝে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। লেখ্য এবং সাহিত্যে রূপ খাঁটি বাংলা বহু দিন থেকে প্রচলন রয়েছে। আজকে বিশ্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে জানে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য লড়াই সূচনা করেছিলেন জুম্মদের প্রাণ প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা তৎকালীন শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে। এ লড়াই অব্যাহত রেখেছেন প্রয়াত নেতার অনুজ বর্তমান জনসংহতি সমিতির সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

সামন্তবাদ, আধিপত্যবাদ, ধর্মান্ধতা এবং উগ্র মৌলবাদের বিরুদ্ধে আজন্ম লড়াই করতে হবে পার্বত্য জুম্ম জনগণের। লড়াইয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল গভীর অরণ্যে প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা সহ তাঁর কয়েক সহযোগীকে। তাঁদের কর্ম এবং আদর্শকে উজ্জ্বল রাখার জন্য প্রতিবার স্মরনিকা সহ কিছু বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। এ জাতীয় প্রকাশনা থেকে বেরিয়ে আসছে কলম সৈনিক। তাঁদের মধ্যে থেকে যে ক'জন জুম্ম নারীর কবিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশ, বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালার কথা উদ্ভাসিত হয়েছে সে গুলোতে আলোকপাত করছি সামান্য মাত্র।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৮৩ সালে কিছু কুচক্রীর হাতে জুম্ম জাতির প্রাণ প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার প্রাণ সংহার কোন দিন ভোলার মত নয়। সেই চক্রান্তকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে লেখা শ্রী নাক্যবির ১৯৯৪ সালের স্মরনিকায় প্রকাশিত কবিতায় আমরা দেখি-

এক যে ছিল লাম্বা
দিচ্ছিল সে বাম্বু
নিজেই হলো ঠান্ডা
খেয়ে এক যা ডান্ডা

বলে দেশ পরাধীন
তিন মাসে স্বাধীন।
এই তার তন্ত্র
দ্রুত নিষ্পত্তির মন্ত্র।

শ্রী নাক্যবির এই ছড়া কবিতাটি এমনভাবে ফুটে উঠেছে, যা আগামী প্রজন্মের জন্য বিভেদপন্থীদের দলিল চিত্র তুল্য। ভার রয়ে গেল আগামী প্রজন্মের এ হত্যা কেন ? এবং কিসের জন্য ? কার স্বার্থের জন্য ? তাহলে কি সত্যি---

ফিস টিস চাইনা কিছু
চাইনা আমার তোষামোদ
জনগণের অঢেল টাকার
করতে পারো আমোদ-প্রমোদ

শান্তিচুক্তির আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা খোলা-মেলাভাবে যেখানে-সেখানে বলা কল্পনাতীত। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ নিয়ে কোন লেখক কবির প্রতিষ্ঠিত নামে লেখা দেখা যায়নি, কেবলমাত্র দেখা গিয়েছে ১৯৯৫ সালের ১০ নভেম্বর একটি বুলেটিন সংখ্যায় কবিতা চাকমা 'জ্বলি ন' উধিম কিত্তেই' কবিতা দিয়ে। তাঁর এই কবিতাটির নামে একটি কাব্য গ্রন্থ বের হয়েছে। সম্ভবত উক্ত গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায়ও প্রকাশ হয়েছে। এখানে চাকমা এবং বাংলায় লেখা কবিতার কিছু অংশ তুলে দেওয়া গেল--

জ্বলি ন'উধিম কিত্তেই!
যিয়ান পরানে কয় সিয়েন গরিবে-
বসত্তান বানেবে বিরান ভূমি
ঝাড়ান বানেবে মরুভুমি,
গাভুর বেলরে সাঝ
সরয মিলেরে ভাচ্।

বাংলায়-

রুখে দাঁড়াব না কেন!
যা ইচ্ছে তাই করবে-
বসত বিরান ভুমি
নিবিড় অরন্য মরুভুমি,
সকালকে সন্ধ্যো
ফলবতিকে বন্ধ্যা।

কবিতা চাকমা যখন তাঁর কাব্য হৃদয়ে চিৎকার করে উঠলেন সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশে-বাতাসে তখনই সুশ্রী উজানার অনুভূতি-

আমরা কি শুধু নারী হয়ে থাকবো?
আমাদের তো আছে সব কিছু
চোখ, কান, নাক, হাত, পা
আর রক্তে মাংসে ভরা অনুভূতি

পার্বত্য জননীর চোখ আজ করুণ অনুভূতি

জুম্ম জাতি আজ বিলুপ্ত প্রায়।
তাইতো বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ হয়ে
আজ জ্বলে উঠবো কি ?

সুশ্রী উজানা শুধু নারীকে জ্বলে উঠার আকুতি জানাননি বলতে হবে সমগ্র জুম্ম জাতিকে। জ্বলে না উঠলে এই মহাবিশ্ব থেকে ধ্বংস হয়ে যেতে আর বেশী সময়ের দরকার হবে না। সুতরাং আর নয় নির্বিকার।

১৯৯৬ সাল পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। একদিকে সরকারের সাথে শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়া, অন্যদিকে জুম্ম জনগণের উৎকণ্ঠা। এই সময়ের মধ্যে প্রয়াত নেতার স্মরণ সারিতে শ্রীমতি কৃপা, কুমারী চিত্রা আর কুমারী নিষ্কৃতির কবিতায় আমাদের প্রেরণা যোগায়-আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে

পার্বত্যবাসীর জীবন
বুলেটের শব্দে আর বারুদের গন্ধে
মিছিল আর শুধু লড়াইয়ে

জুম্ম জাতি রয়েছে জড়িত
আত্ম-নিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

কুমারী চিত্রার একদিকে রণহুংকার অন্যদিকে জুম্ম ভাইদের প্রতি আবেদন।

হে প্রিয় জুম্ম, ভায়েরা তোরা কেন নিরব?
ক'দিন রবে নিঃস্ব জুম্ম জাতি নির্যাতনে
" দাঁড়াও না। জাগিয়ে উঠ। ধরো অস্ত্র"।

কবি নিরোদ রায় যেমন বলেছিলেন ভারত বর্ষের মানুষকে "আত্মঘাতী বাঙ্গালী"। কেন, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, মহাত্মাগান্ধী আর শেখ মুজিবর রহমানের ইতিহাস পাঠ করলে সেই উত্তর পাওয়া যায়। এই সেই আত্মঘাতী শব্দটা জুম্মদের মধ্যে নিবিড়ভাবে শোভা বর্ধন করছে। কি চমৎকার ! তাই কুমারী নিষ্কৃতি আঙুল উঁচিয়ে বলতে চান-

দেখো দেখো জ্বলছে দাউ দাউ করে
শাসকের কলঙ্কিত বাহুতে দিচ্ছে পুড়ে
জুম্ম জাতির প্রিয় আবাস

এ সাহস তারা কি পাবে! আমরা যদি আত্মঘাতী না হতাম। আমরা যদি এখানে বসতি স্থাপনের সার্টিফিকেট না দিতাম! আমরা যদি অন্যের দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে নেতাকে হত্যা না করতাম!

পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীর মধ্যে একটি পরিচিত নাম। জনসংহতি সমিতির প্রকাশনা বাদেও তার বিচরণ বহু জায়গায় রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আমরা সাধারণ পাঠকরা তাঁর "শ্রদ্ধাঞ্জলী" কবিতায় দেখি--

রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, হিংস্র জানোয়ার মোকাবেলা করে
কাটাও তোমরা নিদ্রাহীনতায় দিনের পর দিন গভীন বনে,
হয়তো মেলেনা খাবার, তীব্র ক্ষুধা নিয়ে থাকো অভুক্ত, তবুও
জুম্ম জাতির স্বাধীকার পাবে,
ফুটবে মুখে হাসি ভেবে হও আনন্দিত।

এখানে স্নেহময়ী মাতৃতূল্যর মত উক্তি। কি নির্মম! পরাধীনতার করালগ্রাস থেকে জুম্মজাতির মুক্তির জন্য শত্রু হননের অপেক্ষায়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা তার আরো 'সে একজন' কবিতায়-

একজন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল শকুনের বিরুদ্ধে
শকুনেরা বড় চালাক! ধরে তাকে পুরল জেলে
তবুও দমেনি, সে শুরু হয় নতুন ইতিহাস

নিজের রক্ত দিয়ে মাটির পিদিমে তেল দিয়ে গেলেন
কোন দিনও যেন নিভে না যায় এই প্রদীপ্ত পিদিমের শিখা।
আত্মত্যাগী সে একজন প্রিয় নেতা
মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা।

পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যার "সে একজন" কবিতায় শেষ প্রান্তে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই কাপ্তাই বাঁধের ডুবে যাওয়া হাজার মানুষের আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে পাহাড়ের প্রতিটি কোনায় আর বৃক্ষের ডালপালায়। এ ছাড়াও কাপ্তাই বাঁধকে নিয়ে তার আরো একটি আলাদা কবিতায় হাজার মানুষের বেদনার কথা ফুটে উঠে। এ বাঁধ নির্মানের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জল মগ্ন হয়ে পড়ে, বিলিন হয়ে যায় সেই আবাদ যোগ্য জমির প্রায় ৪০ শতাংশ। রাঙ্গামাটির বৌদ্ধ মন্দির, চাকমা রাজবাড়ী, স্কুল ইত্যাদি। উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে প্রায় একলক্ষ জুম্ম জনগণ।

কাপ্তাই তোমার সৌন্দর্য আমাদের হৃদয়
বিমোহিত করেনা,
পূর্ব পুরুষের অশ্রু মিশেছে তোমার জলরাশিতে
লক্ষাধিক ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের দীর্ঘশ্বাস কেবলই
তাড়িয়ে বেড়ায় আমাদের হৃদয়কে।

এই বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তার আরো এক কবিতায় 'সবুজ পাহাড়ের সন্তান'। পার্বত্য চট্টগ্রাম সবুজে ভরা। এখানকার মানুষের মন ও প্রকৃতির মতন। কিন্তু এই মনের মানুষের সুখে থাকতে দেয়নি নিত্য দিনের ধর্মীয় আচার আচরণ থেকেও।

পবিত্র ক্যায়াঙ ঘরে বুটের ছাপ,
নিষ্পাপ শিশুর পদদলিত দেহ
মায়ের সম্ভ্রম হারানো গগন বিদারী চিৎকার

তারপরও মনে এবং দেহে শক্তি যোগায় কবিতায় শেষ প্রান্তে এসে অসহায় পাহাড় সন্তান মাথা তুলে দাঁড়ায় দানব রুখবে কঠোর হাতে-সবুজ পাহাড় শক্তি যোগায়।

কবিতায় জুম্ম নারী আরো একটি নাম অরুমিতা চাকমা। একবিংশ শতাব্দীতে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা স্মরণ সারিতে অরুমিতা চাকমার "মনে পড়ে"

জট পাকিয়ে হন হন করে কালো মেঘ যখন
হেঁটে যায় আকাশের বুকে,
হালকা কালো মেঘে যখনই ঢাকা পড়ে চাঁদ
তখনই আমার মাধুরী হৃদয়ের সুন্দর বাসনা গুলো

প্রচন্ড এক ধাক্কা মেরে প্রতারনা করে বলে যায়।

অরুমিতা চাকমা প্রচন্ড ধাক্কার মধ্যে "পদ শব্দ" শুনতে পান আরো অন্য কবিতায়।

নিঃশব্দ দুপুরে বুটের ছায়ায় শুনেছি তার কথা-
শান্ত-দীপ্ত-বলিষ্টতায় ভরা সে মুখ
সেদিন ব্যাথায় হু হু করেছিল হৃদয়, বলেছে সে
অনেক পাহাড় আজও দাউ দাউ করে জ্বলছে, শুধু জ্বলছে

যখন তারার মেলায় আকাশ ভরে যায়
আমার অস্থিত্বে আমি তার নিঃশ্বাস টের পাই।

অপর দিকে মহিলা সমিতির মুখপত্র "জাগরন" এ "হে জুম্ম জাতি" তরী চাকমার কবিতায় জুম্ম জাতির কাছে শপথ বাক্যের মত বলতে শুনি–

হে জুম্ম জাতি
তোমার মাঝে আমি থাকতে চাই
তোমার এই আঁচল দিয়ে উঠেছি আমি

হে জুম্ম জাতি
তুমি থাকবে অমার মাঝে
চির অমৃত হয়ে।

জুম্ম জাতি মানে স্বজাতি। এই যে স্বজাতির প্রতি তার প্রগাঢ় ভালোবাসা তার এই "হে জুম্ম জাতির" কবিতায় ফুটে উঠে। একই সময়ে জড়িতা চাকমার কল্পনা চাকমাকে স্মরণ করে লেখা "আজো তোমাকে মনে পড়ে" কবিতায় দেখতে পাওয়া যায় কল্পনা চাকমার প্রতি ভালোবাসার শ্রদ্ধা । তার রাজনৈতিক আদর্শ এবং চিন্তা চেতনা জড়িতা চাকমার কবিতায় স্ফুরণ ঘটিয়ে দেন।

স্বদেশ প্রেমের চিন্তা চেতনায়
নিপীড়িত নারী সমাজের প্রতিরোধ দুর্গ গড়েছো তুমি
তাই লিখে যাবো তোমাকে নিয়ে শতাব্দীকাল ধরে

রণাঙ্গণের সারিতে তুমি অগ্রগামী সৈনিক
তুমি অমর, তুমি অজয়, তুমি সমর,
তাইতো তোমাকে আজও মনে পড়ে।

কল্পনা চাকমা হারিয়ে গেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে তার আদর্শ হারিয়ে যায়নি। যতদিন যতযুগ নির্যাতনে নিপীড়নে নিস্পেষিত হয়ে থাকবে এই জুম্ম জাতি ততদিন কল্পনা চাকমা জুম্ম জাতির শরীরের প্রতিটি রক্তের কনিকায় সঞ্চালিত হয়ে থাকবে।

এই দিন দিয়ে গেলে প্রাণ
মহান নেতা এম.এন লারমা তাঁর সঙ্গীরা
জুম্মজাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করলো এরা

জাতির জন্য দিয়ে প্রাণ তারা হয়েছে ধন্য
কিন্তু তারা নেই আজ, এ যেন মহাশুণ্য।

ল্যরা চাকমার "তাদের স্মরণে" কবিতায় দেশ এবং মাতৃভূমির টানে যে নেতা জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন তাদের স্মরণ করে আমাদের তথা সমগ্র জুম্ম জাতির মনের বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। "এখনও আমরা মানুষ" কবিতায় হঠাৎ নারী বাদী হয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ফুঁসে উঠলেন-

অমানুষিক উৎপীড়ন, বঞ্চনা, নির্যাতন ?
কিন্তু সত্যি এভাবে ফুরিয়ে গেলেতো চলবে না ?
তাইতো চলো, চলো পৃথিবীর সর্বহারার দল (নারী)

আর নয় নারী হওয়া নারী থাকা
এবার আমরা মানুষ।

আসলে ল্যরা চাকমার মত বিশ্বের সকল নারীর প্রতিবাদী হওয়া উচিত। নারী হয়ে জন্ম হয়েছে বলে কী নারী হতে হবে। অবশ্যই নয়। নারী মানুষ এবং সকল নারীর এই বোধ অর্জন করা দরকার। তাই তাঁর আরো এক কবিতায় মানুষের কাছে আবেদন "

এসো আমরা এক হই"
এসো দশ ভাষাভাষি আবারও এক হই,
সমস্ত ক্লান্তি অবসাদ মুছে
আমাদের সোনার মাটির দিকে চেয়ে
স্মিতস্বরে নয়, উদাত্ত কণ্ঠে বলো
আমরা স্বাধীন নিরাপদ জীবন চাই।

অলকা চাকমা জ্যাসির "অত্যাচার" এ ফুটে উঠেছে জুম্ম জাতির করুন আর্তনাদ। বাজপাখী যেমন থাবা মেরে শিকার বা খাদ্য ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তেমনি--

পবিত্র ধর্মস্থান, বিশাল মাটির ঘর কাঠের বাড়ী
বাঁশের মাচাং নিমেষে কয়লা পিন্ডের রূপ করে ধারণ
চেঙে মেয়নী, কাজলং, কাউখালী লংগদু সুবলং

রেহাই পাবেনা সেই বাজপাখী থাবায় জুম্ম নারী। সুকৌশলে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে সর্বসত্ত্বা। অলকা চাকমার "অত্যাচার" থেকে জুম্ম নারী সারা পার্বত্য এলাকায় বিস্ফোরিত হওয়া অতীব জরুরী। কেন-

সেই তীক্ষ্ণ ঠোঁট থেকে রেহাই পাচ্ছে না জুম্ম মেয়েরা
নিপুন কৌশলে জুম্ম মেয়েদের জীবন
করছে চিরতরে পঙ্গু।

২০০৪ সালের শেস প্রান্তে এম.এন লারমার স্মরণ সারিতে এসে জ্যোতি প্রভা লারমা মিনুর আবেদন

স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের কুশাসন, মৌলবাদের দাপটে
বিধ্বস্ত অভিশপ্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম–

লুণ্ঠিত অধিকার করতে উদ্ধার
আদর্শ সমাজের অগ্রযাত্রায়।

জ্যোতিপ্রভা লারমার আহ্বানটা বেগবান হোক আত্মঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী একে অপরে কাদা-ছুঁড়া-ছুঁড়ি বন্ধ হোক অতিসত্ত্বর । এবং শুরু করি একে অপরে মিলনের স্বর্গপুরী আমাদের এই পার্বত্য ভূমি।

Border Fencing: Will the displaced Chakmas of Mizoram get rehabilitation?

M C D F

I. Extent of displacement and its consequences

As many as 35,438 Chakmas from 5,790 families in 49 villages - constituting 49.7% of the total Chakma population have lost their lands, houses and properties to make way for the ongoing India-Bangladesh border fencing in Mizoram. Their land, homestead, garden and forests have been acquired by the state government of Mizoram under the Land Acquisition Act, 1894. According to the Ministry of Home Affairs' Annual Report 2008-2009, fencing of 150.15 km stretch out of the total 352.33 km sanctioned in Mizoram has been completed.

The India-Bangladesh border is inhabited by acutely impoverished and extremely backward Chakma tribals. Hence, the losses due to the border fencing will be enormous. Apart from loss of their immovable houses and properties, the villagers will lose already developed wet rice cultivation lands, horticulture gardens, gardens for growing vegetables and other cash crops, tree plantations of high commercial values like teak etc, community/ government assets like schools, health sub-centres, community halls, market places, places of worship, play grounds, cemetery/ grave yards, water ponds, water supply, and other government/ council office buildings etc.

The consequences of the mass displacement will be disastrous unless the government takes concrete steps to provide all the facilities, including clean water supply, roads (as the rivers have fallen outside the fence), markets, schools and primary health centres and sustainable livelihood.

II. Struggles for compensation

In the beginning there was no opposition to the border fencing. The Chakmas who have always sided with the interests of the nation readily let the government acquire their lands to construct the fencing for "national security" purpose. In any case, the gazette notification issued on 27th October 2006 by the Mizoram government under the Land Acquisition Act had warned that "All persons interested in the said land are hereby warned not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons employed upon the said land for the purpose of the said acquisition" (Clause 3 of the notification). Effectively any possible opposition against the border fencing from the Chakmas had been gagged.

However, Chakmas began to show some revolt when the authorities failed to provide any compensation to the victims. From 13 – 18 January 2008, hundreds of Chakmas including women and children protested at Marpara village in Lunglei district and halted construction work of the National Buildings Construction Corporation Ltd (NBCC). On 18 January 2008, Mr SK Pandit, Deputy Project Manager of NBCC, Mizoram sector, signed an agreement with the protestors at Marpara to release compensation by 31 January 2008 following which the protest was temporarily suspended. But the NBCC failed to keep its promise. The Chakmas therefore re-started their peaceful protests indefinitely and vowed not to allow any further construction of the fencing in Lunglei district. On 3 February 2008, another meeting was held with NBCC officials at Marpara and a written agreement was signed between the Chakma leaders and Arun Kumar, a representative from the NBCC to provide compensation by 28 February 2008. The agreement was also signed by Officer-In-Charge of Marpara Police Station as witness. The meeting was among others attended by officials

from the local Border Security Force camp and leaders of Marpara Village Council. Yet, the NBCC failed to release the compensation. It was only after the New Delhi-based Asian Indigenous and Tribal Peoples Network filed a complaint in March 2008 before the National Human Rights Commission (NHRC) the compensation was began to be released to the Chakmas.

III. Discrepancies in awarding compensation

There has been no monitoring of the process of the award and disbursement of the compensation money to the fencing victims. The compensation amount has been decided against the name of the victims as per the whims and fancies of the surveyors and officials from the concerned contracting company, the Office of the Deputy Commissioner and Revenue Department. The victims who had lost everything they had (the government has acquired their properties) have had no say whatsoever in the process of determining the compensation amount. As a result, while some individuals have got over 50 lakhs in compensation, the others have been provided only a few thousands rupees as compensation. There is no one to explain as to how some families have received so high whereas some got extremely low when they had more or less the same area of land and properties in the border areas. Still there is a large number of Chakmas who have been victims of the Indian-Bangladesh Border Fencing Project but have not yet got any compensation at all. They do not know if they will ever get any. Lal Thanhawla administration which has promised clean and good governance must take serious note of this.

IV. Rehabilitation: No assurance from the state government

There has been no assurance from thestate government officials that the Chakmas will be rehabilitated properly. On 17 July 2008, the Home Department of Mizoram replied that the state government does not consider the Chakma fencing victims as "displaced". Mr Romawia, Deputy Secretary (Home) of Mizoram government stated that - "***It may be mentioned that those families placed on the other side of the Fencing Line may not be called 'displaced' since the Fencing Line is not the boundary of Indo-Bangla Border****...... and that there was no objection of dwelling outside the Fencing Line. It is also informed to the villagers that their shifting from outside to the inner side of the fencing will depends upon the will of the villagers. There is no compulsion to have their residence shifted to the inner side of the Fencing Line.*" It is clear that the Mizoram government has made up its mind not to provide resettlement and rehabilitation to the displaced Chakmas. It is ironic that the Chakmas whose houses have fallen outside the fencing line have not been recognized as "displaced". The government says Chakmas are free to stay outside the fencing line. But there is not a single Chakma who wants to stay outside the fencing line for the reasons explained below. Yet, the government of Mizoram has been forcing them to stay by denying them the rights available to the "displaced persons".

V. What will happen if there is no rehabilitation?

There have been reports suggesting that the Chakmas might be asked to rebuilt their homes and livelihood with the compensation money they have been provided. This struck fear in the hearts of the Chakma victims as majority of them have consumed up their compensation money, and they have now been living in penury. If not rehabilitated the Chakmas will face serious problems, some of which are given below:-

First, if the out-fenced Chakmas are allowed to remain "outside the fencing line", it will be disastrous for their wellbeing and security as they would be left totally at the mercy of the anti-social elements operating in the border areas, Bangladesh security forces and Bangladesh-based terrorist elements. In April 2008, the then Chief Secretary of Mizoram, Haukhum Hauzel while expressing security concerns stated that in Bindasora village, about 80 families fell outside the fence and the villagers were prevented by the Bangladesh Rifles (BDR) from getting sand from the river which used to be their main source of

income. The government of Mizoram and the Ministry of Home Affairs in New Delhi must understand that even the Chakmas who have fallen outside the fencing need security. Their security, happiness and wellbeing cannot be ignored while safeguarding the security of the nation through the Border Fencing.

Second, the out-fenced Chakmas will face enormous problems if they are forced to remain outside the fencing line. The BSF will set up "gates" which shall remain close from 6 PM to 6 AM. Hence every night the Chakma villagers will be living at the mercy of Bangladeshi nationals, anti-social elements and Bangladesh Rifles (BDR). There is no guarantee that there won't be attacks, looting and sexual harassment and other human rights violations by the Bangladeshis. The villagers who would cross the BSF-manned border gates will have to return to their homes before 6 PM or else they would be stranded for the entire night. If anyone falls seriously ill in the middle of the night, they will have to depend on the mercy of the BSF personnel to open the gate. Hence, the Indian citizens if "allowed to stay" outside the fence by the administration will face enormous problems in accessing basic facilities such as education, markets, healthcare services, and the like.

Finally, in absence of proper rehabilitation there will befall a humanitarian disaster on the Chakmas which will make them economically further impoverished, and backward for generations to come. The Chakmas will take the denial of rehabilitation as betrayal and the State will have to be ready to face the long term consequences.

VI. Deplorable response from the state government of Mizoram

The border fencing is also being constructed in the states of Assam, Tripura and Meghalaya in addition to Mizoram. In terms of response to the problems of the victims, other state governments are better. At least they think the people who are affected by the border fencing are their own. The state government of Meghalaya had even suspended the fencing works in response to the protests from the victims and this provided itself and officials of Border Management to investigate the grievances expressed by the affected people. Nothing of that sort has happened in Mizoram. On 1 September 2009, Tripura Chief Minister gave an assurance in the State Assembly that all the displaced families (7,997 families) will be provided proper rehabilitation in the state (The Sentinel, 3 September 2009). He was replying to a query by an opposition Congress MLA. Compare this with the position adopted by the Mizoram Home Department with regard to the Chakmas: "*It may be mentioned that those families placed on the other side of the Fencing Line may not be called 'displaced' since the Fencing Line is not the boundary of Indo-Bangla Border.*"

How Funny! Does the Mizoram government trying to say that the fencing affected people will not be provided any resettlement and rehabilitation? Such insensitivity on the part of the Mizoram government is highly deplorable and condemnable. Although 50% of the Chakmas in Mizoram will be displaced, Chief Minister Lal Thanhawla, or his predecessor Zoramthanga of MNF, has never made anypolicy statement in the Assembly House or anywhere. No resolution has been passed on the Rehabili-tation issue in the State Assembly. The problems faced by half of the Chakma population should have been discussed in the Assembly House. Instead the Chakmas have been kept guessing in the dark. As a result, they feel rejected and alienated in their own homeland.

VII. Recommendations:

As the state governmenthas failed, the Ministry of Home Affairs , govt of India, must intervene to ensure that all the displaced persons – whether they are Chakmas or Mizos who have been affected by the border fencing must be properly compensated and fully rehabilitated with due respect and dignity. They should enjoy all the human rights and fundamental free freedoms and equal protection of the law.

*(**The Chakma Voice**, November 2009, chakmavoice@gmail.com)*

নেয়েহ্‌র পথ উনঝুর কাদা

বিজয় বাহন চাকমা

সংসারানত কদক্কানি জিনিহ্‌চ্ দেলেহ্, মনখুন উঙুদ্যো উধ্যে, অহ্‌লে বেগুত্থুন উগুরে বেগত্থুন ডাঙহর একজন আঘে। কা জিংকানি কেদোক্ক্যে অহ্‌ব অহ্‌লে তে ঠিগ্‌ঘুরি দে। যেন্ সুরুঙ্‌ঙ্যে, তা জিংকানিয়েহ্‌ন চেয় চেয় সিয়েন আরহ তুর অহ্‌য়, আরহ ফুর মারে 'মানুহ্‌চ্ ইক্ষে দিন্যোত কাম নহ্ গল্লেহ্‌য়্যো বাজন। বি.পি.এল কার্ড, রেগা কাম, নানা বাবোত্ত্যে ভাদা সমানেহ্ চলে। আ সরগারী ফ্যাসিলিটি ধ আঘেয়োহ্‌ই। ইক্কিনেহ্ বেক্‌ভাগ আদাম্ম্যে মানঝ্যোর বেন্ন্যে-বেল্ল্যে বাজরত যেনেই আড্ডা দেনা ওভ্‌ভ্যেচ্ বোচ্ছ্যে।

সে মায় সুরুঙ্‌ঙ্যের জিংকানিয়েন চলেত্তে গাভুর গুরিহ্ গুরিহ্। আরহ্ ভিল্যে তার আহ্‌ওচ্ বানাহ্ কাম গরানাহ্। কাম দিন মাগেনে গুরিহ্ পারে। কাম পেলেহ্ মিধ্যেহুম পেয়েহ্ পারাহ্ অহ্‌য়, আলসি গরেহ্‌র এ কধান তা ম্যোত্তুন কনহ্‌ধিন শুন্যো নহ্ গেলহ্। উগুধ্যো গুরিহ্ কয়দ্যে কাম গুরিহ্ নহ্ পেলেহ্ ভিল্যে তার কেয়্যে সুলোয়। মানুহ্‌চ্চ্যো নাঙেয়্যো সুরুঙ্‌ঙ্যে, মন ভিদিরে কনহ্-পাকচক্কর, লুভ-লালসা, চুর-চত্তা, ফাগারাহ্-নাগারাহ্, ইহ্‌নঝ্যে পিঝুম কোল-কোচ্চ্যে কিচ্ছু নেয়। কামানিয়ো দোল। আদামত তারে কারাহ্ কারিহ্।

তে একধিন কামত্থুন এয়-আয় সাজোন্ন্যে অক্তত হিজ্যেহিচ্ছ্যে গুরিহ্ বাজরত যার। পধত মেম্ভাচ্চ্যেলোয় ডিলাহ্‌চ্চ্যে আজা আচ্চ্যে অয়্যোন। মেম্ভাচ্চ্যে ডিলাহচ্চেরেহ্ আনেহ্‌র। ভুদ্যোত জিদিনেয় ইক্ষ্যো খানা দিব্যেত্তেই ডিলাহচ্চ্যেদাঘি মেম্ভাচ্চ্যেরেহ নিত্ত্য তেনতেনান। জিদিল্যে তেনতেনেবারাহ্‌ন নিচ্ছোয় ভুদ্যো লহ্‌ক্কে জু তুল্ল্যোহ্‌ন অহ্‌ব। ভালোক কজলাহ খেয়, ভালোকধিন পরে মেম্ভার' স্যোত্ লাঘত পেয় এ-সেন্ন্যে মেম্ভাচ্চ্যে খানাদি দাবীমুক্ত্যো ওহয়্যেদে। ডিলাহচ্চ্যে এ সিত্তুন দাবী আদায় গরিহ্ ঘরত ফির্যেত্তে। সুরুঙ্‌ঙ্যেরেহ্ দেনেহই মেম্ভাচ্চ্যে কয়দ্যে; "যাধে সুরুং এক্কেনা ডিলাহচ্চ্যেরেহ্ ঘরত বারেইদি আয়োই, মুই ন পারঙত্থে আহর।" আদামে আদামে আগে এলাকত্থে কারবারী ইক্কিনেহ অহলাক্কে মেম্ভার। মেম্ভার আ কারবারীর এক্কা ফারক্ আঘে। আগদিন্যো কারবারী গুন্যোরেহ্ আদাম্মেয় যেন মানিদাক সেন কোঝ্যো পেধাক্। ইক্কিনেহ্ মেম্ভারুন্যোরে বলে বলে মানিলেয়্যোহ্ সবাই কোচ্ নহ্ পান। মনে কলেহ্ বিবোদোত ফেলে পারিব্যো কেয় এক্কা ডরান্নে। কারবারীউন্যেহ্ বিজ্যের গল্লেহ্, যিভ্যে দুঝী ধরা পরে সিব্যের্যোহ্ ইহ্‌ল অহ্‌য়। মেম্ভারুনেহ্ বিজ্যের গল্লেহ্ পিত দি নতাঙরন কন্নেহ্; "তা বিজ্যের কন্নাহ গরেহ্‌বুদো নেই, মান্ন্যো বিজ্যের গত্থ।" কারণ অহলদে ইক্কিনেহ্ মান্‌ঝ্যো মন পানাহ্ ভারি শক্ত। মেম্ভাচ্চ্যে ধ ফ্যাসিলিটি ভাগ গরেহ্ । যিগুন্যেহ নহ্ পান সিগুন্যে রাগ জলন, আ যিগুনেহ্ পান সিগুন্যোর্যোহ্ পেত ন ভরে, রাগ জলন। আরহ সিত্তুন পাধা-পাধি আঘে। কারবাচ্চ্যে ধ ফ্যাসিলিটিয়্যোহ্ ভাগ নহগরেহ্ পাধিয়্যোহ্ নেই। বানাহ্ আবদে-বিবোদে চেই রাগেলেহ্ অহয়। এহ্‌নে চলা-ফির্যেদ্যো এক্কে না বেচ্-কম আঘে পারাহ্ পাং। সে বাদে মেম্ভারুন্যোহ্‌র সরগারী ফ্যাসিলিটি ভাগ গরানাহ্‌ত কদাল' তান্ন্যোহ্ আ মারিখানা বন্নামান ধ আঘেয়্যো আঘে। যা-ওহ্‌ক সুরুঙ্‌ঙ্যত্তুন যে' সেধক্কানিহ্ নেই। আদাম মেম্ভার ভিলি কধা, চুবে-চাবে মেম্ভাচ্চ্যে পাঠ্‌তান ভাগ লহ্‌ল।

তিন ভাগর দ্বি-ভাগ ধ মেম্ভাচ্চ্যে আন্ন্যে বাগী একভাক পথ বারেহ্‌ই দেদেঘৈ মেম্ভাচ্চ্যে "মুই ন পরেঙহর আহ্‌র" কিত্থেই কোয়্যেহ্ সিয়েন সুরুঙ্‌ঙ্যে দোলে বুঝি পাল্ল। গোলি গোলি পরেগৈ, উল্ল্যোহ্ তুলে, এক্কা ভ পেলেহ্ মাত্ত চায়। ম্যোধি– ইঁ হিঁ, ইঁ-হিঁ ছাড়া কনহ জ্যোব নেই। সিয়েনিহল্যোয় অনুমান গল্লেহ বুঝ্যো যায় কি পরিমান দাবী আদায় গুরিহ্ ফির্যেহ্‌র। সুরুঙ্‌ঙ্যে যে বেক্কানিহ্ অহ্‌জম গরি বারেহ্ দি দায় বাজরত যেয় ন পাল্ল আর উজু গরিহ্ ঘরত গেলঘৈ।

তা কেল্ল্যে, একরেত এক দিভোর সং মরা ধোক্ক্যেন পোরি ঘুম যেয় দিবুচ্ছে ডিলাহচ্চ্যে উদিল্যোহ। আদিক্ষ্যে গুরি মমত উধি পেনহ জেপ্‌ফুন বিজিরে চায়দ্যে টেঙাঘুন নেই। তা মোক্ক্যোরেহ্ পুঝ্যোর গল্লহ্ "পেনহ জেপ্‌েফ্যত্থুন টেঙাঘুন থোয় দোচ্চ্যোয় দ্যে?" তা মোক্ক্যো "কেল্ল্যে সুরুঙ্‌ঙ্যে নাহ্ বারেহ্‌ই দ্যেখি, কোয় টেঙা টুঙ্যো ধ নহ্ পেলুং।

ডিলাহ্‌চেচ্য - "আহধ কেল্ল্যে মেম্ভাচ্চ্যে ঘরত্তুন এত্থে সং পিঝেধি পেনহ জেপ্‌েফ্যাত্ এলাহক ! মুই ধ আরহ্ গুত্থ্যো চোরেয়্যোহ্‌ং! ইয়্যেহ্‌ন এত্থে এত্থে কুধু গেলাহক। নিচ্ছ্যোয় সুরুঙ্‌ঙ্যে বেবচ্‌থা গোচ্ছ্যে!" বঝর দ্বি-বঝর ধোরি বিশ্বকর্মা ডিলাহচ্চ্যে দোগানত চোল মাবে। ডিলাহচ্চ্যেলোয় গিরোবো-গাবুরেহ্ ভজান ঘোঞ্জি মোহঞ্জি ওহয়্যোন।

ডিলাহচ্চ্যে তা মোক্ক্যোরেহ্ কয়দ্যে, "যাধে বিশ্বকর্মারেহ্ ডাক্কোয়।"

তা কধা মজিম্ তা মোক্ক্যো বিশ্বকর্মারেহ্ ডাগি আনিল্যো ঘৈ। ডিলাহচ্চ্যে– "বিশ্ব এক্কান ধে ওহয়্যেধে ! কেল্ল্যে ভিল্যে সুরুঙ্‌ঙ্যে বারেহই দ্যোঘি– জেপ্‌ফোত পন্নরহ্ আহজার টেঙা এলাকত্থে সিগুন

ধে নেইদ্যে!"

বিশ্বকর্মা– "নেই মানুহচ্ টেঙা দেকখ্যে লুভ সামেহলে নপারে অহব আয়।"

ডিলাহচ্ছ্যে– "তুই এক কাম গর বিশ্ব, সুরুঙ্গেঙ্যে ইধু যা তারেহ্ কবেধে, ডিলাহচ্ছ্যে কোয়েহধে টেঙাঘুন ভিল্যে দিধ্যে।"

সুরুঙেঙ্যে ন্যো বজরহ্ত মঙ্গল সূত্র শুনিব্যেত্তেই বারান্ধান অঝার গরেত্তে, খাম কুবিব্যেত্তেই গাত্ কুর‍্যেহর। এ-ন্ অক্তত বিশ্বকর্মা এনেহই কলঘি, "ডিলাহচ্ছ্যে কোয়েহ্ধে টেঙাঘুন ভিল্যে দিধ্যে।

সুরুঙেঙ্যে– "কি টেঙা ?"

বিশ্বকর্মা– "আ তুই ভিল্যে কেল্ল্যে ভিলাহচ্ছ্যেরেহ ঘরত বারেহই দ্যোচ্ছি, তার ধ জেবত পন্নরহ্ আহজার টেঙা এলাহক। সিঘুন ধ নেই। তুই বারেহ্ই দ্যোচ্ছি, তুই নহলহলে কন্নাহ লভ।"

সুরুঙেঙ্যে এক্করেহ আজাচ্ছ্যে উগোল মাঝসান থাদর অহল। জেরেধি উহ্চ এনেহ্ই কলহ্, "ঘরত এয় ন পারের ক্যেয় চিৎপুরিনে বারেহ্ দ্যোংঘোই, কুত্থুন মুই লোধুং। মুই ধ নয়ো দেঘঙ"।

বিশ্বকর্মা– "অহ্নে ঘুবেনে বাজিব্যেদে ? বেক্কুন্যেহ্ ধ কবাক নেই মানুহ্চ টেঙা দেকখ্যোচ্ লুভ সামেহলে ন–অ পারচ্। তাল্ল্যোয় তালিহ্-মালিহ্ গুরিনেহ্ পাত্তে নয়, এক্কা চুবে-চাবে নিহগিলেয় দে।

সুরুঙেঙ্যে ম্যোধি কনহ্ কধা ন নিগিলিল্যোহ্ আর। বিশ্বকর্মা ফিরিল্যো। ডিলাহচ্ছ্যেরেহ্ কলঘি "নেই নেই সুরুঙেঙ্যে খাম ন খায়। টেঙাঘুন ন-অ দে। ডিলাহচ্ছ্যে "যেই সালেন" কোয় দ্বি-জনে যেয়, কনহ্ কধা নেই ধুম-ধাম ধুম-ধাম দি, সুরুঙেঙ্যে হধা কবার সময় ন-অ পায়, স-রহল। কারিহলোবার চেয়ে ক্যেয় তা মোক্ক্যোরেহয়্যোহ্ কয়েক্ক্যো দিলাহক, এলাকখ্যোয়। সুরুঙেঙ মোক্ক্যো কানি কানি তা নেক্ক্যোরেহ মাধাত পানিহ্ ঢালি দি দায় কনহমদে সান্দ গুরিহ্ মেস্তাচ্ছ্যে ইধু গেলহ।

মেস্তাচ্ছ্যে দিবুচ্ছ্যে ঘুম্যোখুন উধি বারান্দাত চেয়ারত বোয় আঘে। সুরুঙেঙ্যে মোক্ক্যো– "চাধে দা আমাহ্ তা আবরেহ্ ডিলাচ্ছ্যেল্যোয় বিশ্বকর্মা মাচ্ছ্যান্নেহ্ এক্করেহ্ স-রঅল গোচ্ছ্যোন। এ-এ-স-র অল বাদে ঘরত ফেলে এচ্ছ্যোংগে য়্যে। ডিলাহচ্ছ্যে টেঙাঘুন ভিল্যে কুধু আহরেয়্যে, ক-অন্ আমাহ্ তা আবরেহ্ তাগেদে। পোল্লে বিশ্বকর্মারেহ্ মাঘা দি পাধেয়্যে। দি ন-অ পারে ক্যেয় জেরেধি দ্যোজনে যেয় পন্নরহ্ আহজার টেঙার মারি এচ্ছ্যোন্দে। মরে বাজে ঠিক নেই।

শুনিনেয় মেস্তাচ্ছ্যে কয়দ্যে, "তা টেঙাখুন ধ আহরেব ভিলি মুই ম ইধু থোয় দ্যোং। আচ্ছো তুই ইক্কে ঘরত যা, সুরুঙেঙ্যেরেহ চাঘে, মুই এক্কান অটো আনহং হাজপাদালত নিদ্যোং মাহলেন।" "চাধে জীবনত চুরো নাঙে চু নকয়দ্যে মানুহচ্ছ্যোরে মাগানা মাগানা মাচ্ছ্যোন্দে।

আদামানত্ বার বার এহযান্ন্যে অহর। আদামান এহনেয়্যোহ্ বরবাদ যেয়্যেহ। কাররেহ্ কিয়েয় কোচ পাপি নেয়, বিচ্ছেচ যাযি নেয়, মানা-মানি নেয়। এন-কানুন ন মানি বাক কোচ্ছে বাজেভাক্, মারামারি গুরিভাক। কাম' নাঙে নেই, ধর্ম নাঙে নেই, লেঘা পড়া নাঙে নেই। সংসারানি চালাদন্দে মিল্যেগুন্যেহ্। বেড়ে বেড়ে মদ খেবাক, খারা হবাক, ইন্ধি ঘরত উন্দুরভ্যো উধের আর পরের। বুড়্যো যেধোক্যে, পো-সায়ো সেধোক্যে। মিল্যে প্যো-সা ঘুন নিত্ত্য মোবাইল ফোন্দোয় কধা কোয় কোয় এহনে এহনে ইক্ক্যোর পর ইক্ক্যো সমাজ রীদি সুদোম সিনিনেয় মনে মনজোকখা গরিহ বৌ উদ্যোদন্দোই। অদস', আমাহ জাতভেয় কদক কাবখুন কাব উগুরে উত্থোন্দোই। আমি তারাহরে লাঘত পানাহ ধ দূর‍্যো কধা, পিঝে পিঝেয়্যোহ্ যেয় ন পারির। আমাহথেই তারাহর‍্যোহ মু সদ'। তুমিহ ধ মেস্তার এক্কান বল আঘে। তুলিহ্ দ্যোনাহ আদামখুন এই কাজর জিনিচ্ছ্যোনি, ইয়্যেনিয়্যে আদামান ভুবেদের তলে ধি নে যার। তুমিহ ন পাল্লে সরগা'র বলাবলল। ইয়্যেনিহ্ গল্লে ধ দুঝ আহবার কধা নয়। মুই মেস্তার ওহদুং একথক্ চেলুভুন" কোয় কায় সুরুঙেঙ্যে মোক্ক্যো ঘর মোক্ক্যো গেল ঘৈ।

With Best Compliments from :

M/S J I B I K A

(Near Mistimukh)

Medicine Wholeseller

Dharmanagar (West Bazar), North Tripura

Proprietor : Prasenjit Chakraborti

[illegible]

বিঝু এবং জুম্ম ছাত্র সমাজের একাল-সেকাল

ধীর কুমার চাকমা

বিঝু উপলক্ষে কিছু লিখতে গিয়ে শুধুমাত্র বিঝুর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পিসিপির প্রতিষ্ঠার কথা দিয়েই লিখবো বলে ভাবছিলাম। বিশ বছর বয়সে একটি মানব শিশু একজন পূর্ণ বয়স্ক এবং পরিপক্ক মানুষে পরিণত হয়। এবিঝুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ(পিসিপি) হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাইশ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। পরিণত বয়সে একজন মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে; ঘর-সংসারের হাল ধরে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের আন্দোলনের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে পিসিপির নেতা ও নেতৃত্ব অধিকতর সুদৃঢ় অবস্থানে যাবার গুরত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে চলেছে এই বিঝুতে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের বাকী পথ ক্লান্তি হীন অভিযাত্রায় তাকে পাড়ি দিতে হবে।

ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে । এক এক করে আজ চৌদ্দটি বিঝু অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু অদ্যাবধি কোন বিঝুই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের জন্য সুখকর হয়নি। সেই ১৯৯২সালের ১০ এপ্রিল বিঝু দিনে লোগাং-এ সেটলার কর্তৃক সংঘটিত লোগাং গণহত্যায় অনেক জুম্ম-রক্তের বন্যায় সে বছরের বিঝু ভেসে গিয়েছিল। সেই থেকে শুরু করে বিঝু ভীতি জুম্ম মনে বাসা বেঁধেছে। বিঝুর আগে-পরে যেন এক একটা গণহত্যা জুম্মদের জন্য অপেক্ষমান থাকে। বিঝুর সেই বিভিষিকাময় হত্যাকান্ডের ভীতি এখনো কাটেনি। এবছরের বিঝুর আমেজ না কাটতেই ১৪এপ্রিল, ২০১১ বাংলা নববর্ষের দিনে যখন রামগড়ের আদিবাসী জুম্মগ্রামে সাংগ্রাইং আয়োজন চলছিল ঠিক সেই সময়ে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলাধীন রাইমা পাড়া ও শনখলা পাড়ায় সেটলার বাঙালীরা নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে জুম্মদের জায়গা বেদখল করার প্রচেষ্টা চালায়। প্রশাসনের কাছে প্রতিবিধান চেয়ে জুম্মরা যোগাযোগ করেও কোনরূপ সহযোগীতা না পাওয়ায় জুম্মরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। তাতে করে ঘটনাস্থলে ১০ জন জুম্ম আহত হয় এবং অপর ২জন নিহত হয়েছে।

অনুরূপভাবে ২০১০ সালে বিঝুর আগে ১৭ ফেব্রুয়ারী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলায় বাঘাইহাট নামক স্থানে এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে মহাজন পাড়ায় জুম্ম বসতিতে সেটলার কর্তৃক অগ্নি সংযোগ করা হয় যার প্রতিক্রিয়ায় ঐ অঞ্চলে ২০১০ সালের বিঝু হয়েছিল নিস্প্রাণ নিস্তেজ। এভাবে ক্রমে বিঝু একেবারে জুম্মদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। হয়তো একসময় আদিবাসী জুম্ম শিশুরা বিঝু নামটাও ভুলে যাবে।

একদিকে জুম্মদের ঐতিহ্যবাহী বিঝু দিনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অপরদিকে প্রশাসনের পূর্ণ সহযোগীতায় বাঙলা নববর্ষ পালন এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের সংস্কৃতি, জাতীয় অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। এই সব ষড়যন্ত্র রোধ করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল। যা শান্তি চুক্তি নামে সমধিক পরিচিত। এই পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত এই সব নির্যাতনের অবসান আশাতীত। তাই এই বিঝুতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন দাবীতে বিঝু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা সরবে জোরালো বক্তব্য রাখলেন।

দেশ ও জাতি গঠনে যেকোন দেশের ছাত্র সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। একটি জাতির ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ঐতিহ্য যখন বিপন্ন হবার পথে তখন কোন জাতির ছাত্র সমাজ নীরবে বসে থাকতে পারেনা। তখন ছাত্র সমাজকে সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী আর ১৯৭০ এর ২৬ মার্চ এই দু'টি রক্তক্ষয়ী আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ছাত্র সমাজের মহান আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আন্দোলনের ডাক দেওয়া আর বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পৃক্তি ঘটিয়েছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থানের বাংলার ছাত্র সমাজ। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলার মুক্তিকামী জনগণকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বেলায়ও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। এই ঐতিহাসিক শিক্ষাকে ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ষাট দশকের জুম্ম ছাত্র সমাজ জীবন যৌবন জলাঞ্জলী দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের জন্য নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দাবী করা হয়েছিল। তা পূরণ হয়নি বটে; কিন্তু ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে তিন পার্বত্য জেলাপরিষদ আইন সংশোধনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছিল। অবশিষ্ট বিষয়গুলি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিপূরণ হবার কথা থাকলেও এবিষয়ে সরকার কথা রাখেনি। তাই চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে আদিবাসী জুম্ম জনগণের চরম উৎকণ্ঠার অবসান হয়নি। ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন, আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি তথা ভূমি অধিকার নিশ্চিৎ না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন থেমে

থাকতে পারেনা। এই বিঝুতে সে বক্তব্যই জোড়ালোভাবে উঠে এসেছিল।

যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তিকামী আদিবাসী জুম্ম জনগণ প্রতারিত হতে পারেনা। তাই পার্বত্য চুক্তির আলোকে এছরের বিঝু র‌্যালির ব্যানারে মূল প্রতিপাদ্য ছিল "আমরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে নয়, আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি চায়", "পার্বত্য ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করতে হবে" "অবিলম্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্বায়ন করতে হবে।" ইত্যাদি ব্যানারে বর্ণাঢ্য "বিঝু র‌্যালী" আয়োজন করা হয়েছিল।

আজ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন সংগ্রামের এক যুগাধিককালে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ "জুম" নামক বিঝু সংকলন প্রকাশ দেরীতে হলেও নিঃসন্দেহে পাঠকদের অনুপ্রাণীত করবে। এই বিঝুর পরেই ২০ মে, ২০১১ পিসিপির ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস। একুশটি বছর আগে ১৯৮৯ সালের ২০ মে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অশান্ত করে ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য সেটলার বাঙালীকে লেলিয়ে দিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদুতে আদিবাসী জুম্ম গণহত্যা সংঘটিত করেছিল। তারই প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) গঠন ও অগ্রযাত্রা সুচিত হয়েছিল। পিসিপির জোরালো আন্দোলন নিঃসন্দেহে তখন পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল।

অতীতে দেশ বিভক্তির সময় পঞ্চাশ দশকের জুম্ম ছাত্র সমাজ সুসংগঠিতভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দানে ব্যর্থ হয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল। ষাট দশকের জুম্ম ছাত্র সমাজ নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনের সুযোগ না পেয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনা করেছিল। আর বিংশ শতাব্দীর জুম্ম ছাত্র সমাজ তথা পিসিপি ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংগ্রাম ত্বরান্বিত করবে সেটাই "জুম" নামক বিঝু সংকলনের অঙ্গীকার হওয়া উচিৎ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ব চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন সূচিত হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে ১৪ আগষ্ট পাকিস্থান এবং ১৫ আগষ্ট হিন্দুস্থানের জন্ম হয়। দেশ বিভক্তির পর ভারতবর্ষে দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও সব ক্ষেত্রে সমানভাবে দেশ দু'টির বিকাশ ঘটেনি। পাকিস্থানে উগ্র ইসলামিক মৌলবাদী শাসন আর ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পাক ভারত উপমহাদেশের রাজনীতিতে মিশ্র প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শুরুতেই উগ্র ধর্মান্ধ, জাত্যাভিমানী এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন পাকিস্থানের ইসলামিক শাসক গোষ্ঠীর প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ ক্রমশই সন্দিহান হয়ে উঠে। যেহেতু উগ্র ধর্মান্ধ ইসলামিক শাসন ও সৎমাসূলভ আচরণ ব্যতিত পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ পাকিস্থান সরকার থেকে কোন কিছুই পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা হচ্ছে বৌদ্ব ধর্ম ও সনাতনী ভাবধারার বিশ্বাসী। রামায়ণ মহাভারত ছিল বয়স্কদের একান্ত পাঠ্য কাব্য। আর ঐতিহ্যগতভাবে ছোটরা বড়দের কথায় উঠাবসা করে। জুম্মরা বৌদ্বধর্মের পাশাপাশি প্রকৃতি পূজাও করে থাকে। সেই সুবাদে ব্রিটিশ ভারতের কম পক্ষে দু'শ বছরের পুরোণো সংস্কৃতির সাথে আদিবাসী জুম্মদের সংস্কৃতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ছোট হোক বড় হোক যেকোন জাতির বিকাশের জন্য অনুকুল পরিবেশ একান্ত অপিহার্য; সেটা ধর্মের ক্ষেত্রে হোক কিংবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হোক। পাকিস্থান শাসনামলে সে অনুকুল পরিবেশ আদিবাসী জুম্ম জনগণ পায়নি। একারণে তখনকার আদিবাসী জুম্ম ছাত্র সমাজ জুম্মদের নিরাপদ জীবন-যাপনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ডোমিনিয়নে অর্ন্তভূক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

দেশ দুটির সীমানা নির্ধারণের সময় বেঙ্গল বাউন্ডারী এওয়ার্ড কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার রেডক্লিফ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের দাবী উপেক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্থানের মানচিত্রে অন্তর্ভূক্ত করে দেয়। পাকিস্থান সরকার আন্দোলনরত জুম্ম ছাত্রদের বিরুদ্বে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ তোলে। এভাবে পাক শাসক গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ক্রমশই রাজনৈতিক সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়। ফলে তখনকার জুম্ম ছাত্র নেতা স্নেহ কুমার চাকমা, ঘণশ্যাম দেওয়ান, কালিকা প্রসাদ চাকমা প্রমুখ শিক্ষিত তরুণরা তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা পূর্ব পাকিস্থান ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কালের প্রবাহে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্থানে অন্তভর্তূক্তির পর উগ্র ধর্মান্ধ ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের থাবায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তারি সাথে বিপন্ন হয় আদিবাসী জুম্মদের জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ স্বীয় আস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। গড়ে তুলতে বাধ্য হলেন প্রতিরোধ সংগ্রাম। কিন্তু সে সংগ্রাম কোনদিন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে বিবেচিত হয়নি। তাই এই সংগ্রাম ঘরে-বাইরে সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

বলা হয়ে থাকে "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।" কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ না হলে উগ্র ধর্মান্ধ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সেটা আশা করা যায়না। তখন রাষ্ট্র শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছা মাফিক চালিত হয়। আর সমগ্র রাষ্ট্রে জুম্মদের মতো জাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা হন সকল প্রকার নিপীড়িন নির্যাতনের শিকার। তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত্ব হচ্ছে প্রতি বছর জুম্মরা যাতে বিঝু উযাপন না করতে পারে তার জন্য সন্ত্রাসী কায়দায় জুম্ম হত্যাকান্ড সংঘটিত করা। দেশ বিভক্তির পরও ভারতে বসবাসকারী সকল ধর্মের মানুষ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নির্দ্বিদ্বিধায় স্ব স্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা করতে পারে। কিন্তু তখন পূর্ব পাকিস্থানে তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটা হয়নি। মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ ছাড়া হিন্দু কিংবা বৌদ্ব মন্দির অথবা গীর্জা নির্মাণে কোনরূপ রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতার দৃষ্টান্ত মিলেনি। ঔপনিবেশিক শাসনের স্থলে গণতান্ত্রিক শাসন

কাঠামো গড়ার জন্য ১৯৪৮ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবস ঘোষণা করা হয়। ভারতে এই দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত হয়ে থাকে। দেশ বিভাগপূর্ব ব্রিটিশ ভারতে অনেক ছোট-বড় রাজা-মহারাজার অস্তিত্ব ছিল। স্বাধীন ভারতের তখনকার উপপ্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লবভাই পেটেলের তত্ত্বাবধানে সেই সব স্বাধীন রাজা ও রাজ্যসমূহকে নবগঠিত ভারত সরকার সমঝোতায় নিয়ে আসে। ফলে কোন কোন রাজ্যকে ভারতের অঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দেয়া হয় এবং সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো গড়ে উঠে। রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটানো হলেও সেখানে প্রত্যেক জাতির স্বস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয়নি। রাজাদের পদমর্যাদার উপর আঘাত করা হয়নি। তাই সদ্য স্বাধীন ভারত গঠনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এগিয়ে এসেছিল। স্বাধীন রাজার বিলুপ্তি ঘটলেও সেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে থাকে। বর্তমানে সেখানে স্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথা বিঝুর মতো ঐতিহ্যবাহী সামাজিক অনুষ্ঠানে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে।

ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো গড়ে উঠার এক দশক পর ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ূব খানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্থানে প্রথম বুনিয়াদি গণতন্ত্রের আওতায় তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার পরিষদ (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জনসংখ্যার হার ছিল ৯৮% শতাংশ। নির্বাচনে কোনরূপ বিশৃঙ্খলার কথা ভাবা অবান্তর। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ছিল কল্পনাতীত। যেনতেন প্রকারেন নির্বাচিত হবার ভাবমানস প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায়নি। নির্বাচন প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে তার প্রতিক্রিয়া তেমন কিছু ছিলনা। তবে নির্বাচনোত্তরকালে নির্বাচিত জনপ্রতিধি (ইউপি মেম্বার/চেয়ারম্যান) হিসেবে কাজের শুরুতে সামন্ত নেতৃত্ব আর বুনিয়াদি গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। নারী-পুরুষ সংক্রান্ত সমস্যা, সম্পত্তি ও অন্যান্য সামাজিক বিচার-আচার সম্পাদনার ক্ষেত্রে জুম্মরা বিভ্রান্তির শিকার হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত মুরুব্বিরা যে সমস্ত বিচার আচার চিরাচরিত নিয়মে সাব্যস্ত করে দিতেন সেটা ছিল অবৈজ্ঞানিক সামন্ততান্ত্রিক যা জুম্ম জনগণের জন্য ছিল খুব কষ্টকর। ইউপি নির্বাচনের পর সে সব সমস্যার অপেক্ষাকৃত সহজ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে সমাধান চেয়ে আদিবাসী জুম্মজনগণ সরাসরি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হতেন। তাতে করে সামন্ত নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। কালক্রমে একদিকে সামন্ত বাদী শাসন পদ্ধতি অন্যদিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মিশ্র শাসন ব্যবস্থা দেখা দিতে থাকে। এঅবস্থায় জুম্ম সমাজে তথা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সামন্ততান্ত্রিক শাসন কাঠামো দূর্বল হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

১৯৫৯ সালের ইউপি নির্বাচনের পর ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে আদিবাসী জুম্মরা উদ্বাস্তু হয়। ফলে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ঠিক সময়ে হয়নি। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অভ্যুদয় ঘটে। নতুন যুগের সূচনা হয়। সেযুগে আদিবাসী জুম্মজনগণের উপর উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী হামলার নগ্নরূপ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। কেনেডিয়ান প্রকৌশলী দ্বারা কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ জেরদার হয়। যা হচ্ছে একটি জাতিকে ধ্বংস করতে গেলে সে জাতির অর্থনৈতিক মেরুদন্ড, শিক্ষার মেরুদন্ড কীভাবে ভেঙ্গে দিতে হয় তার একটা প্রকৃষ্ট নমুনা। সে কাজ করতে গিয়ে পাকিস্থান শাসক গোষ্ঠীর জন্য এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ছিল একান্ত জরুরী। ষাট সালে এই কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প লক্ষাধিক জুম্মকে উদ্বাস্তু আর ৫৪,০০০ একর প্রথম শ্রেণীর জমি জলমগ্ন করে দিয়েছে। এসব কিছুই হচ্ছে ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্থান শাসক গোষ্ঠীর আদিবাসী জুম্মদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রের অংশ। এর পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের ধ্বংসের নিত্য নূতন কৌশল যোগ হয়। এই সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে আদিবাসী জুম্ম জনগণকে রক্ষা করার জন্য চট্টগ্রাম কলেজের একুশ বছর বয়স্ক ছাত্রনেতা এমএন লারমা জুম্ম ছাত্র জনতাকে ডাক দিলেন। ষাট দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতি গঠিত হলো। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতা কর্মীরা চলে গেলেন গ্রামে।

১৯৫৯ সালে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচন আর ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে উল্লেখযোগ্য সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে এমএন লারমা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে গর্জনের চাঁদি (ব্রিটিশ আমলে জুম্মদের ব্যবহৃত মাটির প্রদীপ) প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিপুল ভোটে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে পরাজিত করে জয়যুক্ত হযেছিলেন। এই জয়ের ভিত্তিতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি জুম্ম জনগণ আকুন্ঠ সমর্থন দিলেন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তখনকার পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। মঞ্জুবাবু (এম এন লারমা) আর কলেজের ছাত্র মানেই জুম্ম জনগণের আশা ভরসার স্থল হিসেবে জুম্মদের হৃদয়ে গ্রথিত হয়েছিল।

৭০ সালের নির্বচনের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রমের উপর পাক-গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে তৃতীয়বারের মতো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তখনো স্বাভাবিক হয়নি। আন্তর্জাতিক সীমান্ত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল আরো বেশী

নাজুক। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী গঠন একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। পার্টি কার্যক্রম জোরদার করার সাথে সাথে গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পার্টি প্রণীত গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিকভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থাও আধুনিকরণ কারার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে গ্রামপঞ্চায়েতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়। এসবই সম্পন্ন করেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাক-সেনার কারণে আত্মগোপনকারী "পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতির" নেতা-কর্মীরা। পার্বত্য চট্টগামের গ্রামাঞ্চলে "কলেজের ছাত্র" মানেই তখনকার সময়ে একটা কিছু। সেখানে তার অর্থ হচ্ছে জুম্ম জনগণের জন্য একমাত্র লড়াকু সৈনিক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতার আলোকে ইহা প্রতীয়মান যে, যেকোন দেশের সংবিধান আইন ইত্যাদি জনগণের কাছে পৌঁছাতে শিক্ষা অপরিহার্য। আর প্রয়োজন রাজনৈতিক দলের পতাকাতলে রাজনৈতিকভাবে সুসজ্জিত তরুণ ছাত্র সমাজ। একমাত্র তারাই পারে জনগণকে রাজনৈতিক সচেতন করে গড়ে তুলতে। তাই ছাত্র নেতা এমএন লারমা এবং তার সহযোগী ছাত্র নেতা-কর্মীদেরকে গ্রামে গিয়ে কাজ করতে হয়েছিল। এভাবেই ছাত্র নেতা থেকে শিক্ষক, শিক্ষক থেকে ব্যারিষ্টার ও বিপ্লবী, শেষাবধি জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার অগ্রদূত হয়েছিলেন। তিনিই হচ্ছেন জুম্ম ছাত্র সমাজের আদর্শস্থানীয় মডেল। বস্তুকে ইচ্ছামতো করে পরিবর্তন করা যায়না। সমাজকেও জোর করে তড়িঘড়ি করে পরিবর্তন করা যায়না। পরিবর্তন একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়াগত বিষয়। সমাজের মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে একটা সমাজ বিপ্লব সাধন। এ কাজ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করাতে হয়। তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গিয়ে এমএন লারমা এবং তার যোগ্যতম উত্তরসূরী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমার ছাত্র জীবন, দর্শন ও সংগ্রামকে আজকের পিসিপির ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিৎ। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে যে, শাসক গোষ্ঠী যখন যে ভাষায় কথা বলে শাসিত মুক্তকামী ছাত্র সমাজকে তখন সেভাষায় জবাব দেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতির সংগঠনকে তারা সেভাবে নমনীয়তার সহিত আন্দোলনে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল। তাই ......সালের ১০এপ্রিল লোগাং গণহত্যার মতো ঘটনায় এআন্দোলন থেমে থাকেনি।

শুধু মাত্র আগ্রহ ও উদ্যোগ আন্দোলন পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার জন্য প্রগতিশীল আদর্শিক নেতৃত্ব একটি সংগঠনের সাথে অবশ্যই যুক্ত হতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপির) ভূমিকা ছিল বাংলাদেশ সরকার ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে চলমান সংলাপকে সফল পরিনতির দিকে নিয়ে যাওয়া। ৭০ দশকের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতির ভূমিকা ছিল আদিবাসী জুম্ম জনগনকে সশস্ত্র সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। বিগত দুদশকাধিক কালের সশস্ত্র সংগ্রামে পোড় খাওয়া আদিবাসী জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে পিসিপি জুম্মজনগণকে দেয়া অঙ্গীকার পূরণে ভূমিকা রাখবে সেটাই হওয়া উচিৎ পিসিপির এবছরের বিঝুর অঙ্গীকার। জুম্মরা নিজ যায়গায় নিরাপদে ঘুমোতে পারবে, নিজ জমিতে খুশীমতো ফসল ফলাতে পারবে; বিঝু ফুল ঠিকমতো ফুটবে, বিঝু পাখী প্রাণভরে ডাকবে, কোকিল কুহুটানে বসন্তের আগমন বার্তা দেবে আর জুম্মদের ঘরে ঘরে বইবে আনন্দের জোয়ার তখনই একালের জুম্ম ছাত্র সমাজ হবে জুম্ম জনতা তথা বিশ্বের মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু।

With Best Compliments from :

Ph : 9436137532 (M)
03822-262306 (R)

M/S PRATIKSHA

Stone Chips Supplier (Govt. & Private)

Both Hand broken and Crasher broken Stone Chips are available here.

Shanicharra, North Tripura.

Propprietor : Pranay Bhattacharjee (Piyal)

Rādhamohn-Dhanpdi Pālha & Chādigang Chāra Pālha (Ballad): An Analysis With Special Reference to Bijoygiri's capital Champaknagar, His Period and Religion

Jyotir Moy Chakma

Introduction to Chakma Ballads: The ballad called Gengkulee Gheet are sung by the balladsingers called Gengkullya who are trained and specialized in this field by their gurus (teachers). The art of singing of these ballads can be obtained by two sources-1)Mānei Sikkya (trained by a learnt singer) and 2) Deva Sikkya (trained in dreams by spirits). The Gengkullya hold a very respectable position in the Chakma Society. He does not singing anywhere and at any moment except with special invitation called Fang and with a simple ritual . There are mainly 8 Pālhās (Parts) and 5 sub-Pālhās narrating different accounts of the Chakmas. They are -Sritti Pattam Pālhā having a sub-Pālhā known as Lokhi Pālhā, Swarga Pālhā, Sādeng Giri Pālhā, Kuki Dhava Pālhā, Kāmeshdhan-Narpudi Pālhā, Lorbo-Miduhungi Pālhā, Chādigāng Chārā Palha, Rādhamohn-Dhanpudi Pālhā having four sub-Pālhās known as Geela pārā Pālhā, Phul Pārā Palha, Radhangshā Pārā Pālhā and Ranyaberā Pālhā.

These Pālhās not only entertain the audience but also provide information on Chakma life viz. political, socio-cultural, economic and religious aspects. Usually, the Gengkully sings playing with a violin and at the end forecast through calculation known as Ganānā, the good or evil future of the person who arrange the programme if he so desire to know. It is said that a Gengkullya can sing these Pālhās for 7 days and 7 nights at a stretched or without any break.

Rādhāmohn-Dhanpudi Pālhā and Chādigāng Chārā Pālhā: The Rādhāmohn-Dhanpudi Pālhā has been divided into two parts. The first part narrates the love story of Rādhāmohn, the hero with his beloved Dhanpudi and the second part very briefly narrates the expedition of Bijoygiri to southern kingdoms. On the other hand, Chādigāng Chārā Pālhā narrates the expedition of Bijoygiri and after mate. Thus, the former mainly deals with the socio-cultural life of the Chakmas with little emphasis on political life and the later deals with the political life with little emphasis on socio-cultural life.

It is not possible to ascertain the exact period of composition of these Pālhās. However, it is certain that these Pālhās were initially composed after the Roang (Arakan) expedition by King Bijoygiri from Champaknagar. The main theme of the story in both the Pālhās goes like this very briefly-``King Samargiri (Chādigāng Chārā Pālhā) or Sāngbuddha (Rādhāmohn-Dhanpudi Pālhā) who ruled the Chakmas with its capital at Champaknagar had two sons-Bijoygiri and Udaigiri. However, the Maghs meted out atrocities on the Chakmas and the Tripuris by killing, looting, raping and extortoin. Therefore, prince Bijoygiri decided to launch expedition under an able general Rādhāmohn against the Magh with the help of Tripuris. He led expedition from Champaknagar and annexed the territories of the Magh, Kuki, Akshā, Kalenda, Angarkul, Kanchan and Roang. Thereafter, Bijoygiri decided to return to Champaknagar but on the way when he reached Chādigāng (Chittagong) news reached him that his younger brother Udaigiri usurped the throne after the death of his father. Hence, Bijoygiri decided not to return home and settled at Sapreikul of the annexed territory".

Now diverse opinions put forward by different writers regarding the location of this Champaknagar, the period of Bijoygiri and the religion he professed and with this context, this paper will try to answer of all the problems with the help of these two Pālhās.

Champaknagar: Scholars have disagreement

with each other on the location of Champaknagar. King Bijoygiri, who ruled Kālābāgā identified as Srihatta region with its capital at Champaknagar-II from where he led expedition against the Maghs. According to Bankim Chandra Chakma, Bijoygiri led expedition from Champaknagar-II situated on the bank of Damodhar River in Orissa. A tributary of Irrawadi River Known as Champa and on its bank a city existed called Champak where the Chak or Tsak or Chakma People dwelled. Biraj Mohan Dewan and Supriya Talukder located Champaknagar at the foothills of Himalaya probably at Baghalpur in Bihar. According to Chitta Kishor Larma, prince Bijoygiri led Roang expedition from Champaknagar situated on the bank of a tributary of Meghna River. According to Supriya Talukder, "Probably the Chakma ancestor Bijoygiri entered Burma from Champaknagar of Syam". There are also Champaknagars identified in different parts of India viz. Tripura, Assam, Bihar and Orissa and in Burma, Cambodia, Thailand, Malaysia, China, Bangladesh, etc. and Bijoygiri set out for his campaign from one of these Champaknagars. Thus, many Champaknagars were suggested by different writers in different places. Though the exact location is not known yet. It is probable to locate the region on the basis of the evidence available in both the Pālhās. Here is an excerpt of Rādhāmohn-Dhanpudi Pālhā:

Megnā Gānga Pugedi
Pubongtuli Taledi
Ela Dhanpādā ādāmān
Bānā Degā Jāi Dolgori
Deva Kula swargasān
Kātya Sudo Ba Gori
Jādi Puja Sa Gori
Ghare Elakke Se ādāmānat saikuri

(Transalation: On the East of Meghna River and below Pubongtuli Hill, there exists the Dhanpādā Village consisting of 120 families (Saikuri).

The above excerpt clearly indicated the Meghna River (now in Bangladesh) and on its east, the Dhanpādā village existed from where Radhamohn, the commander of expeditionary forces of Bijoygiri was hailing. Further, the journey between Dhanpādā and Champaknagar takes hardly one or two days as it evidence from the same Pālhā as follows:

Kābor Kini Ganattun
Hākkya Lāmei Charāttun
Bhudibokshā Bāni Binadhane
Raonā Dilo Gharattun
Agan Nattua sās Gharat
Shana Siāni Bāsh Gharat
Tār Kellya Binadhane Lungya Goi
Bijoygiri Rājā Rāj Gharat

(Translation: Binadhan packed his belonging, started his journey and reached the palace of Bijoygiri on the next day).

Here Binadhan is a cousin of Rādhamohn hailing from the same village Dhanpādā. He went to Bijoygiri to report the atrocities of the Magh meted out on the Chakmas and the Tibiras (Tripuri). Further, there is another important evidence contained in Chādigāng Chārā Pālhā as follows :

Bhāda Loge Doi Khelung
Dogin Lāreiot Mui Jedung
Pādālattun Ka āde
Gonakkya Gonānde
Jidi Pāttong Nai Chādigāng Mui Bāde.

(Translation: In the southern expedition, I must have to go and without me it it not possible to win over Chadigang).

The main theme of the extract is that when asked about the Bijoygiri's order (Porbana) brought by Sudaram Tibussya, Radhamohn explained to his beloved Dhanpudi that he, along with other young men in the village have to join in the Army in the Southern Expedition (Dogin Larei) against the Mogh. He also told his beloved that without him, it is not possible to win over Chadigang. Here two important evidences clearly indicated-Southern Expedition and Chadigang. This means that Chadigang (Chittagong or Chattagram) lies in the south of Champaknagar. Besides, it is also mentioned in these ballads that Bijoygiri expeditionary forces reached Chadigang after marching 6 days and 6 nights from Champaknagar. Thus, the distance between Chadigang and Champaknagar was not too far and within this short period, it is certainly not possible to reach Chattagram from Nortern Burma, Thailand, Cambodia and even Bihar as opined by different writers. Therefore, from the above facts, it can be assumed that Champaknagar existed somewhere in the present Tripura-Assam-Srihatta-Comilla region more probably in the Comilla and Tripura region from where Bijoygiri led expedition against the Magh.

Period of Bijoygiri Reign: There are also many views on the period of Bijoygiri reign. He led Arakan expeditionin 590 AD; according to Jeevansar Bikkhu and Bankim Chandra Chakma, Bijoygiri led expedition in 595 AD; to Suprasanna Banarjee, Bijoygiri annexed Arakan after defeating Maghs in 994-95 AD; Supriya Talukder assigned during 7th century AD and according Pannalal Majumdar, Bijoygiri regned from 615-645 AD. There are other scholars who opined that Bijoygiri led expedition around 1192 AD and Lalsangliana ascribed to 1600AD.

Truly, it is very difficult to reconstructs the period of Bijoygiri as these ballads never mentioned any dates. However, it is interesting to note that a person namely Suleiman Badshash appears in the Rādhāmohn-Dhanpudi Pālhā from whom the Magh Raja and the Kuki Raja sought help against the Chakmas. Here is the excerpt:

Tāppua Bāni Pāgossya
Kini Annyong Kāpassya
Ki Bujo Bāp Bheilok
Suleiman Bādshāh idu
Jhei Tāttun Māgioi sāhājya
Sigon Chorā Tekkune
Suleimān Bādshāh idu Jhebār
Rāji Alāk bekkune
Chara Iji Ijane
Dulu Bāja Bijane
Kugi Rājāloi Magh Rājā
Suleiman Bādshāh idu
Gelāk dijane.

(Translation: What is your opinion, if we approach Suleiman Badshah for help? All of them were agreed to the idea and thereby the Kugi Raja and the Magh Raja went to Suleiman Badshah).

The main theme of the story goes like this - ``The Kugi (Kuki) Raja and the Magh Raja held a Darbar after the defeat at the hands of the Chakmas. They are discussing how to overcome the crisis and to defeat the Chakmas. One of them proposed to approach Suleiman Badshah for help. The idea was accepted and thereafter the Kugi (Kuki) Raja and the Magh Raja went to Suleiman and sought help from him. Suleiman readily agreed to help them against the Chakmas". Now the question arises who is this Suleiman ? Suleiman was a Persian trader who imported cowries (Hori in Chakma) from Maldives to Bengal and other adjacent areas in around 850 A.D. Thus, from the above facts, the reign of Bijoygiri can be assigned to 9th century A.D.

Religion: Scholars are also differing regarding the religious creed of the Chakma during Bijoygiri period. Some say that they were Buddhist before entering Chittagong and Arakan and other say that they were Hindu and Buddhist has adopted from the natives after entering into Chittagong and Arakan.There are also two contrasting evidences contained in the ballads and one excerpt from the Radhamohn-Dhanpdi Palha as follows:

Sājer Gāburje Ba Kādhi
Sidugor Mānussum Ajādi
Sumo Kābi Pāni Khei
Tārār Hārattun Poidya Nei
Dude Khādi sijedong
poidya Bārāt Gori āmi
sidu Beredong.

(Translation: The people in the annexed territories are Ajadi (uncivilized) and they do not wear Poidya (a sacred thread). We cooked food with milk and we roam wearing the sacred thread).

From the above excerpt, it can be assumed that the Chakmas were hindus when they were entering Arakan as the sacred thread suggests. Some believe that the sacred thread worn by the Chakmas is a symbol of their claim of Kshatriya origin. However, the Kshatriyas do not wear sacred thread and it is only the Brahmanas, the highest cast in the Hindu social ladder does.Hence, it may be the fact that Brahmanism was the creed of the Chakmas before entering Arkan.

There is another contrasting excerpt referred by Jeevanasar Bikkhu and Bankim Chandra Chakma from the ballads as fllows:

Raja Bijoygiri Somāre
Anya Dharma sāstra āgare

(Translation: Bijoygiri brought with him religious scripture (Dharma sastra) known as Akar or Agar).

Bijoy Giri somāre
Anya Tārā Agare,
Māni labang egemeh
Solibang sagale su-dine.

(Translation: Bijoygiri brought with him the Agartārā, let us accept and live together happily).

The above lines said that during the Arakan expedition, king Bijoygiri was accompainied by four learned men (pandit) and seven mahayani monks (Thar) who brought the Agartārā along with them. Thus, two contrasting evidences regarding the religious creed of the Chakmas contained in the ballads. But the Rādhāmohn-Dhanpudi Pālhā and the Chādigāng Chāra Pālhā I possessed do not contain any such information as referred by Jeevanasar Bikkhu and Bankim Chandra Chakma. Probably, it may be the fact that the information narrated by the ballad singers differs from one to another. Therefore, if the excerpt referred by Jeevanasar Bikkhu and Bankim Chandra Chakma is really exist in the ballad then there is no doubt that the Chakmas were Buddhist before entering Chittagong and Arakan and if the information do not exist then the Chakmas must be professing Hinduism. Further recording, collection and analysis of the ballads may solve the problem.

Conclusion: The Chakma have a very rich oral tradition which has been transmitting from generation to generation since long past. One notable of such oral tradition among the Chakmas is the Gengkulee Gheet which not only entertains the audience but also provides valuable information on the life of the Chakmas in the past. Though it never mentioned any date yet it supplies lots of information which are very useful for reconstruction of the Chakma history. It is to note that the information narrated by the singers of the same Pālha differ from each other on certain points as it is totally oral narrated from memory. The Radhamohn-Dhanpudi Pālha and the Chādigāng Chārā Pālhā are the most popular among all the Pālhās. However it is heartening to note that this Gengkulee tradition is loosing its gtround very fast due to modernization and it will completely wane off from the Chakma society within a generation or two.

Jyotir Moy Chakma, Assist. Professor, Kamala Nagar College. jmchakma@rediffmail.com

Note & References

1. Ananda Mohan Chakma, Chakma Jādar Bijak (Kagrachari: Chengi Press, 1996), p-9; C.R Chakma, Chakma in Ages (Ancient period) (Calcutta: Pustak Bipani, 1987), p-44; Jeevansar Bikkhu, Surjyobangsa O Chakma Raj Bijak (Dhaka: Rafi Printers, 2007), pp-44-45; Madhav Chandra Chakma, Rajnama (Agartala: Tribal Research Institute, 1940 & reprinted in 1997), p-28.

2. Bankim Chandra Chakma, Chakma Jati O Samasamaik Itihas (Chittagong: Gazi Computers,1996), p-14

3. Dr. Dulal Choudhury, Chakma Probad (Calcutta: Pustak Bipani, 1980), p-2.

4. Biraj Mohan Dewan, Chakma Jatir Itibritta, (Rangamati: Sibali Art Press, 1969), p-82; Supriya Talukder, Champaknagar Sandhane Bibartaner Dharai Chakma Jati, (Rangamati: Tribal Cultural Institute, 1999), p-62.

5. Chitta Kisor Larma, Chakma Jati O Jeevan Smriti (Calcutta: Compact Laser Graphic, 1999), p-28.

6 Supriya Talukder, Chakma Sanskritir Adirup. Surendralal Tripura & Shanti Moy Chakma (Editors), Girinirjar.(Rangamati: Tribal Cultural Institute, 1987), p-15.

7. Biraj Mohan Dewan, Op.cit, p-76. punyadhan Chakma, op.cit,p-17.

8. Jeevansar Bikkhu,op.cit,p-44.Bankim Chandra Chakma.Chakma samaj O Sanskriti. (Rangamati : Tribal Cultural Institute, 1998), p-14.

9. Suprasanna Banarjee, Chakma, Department of Education, Government of Tripura, Agartala, 1975, p-2. Dr. Dulal Choudhury,op.cit,p-5.

10. Supriya Talukder. Op. cit, p-62.

11. Pannalal Majumdar, The Chakmas of Tripura (Agartala: Tribal Research Institute, 1997), p-40.

12. Sumanapal Bhikkhu, Prachin Sakyaajati O Tader Paraborti Bangsa Dharagan, Swaranika (Agartala: Coxton Printers, 2008), p-13.

13. T. Lalsangliana, The Chakmas in Mizoram (1900-1972), an unpublished Thesis, submitted to Dept. of History, Manipur Univercity 2007, p-34.

14. S.K. Bose, Samatata Region, Harikelo Coins and Trading Activities, Jahar Acharjee (ed.). History-Culture & Coinage of Samatata & Harikela, Vol-I (Agartala: Raj-Kusum Prakashani, 2006), p-49.

15. Jeevansar Bikkhu, op.cit, p-75.

16. Bankim chandra Chakma,op.cit, p-20.,

17. Agartara is the oldest Buddhist literature of the Chakmas written in Chakma script in distorted from of pali, It was originally written on palm leaves and later transferred to paper. There are 28 Taras (Suttas) and all these Taras collectively known as Agartara. Each Taras are chanted by the Lories (a kind of Mahayani monk) in particular religious and customary rites of the Chakmas.

রুক-ব্যাধির ঘোরবো চেরেসথা

ড. রু প ক চা ক মা

লাদ দরহ্

লাদ দরহ্ বা Constipation-র অর্থ অহ্লদে আহ্গানা সময়ে ন অহ্না (in frequent) আর পরিস্কার ন অহ্না (incomplete).

কারন ঃ-এই রোগখান জিগুনোর Gastric আঘে আর হাহ্না-দানার আবাধা অদল-বদল ঘদিলে অহ্য় ।

ধক ঃ- (১) আহ্গানা সময়ে ন অহ্না (in frequent), (২) অনসুর rectal fullness আ তা লঘে পুরোপুরি ন অহ্না (incomplete evacuation of falces), (৩) অক্তে অক্তে বেচ লাদ দরহ্ অহ্লে আহ্গদে পিড়ে গরানাহ্ (hard stool), (৪) আর তা লঘে - ক) মাধা পিড়ে (headache), খ) মন মরা (depression), গ) বলপচ্যে (lethergy), ঘ) হাহ্না-দানা ন রুজনা(dyspepsia).

ঘোরবো চেরেস্টা ঃ- (১) সজিনা পাদা ফাগু গরিনেই পানি লঘে ১ চামেচ দিনেই রেদোত এক বার হাহ্না , (২) ঘুমত পড়িবার অক্তত গরম এক কাপ দুধ ঘি মিজেনেই হাহ্না, (৩) পাগানা বেল গুলো হেহ্লে উপকার পা' যায় ।

লগে হানা ঃ- (১) লাদা-পাদা বেচ গরিহ্ হাহ্না, (২) পানিহ্ বেচ গরি হাহ্না, কমে দিনে ৬-৮ গলচ, (৩) বেন্যে এক গলচ গরম পানিহ্ হাহ্না ।

মু-বানাহ্ ঃ- (১) তেল-মজলাহ্ হম হাহ্না আ (২) বেচ তেল বলা এহ্রা-মাচ ন হাহ্না ।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস (Diabetes Mellitus) যিয়েন বাংলাধি মধুমেহ কন, অহ্লে বারে বারে মুদো এভ' । মুদো লঘে চিনি বা শর্করা এভ' ।

কারন ঃ-

অ) খানা :-(১) তেল-ঝাল বেচ খেলে, খর, নুন্জো আ অন্য খানার অনুপাতে চোল বা গমত্তুন বানেয়ে খানা বেচ খেলে, (২) দুধ, দই, বিনি ভাত ঘাত্যে বা মাছ বেচ খেলে, (৩) চিনি বা মিধেলোই বানেয়ে খানা বেচ খেলে ডায়াবেটিস ওহ্ই পারে ।

আ) থানা :-(১) আলসি অহ্লে, গদিত ঘুম গেলে, বল'কাম ন গরিলে, (২) চিদে-চর্যা নেইগরি আরামে দিন কাদেলে, (৩) কম গাধিলে আ কম আহ্দিলে, (৪) কন কাম গরিভার মনত উচ্ছো ন থেলে, বেচ বেচ খেলে আ' (৫) বেচ পক্থা অহ্লে ।

ধক ঃ- (১) বেচ মুদনা (Polyuria), দিনে ৩০০০ মিলি-ত্তুন বেচ মুদ এই পারে, (২) বেচ পানি থাচ গরানা (Polydypsia), (৩) বেচ বেচ খেবার পরানে মাগিবো (Polyphasia), (৪) হিয়ে বলপচ্যে (General weakness), (৫) হেয়ে শুগেই যেব' (Wasting), (৬) ঘা অলে ঝাদি ন শুগেব', (৭) নলা পেদত পিরে গরিবো (Pain in calf muscles) আ (৮) ডায়াবেটিস অলে লুও মার (Blood suger) বাড়ি যেব' ।

Blood suger level :

Fasting - Above 120 mg / 100 ml.
PP - Above 180 mg / 100 ml.

ডায়াবেটিস রোগী দি-বাবদর :-

Type-I - IDDM(Insulin Dependent Diabetes Mellitus) আ Type-II - NIDDM (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus.

ঘোরবো চেরেস্টা ঃ-(১) বেলগুলো পাদা / লেমু পাদা / হাজি ওহ্লোত / হাজা কাদামহ্লা / তিদেগুলো বা জামবিজির বিজিভোর বাগল / পিঁয়াচ - ইয়েনিত্তুন জিয়েন সহজে পা' যায় সিয়েনিরে শিলোত বাদি হাবরলোই ছাগিনেই রচ্ছান দি-চামেচ গরি বেন্যে-বেল্যে খানা, (২) কালা জামবিজির বিজি শুগেনেই গুরি গরিনেই পানি লগে এক চামেচ গরি দিনে দি-বার খানা আ (৩) শুগুনো শিলাজিত এক গ্রাম গরিনেই দিনে দি-বার দুধো লঘে খানা ।

লগে গরানাহ্ ঃ- (১)যৌগিক ব্যায়াম গরানাহ্, (২) দিনে দি-তিন মেইল আহ্দানা, (৩) ঘা নগরানা আ (৪) অক্তে অক্তে Blood suger চেক গরানাহ্।

হি নগরানাহ্ ঃ-(১) নুও চোল' ভাত আ মিষ্টি ন খানা, (২) বেচ জুর ন যানা, (৩) আলসি গরি ন থানা আ দিনোত ঘুম ন যানা, (৪) মুদো এই এই ন থানা, (৫) চিনি বা মিধেলোই বানেয়ে জিনিচ কম খানা, (৬) আলু, মোক্কে, মিধে গুলো-গুলি, ফল' রস ন খানা, (৭) আরাম গদিবলা চেয়ার-বিচ্চোনত ঘুম ন যানা।

** উগুরে যে ঘোরবো চেরেস্টাগানির কধা কুও ওহ্ইয়ে সিয়েনি বানা Type-II বা NIDDM(Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus)-র পইদ্যানে ঠে খেব'।

হুরোয় হাহ্না

মানুঝর হেয়ের হন' জাগার চাম ধুপ অহ্লে তারে হুরোয়হাহ্না (Leucoderma) বা বাংলাধি শ্বেতী কন। ইয়েন কন' জীবানুর কারনে ন' অহ্য় আ সেনত্যাই নয়ো সাজুরে।

কারন ঃ- ইয়েন ওহ্বার হন' ঠায়ঠিক কারন তোগেই পা' ন যায়। তুও যে যে কারনানি আন্দাজ গরা যায় সিয়েনি অহ্ল' ঃ-

অ) খানা :- (১) বিরুদ্ধ অন্নপান, দ্রব স্নিগ্ধ আ গুরু জিনিচ বেচ খেলে, (২) জুরো-গরম, লঘু-গুরু জিনিচ্চানি নিয়ম মানি ন' খেলে। যেমন, ঠান্ডা জিনিচ খেবার লগে লগে গরম জিনিচ খেলে গম নয়, (৩) নুও চোলো ভাত, দই, নুন, খর, আলু বেচ খেলে, (৪) ঘোচ্চে, দুধ, মিধে বেচ খেলে আ (৫) দুধ, দই, এহ্রা আ তেল জাতীয় খানা এক লঘে খেলে।

আ) থানা :- (১) খেবার পরে ব্যায়াম গরিলে, বেচ রোত খেলেআ দিনোত ঘুম গেলে, (২) রোদত দুক গরিনেই লগত তগত ঠান্ডা পানি খেলে আ (৩) আহ্গানা, মুদোনা, আহ্চ্চি পরানা এ বাবদর হানানি ধরি রাগেলে।

ই) নানাক্কান :- সেবাদে আয়ুর্বেদিকত হয়েক্কান ধর্মীয় বিশ্বেজর হধা হুও ওয়ে জিয়েনির কারনে এ রোগখান অহ্য়। যেমন, পন্ডিত বা গুরু জনরে মান নদিলে, চুর গরিলে, ছড়া-গাঙ সুম মারেলে, পর পাগল্যা অহ্লে এ রোগখান অহ্য় ভিলি বিশ্বেচ আঘে।

লক্ষন ঃ- (১) চামর রঙ ধুপ ওহ্ই যেব' আ পুরো হিয়েত ছড়েব', (২) পিরে ন গরিবো আ (৩) গরম পেলে অমহদ পড়েব'।

হুরে হাহ্না তিন-বাবদর :- (১) বাতজ ঃ- চামান হাঙ্গুরোঙ আ রাঙচ্যা অহ্য়, (২) পিত্তজ ঃ- চামান তামার রঙ অহ্য় আ (৩) কফজ ঃ- চামান ধুপ, নরম অহ্ব' আ চুলচুলোনি থেব'।

ঘোরবো চেরেস্টা ঃ- (১) নাগা ঘোচ্চে ১০ গ্রাম আ হাঙারা গুলো বিজি শুগোনেই ফাগু গরি পানিত ঘুদি এক বঝর সঙ খেলে ফল দে, (২) গরু মুত গুলি পারা যায়, (৩) চিত্রক গাঝর শিঙোর আ হাঙারাগুলো বিজি বাত্যা লাগেনেই বেন্যা মাধান রোদত ২০ মিনিট মুলো থেলে উপকার পা' যায়, (৪) হালা সাপ জ্বালেনেই সে সেইয়ান বড়গুলো তিল মিজেনেই গুলিলে উপকার পা' যায় আ (৫) অপরাজিতা গাঝর শিঙোর বাদিনেই লাগেলে উপকার অহ্য়। □

-=◎◎=-

[illegible]

End Discrimination; take 'Positive Discrimination' Policy

M C D F

I. Introduction Equality and non-discrimination are two of the main fundamental rights guaranteed to all citizens by the Constitution of India. All are born equal, and the State cannot discriminate against any citizen on grounds of "religion, race, caste, sex, place of birth or any of them" (Article 15(1) of the Constitution). Yet this does not prevent the state government of Mizoram from resorting to flagrant discrimination against the minorities in particular the Buddhist Chakma tribals.

The most tangible proof of discrimination on the basis of ethnicity and language in Mizoram is available in the form of various official Recruitment Rules (RRs), notified by the government of Mizoram, which prevent the linguistic minorities from availing jobs. The RRs make anyone ineligible for government jobs under Mizoram government if he/she did not study Mizo subject up to Middle School level. Although the RRs are application to even the Mizos the main intention is to target the linguistic and ethnic minorities.

Even more outrageous is the denial of any opportunity to the Chakmas to learn the Mizo subject in schools. The government of Mizoram has deliberately failed to appoint any teacher to teach the Mizo language subject in any of the schools situated in the Chakma dominated villages. This is a well-designed policy primarily to prevent the Chakmas from learning the Mizo subject in schools and then, to deprive them from jobs under the RRs. The Mizoram Chakma Development Forum (MCDF) condemns this antiminority policy of the state government in the strongest possible term.

II. Knowledge of Mizo is must to get jobs

One of the important safeguards guaranteed to the linguistic minorities in India is "No insistence upon knowledge of State's Official Language at the time of recruitment" (see the website of the National Commissioner Linguistic Minorities, http://nclm.nic.in). This safeguard has been blatantly violated by the Mizoram government. The government of Mizoram has offiofficially admitted that "*knowledge of Mizo is a pre-requisite for recruitment*". This is available in the reports of the National Commissioner Linguistic Minorities (NCLM).

There has been no public debate on the Recruitment Rules and the public have been kept in the dark. Even today, these RRs are little known to the Chakmas.

III. Mizoram govt prevents study of Mizo subject in schools

In a report the National Commissioner Linguistic Minorities (NCLM) stated that although knowledge of Mizo up to upper primary standard is mandatory for jobs, ***"But in the visit to the Nepali school, it was found that Mizo was not taught there up to upper primary standard.*** *Since they can then pursue higher studies through English medium, those desirous of joining the services are at a disadvantage"* (43rd Report of the NCLM). This fact applies to the Chakma and other minorities who have been deprived of teaching of Mizo subject in English medium or Bengali medium schools.

Strangely the Mizoram government has made knowledge of Mizo up to Middle School level compulsory to get jobs but has not made

any arrangement to provide the facility to the minorities like Chakmas to study the Mizo subject in school. The government has not appointed any teacher to teach the Mizo subject in any of the schools in Chakma dominated villages. Studying the Mizo subject by the Chakma children by themselves is out of question.

IV. Why minorities must oppose "study of Mizo" requirement

The Mizoram Chakma Development Forum agrees with the majority opinion of the Mizos that residents of Mizoram must be able to communicate in Mizo language. Surely, any public official if posted in Mizo dominated areas would not be able to function effectively if he can't speak Mizo with the public who are Mizos. But there is a vast difference between learning (or knowing) the Mizo language and studying the Mizo subject in school. The Mizos in general and the Mizoram government in particular must realize this difference and take corrective measures as soon as possible.

While the Mizo tongue can be learnt at subsequent stage by the Chakmas (say even after completion of their graduation) but the fact that they have been deprived of studying the Mizo subject in school still deprive them of government jobs under the RRs. That is, even qualified Chakmas who know how to speak the Mizo language fluently do not qualify for competitive examinations due to the discriminatory RRs. The Mizos and the Mizoram government must appreciate the fact that the Chakmas, for example, can learn the Mizo language but they can never legally change their school certificates/ mark sheets when they have not studied the Mizo subject. More importantly, the RRs violate the rights of those students whose parents are Central government employees posted outside Mizoram. Surely, they have no chance to study the Mizo subject in schools. Therefore, a student may complete his graduation from prestigious Delhi University or Jawaharlal Nehru University (JNU) but still would not qualify for jobs in Mizoram under RRs because he had not studied Mizo subject up to Middle School. This is most absurd and constitutes flagrant violation of the fundamental right to equality and nondiscrimination.

Therefore, the MCDF does not think the Recruitment Rules of Mizoram (those providing for mandatory knowledge of Mizo up to Middle School level) will be legally sustainable in the Court of law if the Chakmas challenge the legal validity of these RRs.

V. Recruitment Rules deny jobs to Chakmas According to the government of Mizoram, there are 546 Recruitment Rules which provide that the knowledge of Mizo is desirable or compulsory for direct recruitment for jobs under government of Mizoram. These RRs blatantly violate the fundamental rights of the Chakmas and other minorities as enshrined in the Constitution of India including Article 14 (Equality before law), Article 15 (non-discrimination), Article 21 (right to life, including right to livelihood) and Article 16 which states that "(1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State. (2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State."

In February 2008, a public examination was held by government of Mizoram for selection of primary Hindi teachers. In this very exam, 50% of the questions were asked in Mizo language, which, as any sane individual will admit, the linguistic minorities such as Chakmas, Nepalis or Bengalis or Gorkhas or Reangs, who are citizens of Mizoram, will find difficult, if not impossible, to answer. This is against the fundamental right to equality and non-discrimination in state employment. The audacity of the education officials to engage in such type of discrimination springs from the

discriminatory law. According to the Recruitment Rules for Group 'C' posts in the Department of Education and Human Resources Development, 2007, the essential educational qualifications for recruitment of primary school Hindi teachers are "1. Hindi Prabodh/ Parichay/ Army First Class Certificate of Education or equivalent examination recognized by government of India. 2 Class VIII passed in general education 3. Working knowledge of Mizo language at least Middle School Standard."

The government of Mizoram has officially admitted that "*knowledge of Mizo is a pre-requisite for recruitment*". In response to this, the National Commissioner Linguistic Minorities (NCLM) rightly observed that "*In such a case there s no chance for linguistic minorities to get Government jobs" (see* the 41st Report). This explains as to why the representation of non-Mizos like Chakmas and Reangs in government departments is so negligible.

In the 41st Report the Commissioner Linguistic Minority recommended that "*Mizo should not be essential for entry into services though it can be stipulated that it will have to be learnt in the prescribed period and before the end of probation period*". The Commissioner repeated this recommendation in the Forty Third Report 2004-2005 stating that the requirement of knowledge of Mizo should either be relaxed or should not be made "compulsory at the time of recruitment" but that "since Mizo is the Official language, the knowledge of Mizo must be acquired with a stipulated period after joining service." The government of Mizoram failed to heed to these repeated recommendations but continues to insist "knowledge of Mizo language" as a qualification for jobs in Mizoram.

VI. Recommendations:

Majority of the Chakmas still engage in Jhum cultivation (shifting cultivation) but their life is increasingly becoming harder due to lack of green forests and dwindling productivity in Jhum cultivation. The Chakmas who form over 8% of the total population of Mizoram (2001 census) are one of the most backward communities in terms of social and economic development. Recently the government of Mizoram has even referred them as "primitive tribe" due to their extreme backwardness. Due to lack of jobs and insignificant representation of the Chakmas in the state government, the Chakmas are less empowered to deal with their own problems. For Mizoram to develop wholesomely there is a need to look after the needs of each and every community and the state government must therefore undertake some positive discrimination in favour of the Chakmas for their rapid socio-economic development. Only educated and developed Chakma society can contribute to the progress of the state.

Therefore, the MCDF fervently urges the state government of Mizoram to take the following measures:

1. Provide 8% reservation for the Chakmas in all government jobs including Mizoram Civil Services in proportion to their population as a positive discrimination towards the Chakma minority community who are one of the most backward tribes in the state;

2. Immediately abolish the discriminatory Recruitment Rules or suitably amend them by deleting any reference to the requirements for knowledge of Mizo; and

3. Appoint teachers to teach Mizo language in all the schools in Chakma inhabited villages. In such appointments Chakmas who are qualified to teach Mizo must be given first priority for appointment. In the absence of enough qualified Chakmas the government must train them by providing financial assistance and later appoint them as Mizo subject teachers.

*(**The Chakma Voice**, November 2009, chakmavoice@gmail.com)*

পড়িয়ে লগর ভালেদি হদা

শু ভ প দ্ম চা ক্ মা

পন্নর বজর আগ হদা মুই সেদিন ডিস্টেন্স-সে মাস্টার ডিগ্রী পড়িবাত্তেই জায়জুক্কোল গরঙর । ডিস্টেন্স-সে পরিনেই সে ডিগ্রীবো হামদ লাগেই পারিম নে ন পারিম সে পয়দানে এগজন ওফিজোদ চাগরি গরিয়েত্তুন বলাবল ললুঙ, জাত্তুন সাগর চাঙমায় বলাবল লন, আ মুইয়ো সেয়ান্নে এগজন অলুঙ। সে মানুষ্য মরে হল মাগানা মাগানা ডিস্টেন্স-সে চেই চেই পরিক্ষে দিনেই আ সে সার্টিফিগেডর হি দাম থেব। মুই সে হদাগান শুনিনেই সেদিন ডিস্টেন্স-সে মাস্টার ডিগ্রী গরিবার আরহানি বন্ন গরিলুঙ। এচচে মুই পন্নর বজর পরে ম ভুলান বুজি পারিলুঙে । হিত্তেই ভিলি মাত্র তিন বজর আগে মুই ইগনৌ ডিস্টেন্স-সে মাস্টার ডিগ্রী পাস গচ্চোঙ হিনেই । মর রিচার্জ গরিবার হুব ইচ্চে, রিচার্জর পয়ডানে মুই শিলঙর, নর্থ ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটি, আসাম ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, সিংহানিয়া ইউনিভার্সিটির ডোরে ডোরে গুরি বেরেয়োঙ। টেঙা আ সময়র অভাবে হিচ্চু বোরেই এজা ন অল । যাক সেয়ানিদ জেইনেই যেনি ডেলুগ্নোই আর শুনিলুঙোই সেনি অল চাগচ্চে ডিস্টেন্স-সে পরি এচ্চে মানুজে গম গম অফিসার পদত চাগরি গরদন, চাগচ্চে হলেজদো, এমনহি ইউনিভার্সিটি ও আগন । এবার হঙ আমা চাঙমাউনে ক্যারিয়ার বানাডে হুড়ু ভুল গরি, এম, এ পরানা, ডাক্তর ইঞ্জিনিয়ার ডক্টরেট পড়ানা পয়ডানে আমি বলাবল লবাত্তেই এমন মানুজ ইড়ু যেয় যিগুনো লেগাপড়া অলদে সেভেন পাস মেট্রিক পাস সেয়ান্নে । যে ঝিংহানিদ এম.এ. ন পরে, হাররে ন পরায়, থে হি সে বলাবল ডোলেই দি পারিবো, ন পারিলেও দের । পন্নর বজর আগে মরে যে বলাবল ডে সিবেও মেট্রিক পাস এল । মর আরো এক্সপেরিয়েন্স আগে মুই এগদিন ডগানদ বজি মর ইক্কুনুর বাইক্কান বেজি নুও বাইক হিনিবার হদা হঙর বাইক হুবোন গম অব হবার পরে লগে লগে ম দাগেদি বচ্চে একজনে হল হেরোহোন্ডা স্পেলন্ডার গম্বে সে বাইক। হিড়ু মুই আট্যা বজর হেরোহোন্ডা স্পেলন্ডার চালেয়োঙ আ বাজার প্লাটিনা পাজ বজর যে মুই হিচ্চু ন হঙর। দাগেদি বচ্চে মানুজচ্যরে পুযোর গরিলুঙ তুই হি হি বাইক ইউজ গচ্চোজ, টে হল মুইড বাইক চালেইও ন জানঙ, লগে লগে আর এগজনে হল তে দ টেঙগারিও (বাইসাইকেল) চালেই ন জানে । এডক্কন জিয়ান হো অল সেয়ানর অর্থ ওলদে আমি প্রায় সময়ে দেবদা ন চিনিনেই পুজো দি । আমা মধ্যে অনেগ জনর দোষ আগে, সে দোষসানি অলদে ন বুচছে ন চুচছে গরি মান্যলোই হারবারি গরাণা বা শুন্নে হদালোই বা আন্ডাজ উগ্গুরে হারবারি গরাণা । হদালগে হো পরের এক্কান হোস্টেলদ নাহি আমেরিগা আ ভারদর মানুজ এগ লগে টেডাগ, এগদিন হোসটেলর এগজনর নাহি পেদ পিড়ে উদিনেই ভারদ সমাচ্চেত্তুন পুজোর গল্লোগোই যে হি গল্লে সুবিধে অব, ভারদ সমাচ্চেবো নাহি লগে লগে তারে হল বেরেলগান (পেড পিড়ে দারু) হাগোই না, এ পরেদি টে আমেরিগা সমাচ্চেবো ইড়ু যেইনেই পুজোর গল্লোগোই যে তার মস্ত পেদ পিড়ে গরের হি গল্লে সুবিধে অব, আমেরিগা সমাচ্চেবো তারে হল ডাক্তর ইড়ু যা । এগহদা উডিলে নাহি সাদ হদা উড়ে, গেল্লে হয়েগ বজর আমা চাঙমাগুনে নাহি কোম্পানীদত্তুন যদেপদে টগা হেয়োন, টগা হেলাগ হিঙিরিনেই এ পয়ডানে হড গেলে হো পরের যে চাঙমার বিরেট বিরেট অফিসারেই ন বুজছে চাঙমাগুনরে টগেয়োন, চাঙমার বিরেট বিরেট অফিসারুনে ন বুজছে চাঙমাগুন ইড়ু এইনেই বুজেয়োন্ডি যে ১০ মাজে টেঙা ডাবল ওন আরো তিন মাজেও ডাবল ওন কোম্পানীই ন দিলে মুই দিম ইয়েনি ওবোনি, । সাদাসিদে মানুজোর হদা অলদে চাঙমার বেগত্তুন বেজ লেগা শিগি এচ্ছে বুজ বলা অফিসার মানুজে হলে সিয়ান ড হোনদিন মিজে ওই ন পারে । ইয়েন বুজি শদে শদে চাঙমায়, আল গরু বেজি, চিগোন চাগুরি বলায় লোন লোই, সোনা বন্দক দি, জাগা বেজি ১০ মাসে ডাবল ৫ মাজে ডাবল পেবার আজায় লাঘে লাঘে টেঙা জমা দিয়োন। ইত্তুন মুইয়ো এনে বাদ ন যাঙ, মুইয়ো ত্রিজ আজার টেঙা টয়োঙ তবে মর সেদগ ক্ষতি ন ওন । মুই ত্রিজ আজার টেঙা তবার পরে মরে বিশ্বোস গরণ সেদোক্কে আটট্য দশ জনে ম সিদু হয়েগ লাঘ টেঙা টবার চেয়োন, মুই তারারে হোয়োঙ পাল্টু কোম্পানী ন টোয়ো টেঙাগুন আরেবা, মুই ত্রিজ আজার টেঙা আরেলেও মর হিচ্চু ন ওব, হেই পারিম, আ মুই লটারী বাবিনেই টোয়োঙে । ইয়েন অলদে পোনজি স্কিমে মানুজোরে টগানা, পোনজি হদা হলে আরো বালুদদুর লাম্বা হদা হো পরিবো, সিয়ান ইয়োদ নয়, হোনদিন যদি সময় পাঙ হোম। এ হদানি হোইনেই মুই আ ম এগজন সমাচচেই সে ১০ মাজে ডাবল ওয়ে টেঙা কোম্পানী চাঙমাত্তুন মের হাঙ হাঙ ওয়েই, পরেদি ১০ মাজে ডাবল ওয়ে টেঙা কোম্পানী পয়ডানে আর হিচ্চু ন মাদিবোঙ হোইনেই তে হোন মডে সরান পেয়েডেই । এ পয়ডেনে এক্কান হদা মনত বানি রাগানা দরগার যে, পিত্থিমিদ বেগ জাগাদ প্রাকৃতিক সম্পদ মালিক অলদে রাষ্ট্র । খনিত্তুন সোনা তুলিনেই হাজা মান্য সিড়ু বেজি পারে গরি মর জানা নেই, বেজা পরিবো সরকার সিড়ু, যেহেতু পিত্থিমিদ বেগ জাগাদ প্রাকৃতিক সম্পদ মালিক রাষ্ট্র। আ ১০ মাজে ডাবল ৫ মাজে ডাবল টেঙা সুদ ভারদত হোন কোম্পানীই আ Securities and Exchange Board of India (SEBI) অবস্থা বুজি তার অনুমোদনো লাগিবো । ভারদত ইনসুরেনসর ব্যাপারে রিনি চেব Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) . ইনসুরেনসর কোম্পানীই তাত্তুন পারমিশন হামাক্কাই লোই পেবাক।

এবার এজা ওক লেগা পড়া হদাত, মাধ্যমিক পাস গরিবার পরেদি আমি নানা পদ ধরি পারি। হোন জনে সাইন্স, হোন জনে আর্টস, আ কমার্স এবাদেও পলিটেকনিক্যাল, আ.টি.আই,

প্যারামেডিক্যাল, আ নানা বাবত্তে ডিপলোমা কোর্স পড়ি পারণ । সাইন্সডি টুয়েলভ পাস গরিলে, লগে জয়েন এন্ট্রান্স পাস গরি , নানা বাবত্তে ইঞ্জিনিয়ার,যেমন, সিভিল, ইলেক্ট্রেনিক, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার, আর্কিটেকচার, বায়োকেমিস্ট, জেনেটিকস, ইয়েনিদ ভর্তি ওই পারা যায় ।তবে এ লেনোদ বেগত্তুন নামি আ মানি আই,আই,টি, জিয়োদ পরিলে জীবনদ চাগুরী টগা ন লাগিবো, চাগুরিয়ে টরে তগেবগি।কিন্তু ইয়োদ ভর্তি ওয় পারাণা এদগ সহজ নয় ।ডাক্তরী লেনোদ আগে, এম,বি,বি,এস, ডেন্টাল, এবাদেও হোমিও, আয়ুরবেদিক ডাক্তরী পড়া যায়। এছাড়াও ভর্তি ওয় পারে, বি,সি,এ, এম,সি,এ। কমার্স পরিলে, বি,বি,এ, এম,বি,এ, সি,এ পড়া যায় ।বি,কম, এম,কম ড আগেও । এবার আর্টস পড়িনেই হি ওয় যায়,আমি ওনেক জনেই মনে গরি আর্টস অলদে বেগ সেদাম নেই লেন, আ ইয়োনিও রিনি চানা দরগার যে ভারদর প্রধানমন্ত্রী ড: মনমোহন সিং, আ বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, অমর্থ্য সেন তারা আর্টস ছাত্র এলাক । তারা পিথিমির সেরা ইউনিভার্সিটিদ মাসটরি গরি এচচোন, লন্ডনর অক্সফোর্ড, কেম্বিজ আ আমেরিকার হার্বাটদ দক্কে জাগাদ। তারার এক্কো ক্লাসর ফিস কয়েক লাখ টেঙা । তবে এ হদাগান অর্থগান সিয়ান নয় যে আর্টস পড়িলেই তারা ডোক্কে ওয় পারা যেব । আর্টস পড়দে এক্কা পদট্টান লাম্বা গরা পরে, মাধ্যমিক পাসত্তুন ধরি গম রেজাল্ট গরি গরি এম,এ পাস গরিনেই নেট, আ পি,এইচ,ডি গরি পারিলে ভারদত যে হোন কলেজ ইউনিভার্সিটিদ প্রফেসারত্তেই এপ্লাই গরা যায় ।

লেগা পড়ার গরদে হোন হোন ব্যাপারে লক্ষ্য রাগা পরে সিয়ানি অলদে ইঞ্জিনিয়ারিঙ পড়িলে সে কলেজচ্চানর AICTE (All India Council For Technical Education) আ NAAC র (National Assessment and Accreditation Council) অনুমোদন আগেনি নেই সা পরিবো,লগে ইউনিভার্সিটি বা কলেজ NAAC র দে গ্রেড, সে গ্রেডতানি A+বেগত্তুন গম আ C বেগ তলেনদি। ত্রিপুরা ইউভার্সিটির গ্রেড অলদে C+ ।জেনারেল কলেজ পয়ডানে পেরেনট ইউনিভার্সিটির NAAC র অনুমোদন থেব বানা, তবে নামি দামি জেনারেল কলেজ পয়ডানে NAAC র গ্রেড থায়। কলেজচ্চান যে ইউনিভার্সিটির আন্ডারে তার UGC,-র (University Grant Commission) অনুমোদন আগেনি নেই সিয়ানো সা পরিবো । ইয়োদ এক্কান হদা ধর্‌মর্‌ গরি মনদ রাগা পরিবো যে এ অনুমোদনানি এক্কো এক্কো বেজ অলে দিবে অ্যাকাডেমিক সেসনত্তেই দে ওয় তা পরেদি আরো বারেবারে নুও গরি অনুমোদন লো পরে। এক্কুনু দেগা যেয়ে AICTE এক্কানা ভেজাল গচ্চে সেনে আমা মানব সম্পদ মন্ত্রী কপিল সিবালে AICTE আন্ডারে আরো এক্কো স্বাধীন সংস্থা বানেই দে সিবে নাঙান National Board of Accreditation (NBA), তে ইক্কু টেকনিক্যাল কলেজ ব্যাপারে রিনি সেব । আ ডাক্তরী কলেজে MCI (Medical Council of India) অনুমোদন লোই পেব হামাক্কাই । প্রায় প্রত্যক বার ছাত্র ভর্তি গরদে নুও অনুমোদন লাগিবো ।Distance ,সে পড়িবের সেলে রিনি সা পরিবো, সে ইউনিভার্সিটিয়ানর UGC,-র আ DEC(Distance Education Council) ও IGNOU,-র অনুমোদন আগেনি নেই । ভারদত যেহোন ইউনিভার্সিটির Distance-র ব্যাপারে রিনি সেব IGNOU তথা DEC । এব্যাপরে ১৯৮৫ সালদ ভারদ পার্লামেন্টদ আইন পাস গরা ওয়ে ।এয়োদ এক্কান হদা আগে পিথিমিদ বেগ ডাঙর Distance University অলদে IGNOU (Indira Gandhi National Open University), ২০১০ সালর রেকর্ড -এ দেগা যেয়ে IGNOU ,-র পড়িয়ে এলাক ৩৫ লক্ষ । ভারদ বাদে পিথিমিদ আরো ২৩ -চচান দেজদ IGNOU,-র সেন্টার আগে । ম সিদুও প্রায় পিথিমির নানা দেজর IGNOU ,-র পড়িয়ে লগে ওনলাইনে সলাপরামর্শ নেজান্নি । তবে তিবিরে রেজ্যদ IGNOU আ তিপুরা ইউনিভার্সিটির Distance বাদে বাগিয়ানিদ ন পড়ানাই বালা, হিত্তেই হলুঙ, সিয়ানির হোন এক্কান জাগাদ প্রোব্লেম আগে।

এবার মাস্টর ট্রেনিঙ হদা , যে কলেজে মাস্টর ট্রেনিঙ নেজেব, তার National Council for Teacher Education(N C T E) অনুমোদন থা লাগিবো । আ যে কর্সো শিগেব সিবের অনুমোদন লো পরিবো । যদি অনুমোদন ন থায় চালে সে ট্রেনিঙান ভেলিদ ন ওব। ভারদত যে রাজ্যয়ানি Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. গজি নেজেয়ে সে রাজ্যনিয়ে এবারত্তুন ধরি আর ট্রেনিঙ ছাড়া মাস্টর (লগে Teacher Eligibility Test.TET) নেজেয় ন পারিবো । বিশেষ হোন হারণ দেগেনেই হয়েগ বচর হয়তো মাপ পা জেই পারে , কিন্ত আগে পরে নো ট্রেনিঙ নো টিচার । লেগাপড়া পয়ডানে এডক্কানি হদা হবার মানে অলদে আমার হারো পো-ঝি যেন লেগাপড়া গরদে যেয়নেই ন টগোনদোই, আ এক্কেনা পুনদি বেড়াণা । এমন দেগা যেয়ে ব্যাঙালোর, চেন্নাই, দিল্লী ডাক্তর, ইঞ্জিনিয়ার পড়া যেই লাখ লাখ টেঙা হাবেই এচচোনদোই । আ হিজু মান্যে অনুমোদন নেই কলেজদ পো-ঝি ভর্তি গরেই এচচোনদোই, পরে পাককাই ওয়োন । এমন হি তিবিরে সরকারেও রেজ্য মিলেগুনরে নার্সিঙ পড়ানেজেইনেই টগা হেই এচচেগোই । পো-ঝি পড়াদে যে যে ব্যাপারে সা পরিবো সেয়ানি যে সিদু যেয়নেই চেই এজা পরিবোগোই সিয়ান নয়, আমি গরদ বোই ইনটারনেডট চেই পারি । সেদামনেই কলেজদ ভর্তি গরেবাত্তেই ছাত্র দি পারিলে হিজু মান্যে টেঙা পান, ইক্কো ইঞ্জিনিয়ার ছাত্র দি পারিলে মরেও পনর আজার টেঙা ডোন । কিন্ত মুই এজো হোন ছাত্র ন ডোঙ কলেজ অবস্থা বুজি, হিত্তেই মুই আগে চিন্তে গরঙ মুই এক্কো ছাত্রর গুরুঠাগুর হোন জনর মহাগুরু । বালুগজন মানুজ মাত্র মত্তেই অফিসার ওয়োন গরি এক্কু স্বীকার গরণ, সেনোই মর আনন্দ তবে মর তারা নাঙানি ন হোনাই বালা ।মর চিদডিগোল হোজপেয়ে পড়িয়ে লগর যদি হোন পুযোর থায় সালে মর ওয়েবসাইটটুন চেয় পারিবে আ মরে লিগি পারিবে, কিন্ত নাঙ ঠিগিনে দিনেই, চেবার আ লেগিবার ঠিগেনা, www . onlineeducationblog . net, www . ignousolutions . com, www. spchakma .blogspot . in, www . onlinekareer . blogspot . in, email : davidson604 @ gmail . com, subha _s ir @ yahoo . com, subhasir @ gmail . com.

শুভপদ্ম চাক্‌মা ধর্মনগরর DNV স্কুলোর PGT আ Counsellor, IGNOU.

[illegible]

ড. পল্লান দেবানর তালাভি

শিপচরনর শেচ লামা

কু সু ম কা ন্তি চা ক মা

গভীন ঝার। ড. পল্লান দেবান, তা ঝি বজমপুদি, সমারলাল আ নেনাঙ্যা - বেঘে ঝারত যেই পারে পারা উরোন-পিনোন পিন্যা। বেঘে ব্যাগ বুক্যা, তাগল আহ্‌দত। সমারলাল' আহ্‌দত ইক্কো বন্দুক।

দেবান্যাঃ (ম্যাপ্পান চেনেই, কম্পাস মিলেনেই) জাগাঘানদ' ইয়োদই ওহ্‌বার হধা। (দেবান্যে আ বজমপুদি ম্যাপ চাধন, সমারলালে তারা পিঝেধি বন্দুক আহ্‌দত গরি থিএয়ে। (নেনাঙ্যা দোরেয় দোরেয় জিন্নিপায় ভিলভিলেয়)।

নেনাঙ্যাঃ ও মাদু, ইভে হি! (বেঘে সজাক ওহ্‌ই উদিলাক) আমনে এভ' অমর ওহ্‌বার দারু তোগেয় সুগ ন পায়, তর লো চুঝি হাহ্‌না।

বঝমপুদিঃ হাক্কা অলরগরি থাক, এয়ে ফেলেই দ্যঙ। (বজমপুদি জুগকো ফেলেই দিলো। এবার আর' আহ্‌দা ধল্লাক)।

দেবান্যাঃ (হাগোচ্চান চেনেই) জ্যাগাঘান যদি ইয়েন অহ্‌য়, সালেন, "উদন্ধি বেল' পিঝেন্ধি"-মানে পঝিমেন্ধি - ইন্ধি আহ্‌দিবঙ্গে। (আহ্‌দা ধল্লাক। দেবান্যে হাগোচ্চান চেনেই মাদেই মাদেই আহ্‌দে)-

উদন্ধি বেল' পিঝেন্ধি,
ফুগুদি হানা সেরেন্ধি'
আন্ধার দেঘঙ চোঘেন্ধি।
সাথান ধুদি পাদিবে
আন্ধার তাগি আহ্‌দিবে;
আক্কোই গেলে তিন প'রত,
বুঘত ঘজি দুক-দরত,
দালি দিলে তিন পুরুচ,

পুরেই যেব' বেগ আহ্‌ওচ।-ইয়ে গোচ্চো, মুজুঙে হন' হালা হিচ্ছু দেঘনি রিনি চেয়ো। 'আন্ধার দেঘঙ চোঘেন্ধি' মানে বর হালা হন' শিল ওহ্‌ই পারে। "ফুগুদি হানা সেরেন্ধি" মানে হি ওহ্‌ই পারে?

বঝমপুদিঃ উয়ো বা উভো হি?

দেবান্যাঃ হোয়? (আক্কোই যেনেই) ইভেদ' ইক্কো গাত। (গাত্তো গমে রিনি চেনেই) ইভেয়োদ' হালা, রিনি চেলে আন্ধার, 'আন্ধার দেঘঙ চোঘেন্ধি' মানে এগাত্তোয়ো ওহ্‌ই পারে।

নেনাঙ্যাঃ গাত্তোত এক্কে বর বর আজব' সাপ ন' থেলেয়ো থায়দে ধক।

বঝমপুদিঃ হাক্কার অহ্‌লে বানা সিয়েনি। তে বা, এ গাত্তো যদি অহ্‌য়দে অহ্‌য়, সালে আমার ভাবা পরিবদে 'সাথান ধুদি পাদিবঙ' মানে হি।

দেবান্যাঃ 'সাথান ধুদি পাদিবে' মানে ওহ্‌ই পারে গাত্তোর সাত্তান মু থেই পারে আ নয় গাত্তোর মুজুঙোত্তুন সাত ধুদি অজলত হন' হিচ্ছু আঘেনি আমি তোগেই চেই পেভঙ।

নেনাঙ্যাঃ সাত ধুদি অজলত? পুরোনি আমলদ হি ধুদিলোই অজল মাবিদাক নাহি? আদ' উগুরেধি হিচ্ছু নেই, বানা গাজ বাজ।

দেবান্যাঃ আগে ইয়ে গরিই, গাত্তো ভিদিরোরান রিনি চেই হিচ্ছু পা যায় নেনা। (ভেক্কুনে সমেলাক্কোয়, সমারলাল আগে আগে যেব')

সমারলালঃ আদ' গাত্তো শেচ।

বঝমপুদিঃ শেচ? অয়ো।

দেবান্যাঃ থাগ' থাগ', গাত্তোর এ মাধাত্তুন সে মাধা উনপন্‌জাচ আহ্‌ত অহ্‌বনি?

বঝমপুদিঃ অহ্‌বদ', আ হিয়া বা?

দেবান্যাঃ এ গাত্তো অহ্‌লদে ফুগুদি হানাবো, সাত ধুদি-মানে উনপন্‌জাচ আহ্‌দ। পুরনি হালর ধুদিগানি ভিলে এল' এগ-এক্কান সাত আহ্‌দ।

নেনাঙ্যাঃ আহি উভোত আর' উক্কো গাত্‌বো।

দেবান্যাঃ আর' ইক্কো গাত? (ভেক্কুনে গাত্তো মুজুঙে গেলাক)

আক্কোই গেলে তিন প'রত

বুঘত ঘজি দুগ-দরত - সালে এ গাত্তো ভিদিরে সমা পরিবগোই পারাপাঙ।

বঝমপুদিঃ ঠিগ আগেদ' - 'বুঘত ঘজি দুগ-দরত' মানে গাত্তোত বুগ সেজর মারি সমা পরিবগোইদে আয়।

নেনাঙ্যাঃ ও মাদু, সে গাত্তো ভিদিরে মুই অহ্‌লে সমেই পাত্তুঙ্গোই নয়, হি আঘন উধুচ নেই ভিদিরে।

বঝমপুদিঃ আ হি আঘন, শিপচরনর শেচ লামাবোদে আঘেধে-জুওত যমচুরিভেদ ভাঙিদ্যা আঘে।

নেনাঙ্যাঃ তে যদি সে লঘে সাপথান, ভালুকথান?

দেবান্যাঃ দরেলে তুই বারে থাক।

নেনাঙ্যাঃ আচ্ছা। (বেঘে ব্যাগত্তুন টিপবাত্তি নিহ্‌গিলেলাক। দেবান্যা আক্কল, সে পিঝেদি বজমপুদি, তা পিঝেদি সমারলাল গাত্তো ভিদিরে সমাদন্নোয়)

নেনাঙ্যাঃ ও সমার, তুই থাক না বারে, আ তারা হাক্কে অহ্‌লে ফিরিবাক্কোই।

সমারলালঃ তরে হাক্কে বন্দুক মারিম্বি।

নেনাঙ্যাঃ মুয়ো এম সালে (যেনেই বজমপুদি মুজুঙেদি ঠিয়েলগোই।

তারা আম্মুর হারি হারি, আহ্‌দি আহ্‌দি ভালুদ্দুর সমেলাক্কোই)

দেবান্যাঃ আাদ' গাত্তো শেচ অহ্‌ল, এভদ' চোঘোত পরে পারা হিচ্চু লাঘত ন পেলঙ।

বজমপুদিঃ বেগ' জেরর সুরুন হিদে বা?

দেবান্যাঃ আক্কোই গেলে তিন প'রত,
বুঘত ঘজি দুক-দরত;
দালি দিলে তিন পুরুচ,
পুরেই যেব' বেগ আহ্‌ওচ।-

নেনাঙ্যাঃ হি? দালি দিলে তিন পুরুচ ? ওরে বাবারে, সালেদ' তিন জন আগে ইয়োত দালি দ্যা পরিবো। তে পেবঙ্গে আমি সে লামাবো।

দেবান্যাঃ না না সিয়েন ওহ্‌ই ন পারে। সাধন-ভজন গরিয়ে মানুঝে সে দালি-বাঝার হধা তুলিয়োই ন পারন। হধাগানর আর' জুদো মানে থেব'।

বঝমপুদিঃতে উজু উজু দেঘেইদি গেলে হি অহ্‌দ' ভিলে; ভেজাল সির গেলুন।

দেবান্যাঃ সিঙিরি দেঘেইদি গেলে ভুল মানুজর আহ্‌দত পরিবার দর থায়। জ্ঞানি মানুচদ' - তে ভাপ্পেদে, যে ইয়েনর মানে ভাঙি পারিবো - তেই পারিবো গমেদালে এত্তোমান দাঙর বিদ্যা লারঝার গরি। যেমন বর চাগুরি পেধ গেলে বর পরিক্ষে দ্যা পরে ইয়েনো সেধক্যা। আচ্চা, অজলত রিনি চদে হিচ্চু দেঘ' নেনা।

সমারলালঃ উয়ো, উভো হি ইক্কো পিঙগুল শিল দেঘা যায়?

দেবান্যাঃ এক.....দুই.....তিন.....ইঁ সিভেই অহ্‌বদে। 'দালি দিলে তিন পুরুচ' মানে তিন মানুচ অজলত। চাদে সমার, পারি পারচ নেনা। সমারলালে চাদারা বেই উদিভার চায়, ন পারে। সে পরেধি সমারলাল' হানা উগুরে নেনাঙ্যা উধে, নেনাঙ্যা হানা উগুরে দেবান্যে উধিনেই শিল্লো ওজোদায়। সে পরেধি চিগোন গাদত্তুন আহ্‌দ ভরেনেই নিহ্‌গিলেই আনে ইক্কো সাম্মু। লামেনেই লামেই চান্নে ভিদিরে একখান হাগোজত আঙ ইক্কো আ চাঙমা লেঘাদি হি হি লেঘা আঘে।

।।২।।

ধলাহার্বাচ্যার ঘর।

রাঙাহার্বাচ্যার ঘর।

ধলাহার্বাচ্যা শোকেসত হয়েক্কো টেঙা ভান্ডিল ভরেই থোই চাবি মারি ধুপহাদি জালেনেই শোকেসর উগুরে লক্ষী ফোটোবো মুজুঙে ধুপহাদিগুন থোনেই সালাম গরিলো।

রাঙাহার্বাচ্যা চেয়ারত বঝি পত্রিগা পরের।

টেঙাচানে সমেলগি।

দঝবলে সমেলগি।

দঝবলঃ হি গরত্তে দা।

ধলাহার্বাচ্যাঃ আ হি গরিবো। গরঙত্তে আয় আদাম' চিদে।

টেঙাচানঃ তে আমা চিদে সবায় গরর না ন গরর?

রাঙাহার্বাচ্যাঃ তে তোমা চিদে হি আলাদা গরি গরা পরেদে? তুমিদ' আর আদাম' বারে নয়। আদাম' চিদে গরিলেই এক লঘে ভেক্কুনো চিদে গরা যায়।

দঝবলঃ তে আমার হি গরিলে ভালেদ অহ্‌ব' পারাপাচ?

ধলাহার্বাচ্যাঃ ভেক্কুনে আহ্‌দে-হোদালে হাম গরা পরিবো। আলসি মানুঝরে ভিলে লক্ষীয়েয়ো পিত দে। রাঙা আদাম্যাগুনোর হধা শুনিলে আমার অহ্‌দ' নয়। আলসিয়ে তারা ভুয়ানি তারা ফলেই ন পারন আর আমা ভুয়ানি হিত্তে চোক।

রাঙাহার্বাচ্যাঃ এ আদামত ভেক্কুনোর সঙ সঙ ভুই মাদি থানা দরকার। হারর বেচ, হারর হম নয়। সেনত্তেই ধলা আদামর মানুচ্চুনোরে আমার বুজেনেই আমাহ্‌ দলত আনা পরিবো। তারা এলে বেক ভুয়ানি আমি তারা সুমুত্তো ভাগ গরিবোঙ। সালে হনজনে আর উভোচ ন মরিবাক। বেঘে ভাদে-হাবরে সুঘে হেহ্‌ই পারিবোঙ।

ধলাহার্বাচ্যাঃ চর' ভুয়ান' ধানুন পাঘি এচ্চোন। এ বঝর আমি গেল্লে বজর' সান ধানুন ন আহ্‌রেই পারা। ভুয়ানদ' আঝলে আমার-তারা ইক্কুনু গঝক গরিলেঘি হি অহ্‌ব'। ধানুন আমারই পেভার হধা। তাগল, বাদল, বন্দুক-বেগ জুগুলেই থবা। হেল্লেত্তুন ধরি চুগি দ্যা পরিবগোই

রাঙাহার্বাচ্যাঃ চর' ভুয়ান' ধানুন পাঘি এচ্চোন। চেয়ো গেল্লে বজর' সান এবারো ধলা আদাম্যাগুনে হাবি নেজেই ন পারন্নি পারা। বাদল, জাধি, বন্দুক্কুন জুগুলেই থোয়ো। হেল্লেত্তুন ধরি চুগি দোগোই।

।।৩।।

পল্লান দেবান্যার তালাভিশাল। সয়সাগর যন্ত্রপাদি। পিঝেদি বই ভরন তিন চেরবো আলমারি। একখান টেবিলত দেবান্যে মনদি লামাবো রিনি চার সুজ্জো আনালোই। তা হুরে কম্পিউটারানত সে আঙুঙো দেঘা যার। ওন্নো হোনাত বজমপুদি

ইক্কো গলঝত হি একখানর থার্মোমিটারলোই গরম মাবিনেই ইক্কো বদলত ধালের। তা হুরে ইক্কো স্টোবত দারু পিলে ইক্কো উদুরোর। বজমপুদির মুওত স্কার্ফ বান্যে, আহ্‌দত হ্যান্ড গ্লাভ্‌স।

বজমপুদিঃ হিচ্ছু বুঝি পারিলে বা?

দেবান্যেঃ আঙড়ো এভ' হিচ্ছু বুঝি ন পারঙ। তবে, তলেধিদ' একখান লুদির নাঙ এনা লেঘা আগেধে - লুদিঘান হেধক্যা, হুধু পা যায় - সিয়েনিয়ো লেঘা আঘে। লুদিগান' পইদ্যানে আ একখান হধা লেঘা আঘে, হলে হন জনে সিয়েন বিশ্চেচ ন জেবাক।

বঝমপুদিঃ হি?

দেবান্যেঃ লুদিয়ানর একখান পাদা মুম গরি থেলে ভিলে সাত দিন সঙ হিচ্ছু ন হেনেই থেই পারে।

বঝমপুদিঃ অয় বুঝো? (রাঙাউধোবাব সমেলগি)

রাঙাউধোবাবঃ দেবান নানু এব্‌ভে বিবদত পরিনেই ত ঈদু এই পেলুঙ্গে।

দেবান্যেঃ আ হিয়া?

রাঙাউধোবাবঃ আমা ধলা আদাম' বোদ্যেয়ে ঘরত নেই। হুধু যেয়ে হিজেনি পিরুল্যে চা। তারে ন পেই রাঙা আদাম' বোদ্যেয়ে ইধু জেনেই এদক হোজোলি গোল্লুঙ্গোইদে ন এল। তুই দেয়ে এক্কানা জেই পেবেধে। ম মিলে পোভো এক্কেরে হেল্লে পোত্যা আমল্যাত্থুন ধরি ওমা ওমা, হোহ্‌দা হোহ্‌দা।

দেবান্যেঃ আ অব আয়। মা পুদি, ম হোল্লেবো আ বোইবো এক্কানা চেই দেদে। (বজমপুদি হোল্লেবো আনি দিলো)

বঝমপুদিঃ মুয়ো যেম নেনা বা?

দেবান্যেঃ না, ন লাগিবো। যেই আহ্‌দিজ রাঙাউধোবাব।

।।৪।।

বলাবদ সিঙর বা'। বলাবদ সিঙ গদিত বোই আঘে। মিজিলিক্যা তারে ঠেঙ চিবি দের।

বলাবদ সিঙঃ ধানুন ভেক্কুন সমরি ফুরেয়ো? (মিজিলিক্যা সিরে তিগুত তিগুত গরে) এবারর ধানুন চবা বেজ। হন' জনে হহ্‌বর ন পানদ' অ? (মিজিলিক্যা সিরে বিজে। রাঙাহার্বাচ্যা সমেলগি)

রাঙাহার্বাচ্যাঃ ঝু ঝু।

বলাবদ সিঙঃ ঝু ঝু, তে হি হহ্‌বর হার্বাচ্যাদা?

রাঙাহার্বাচ্যাঃ আর হি হোধুঙ। ধানুন এ বঝরো হেহ্‌ই ন পেলঙ। জিন্নেত্থুন ধরি আমি চুগি দিবাল্লোই পুদুপাদা গোচ্ছেই, সিন্নেই ধলা আদামর মানুচ্ছুনে পিচ্চোল ধানুন হাবি নেজেয়োন্নিদে।

বলাবদঃ আ তুমি অলর হুত্তুন। গত্তাল আদামান বানি আনিনেই গাঝত উগুধো গরি তাঙেনেই মরিজ' ধুমো হাহ্‌বেলে বেক ঠিগ অহ্‌ব'।

রাঙাহার্বাচ্যাঃ না এবারত আর আমি চুপ গরি থেদঙ নয়। দিনদিন তারার ঘিলে জবর অহ্‌র। হেল্লে ভিলে হালাচোঘা আ গধারামরে দারবো হঝা যেনেই মাচ্চোন্নে - আমি ভিলে ধানুন চুর গরি আন্নেয়োইদে। তুই হিচ্ছু বুদ্ধি দি চা, ইয়েনর হি গরি পারা যায়।

বলাবদঃ আচ্ছা, অহ্‌ব' সিয়েন। তুই ম ইধু নালিচ দিলেঘি যগন, তারার যার যা শাস্তি পেভার মুই দিম। আ ত বুড়ো দেবান্যে ভিলে হি দারু বানাত্তে ?

রাঙাহার্বাচ্যাঃ সে পাগল্ললোই হজর মজর। হন শিপচরনর যমচুরি তালিক্কো ভিলে সুক পেয়েগোইদে। আ সে লঘে তা ঝিবোয়ো - এত্তোমান লেঘা-পড়া শিঘি-সুগোয়। যেমন বাপ, তেমন ঝি।

বলাবদঃ বেগ উরগো হধানি উরেই দেনা ঠিগ নয় হার্বাচ্যানানু ! মরে এক্কানা ঠায়-ঠিক হহ্‌বরান আনি দি পারিবেনি?

রাঙাহার্বাচ্যাঃ আচ্ছা, অহ্‌ব' আয়।

।।৫।।

দেবান্যের বোদ্যালি ঘর। চের-পাচ জন রুগি বেডত পরি হঙাদন। দেবান্যে একজনর ভাঙা আহ্‌দত হি একখান দারু বাত্যা দিদিনেই বানি দের। বঝমপুদি অন্য ইক্কো রুগিরে শিজিরিত্তুন দারু হাহ্‌বার।

দেবান্যেঃ আ হন্না মারিলো তোমারে?

রুগি১ঃ আ হন্না, ধলা আদামর ওহ্‌লা গুনেদে। ওমা....!

রুগি২ঃ ওই, আন্দাজি সিঙিরি দুচ ন দিচ বুঝো।

রুগি৩ঃ আ নয় নাহি। ন অহ্‌লে এত্তোমান আক্কল নেয়ে গরি হন জনে সিরে চেই মুগুরেই পারেদে?

রুগি৪ঃ হি, আমা ধলা আদাম্যাগুনোরে বেআক্কল হত্তে!

দেবান্যেঃ আঃ...অলর গরি থাগদে।

রুগি১ঃ আ হলে হি অহ্‌য়দে; বে আক্কলরে বেআক্কল হয়। বে আক্কল, বে আক্কল, বে আক্কল। তে হলে হি গরিবাদে?

রুগি৪ঃ হি গরিবঙ হঁ। দোবে হাসপাতালত এচ্চো, ওঝা-বোদ্যর দারুয়ে ন ধরে পারাদে গরিবঙ্গে। (রুগিগুনোর মারামারি। দেবান্যে আ বঝমপুদি হনমদে জোল সোরেই দি তারারে যার যার বিচ্চোনত ফেলেবাক)।

।।৬।।

বঝমপুদি আ সদরে পদেধি আহ্‌দদন।

সদরঃ বঝম, তে তোমার যমচুরি দারু বানানা হুদ্দুর অহ্‌ল'?

বঝমঃ আর বর বেচ বাগি নেই। (সদরে আহ্‌জি উধিলো) ন আহ্‌জিচ। তে ওহ্‌ই ন পারে। আমিদ' ন হোর যে আমা দারুগান্নোই তুই অমর অহ্‌বে। আমি হোত্তেই আমা দারুঘান হেহ্‌লে তর আয়ু বারিবো।

সদরঃ হোত্তোমান?

বঝমঃ ছয়গুন। মানে, ইক্কো মানুঝর যদি এমনে একশত বঝর বাজিবার হধা অহ্‌য়, তে যদি আমা দারুঘান হাহ্‌য় আ আমা হধা মজিম চিগোন-চাগোন হয়েকখান হাম গরে, সালে তে বাজিবদে ছয়শত বঝর।

সদরঃ ও বাবা!

বঝমঃ এমনিতেই ইক্কো মানুঝে নেশা-ভাঙ ন গরিলে আ ধ্যান-

সাধনা গরিলে, তার আয়ু প্রায় দেরগুন বারি যায়।

সদরঃ আঝলে ?

বঝমঃ তে হি ? হারন, ধ্যান- সাধনায় হিয়ের ক্ষয় হোমেই দে ইয়েন বেঘে হহ্‌বর পান। আমা দারুগানে বাজি থেবার হারনে মানুঝর হিয়ের যে ক্ষয়ান অহ্‌য়, সিয়েন হমেনেই এক্করে নেইদে সান গরি দি পারিবো। যারফলে মানুঝর ঈয়েত বারি ওহ্‌ই যেব' ছয়শত বঝর।

সদরঃ আ ও লুদিঘান ? হি নাঙ জানি লুদিগানর ?

বঝমঃ লুদিগানর নাঙ গমে চিন ন পায়। বাভা নাঙ দেদে দিওলুদি। দিওলুদির পাদা একখান মুম গরি থেলে হিচ্ছু ন হেহ্‌য়ে গরি সাত দিন সঙ থেই পারে।

সদরঃ সিয়েনে সালে আয়ু বারেই ন দে ?

বঝমঃ সিয়েন নয় দ'। দিওলুদির পাদাগানই গরেধে আঝল হামান। আমি বেঘে ইক্কুনু যে বাবদর হাহ্‌না হেহ্‌ই, মানে, ভাত, এহ্‌রা-মাচ, লাদা-পাদা - ইয়েনিয়ে হিন্তু হিয়ের ক্ষয় বারেই দে। হারন ইয়েনি অহ্‌জম গরদে হিয়েনর হিঝু না হিঝু বলর দরকার অহ্‌য়। হিন্তু দিওলুদির একখান পাদা যেহেতু সাতদিনর হাহ্‌নার সমান সেনত্তেই বলো লাগের বানা চোদ্দ ভাগর এক ভাগ। যার ফলে.........

সদরঃ আচছা, ওয়ে ওয়ে। মুই সেদক্কানি বুজিধুঙ নয়। বানা বুঝি পারঙর দিওলুদির চাচ গরি পাল্লেদ' পিথিমিত ভাদ' রাত আর থেদ' নয়।

বঝমঃ আ অয়দ'। সেনত্তেই বাভা যমচুরির তালিক্কোত্থুন বেচ সিয়েন তোগার। (বলি সমেলগি)

বলিঃ ও তুমি ইধুনি ? রাঙা আদামর হালামোদাঘি পেলেধেসে তোমারে এহ্‌ল বানেবাক্কে।

সদরঃ আন্দাজি সিঙিরি হনা গম নয়দ' বলি। বঝরপত্তি সিঙিরি মানুচ পিদে হাহ্‌ন; তারা আদাম্যায়ো পিদে হাহ্‌ন আমা আদাম্যায়ো। হিন্তু এঝ সঙ আমি হহ্‌বর ন পেলঙ হন্না গরে সিয়েনি।

বঝমঃ পিদে হেহ্‌য়েগুনোত্তুন জিদ্দুর শুনো যায়দ' হালাহানিলোই মু বানি তারা পাচ-ছজন এঝন - ধুম-দাম পিদি-পাদি যিন্নিত্তুন এঝন সিন্নি ধেই যান্নোই।

বলিঃ একজন যদি সিত্তুন ধরি পেধুঙ, তিন ভুগে আমাদ গরি পেদত্তুন বেক নিহ্‌গিলেলুঙুন।

সদরঃ এমনদো ওহ্‌ই পারে, তারা আমাহ্‌ আদাম্যায়ো নয়, তারাহ্‌ আদাম্যায়ো নয়।

বজমঃ সালে হন্না সে হালামোদাঘি ? একবার পেলে মুই সিগুনোরে এমন ঝিগির মারিম, তারার বাপ্পুনেয়ো অন্য দেঝত যেনেই এক্কেনা শরনাত্থি ওহ্‌ই পেদাক্কোই মালে।

সদরঃ সিয়েন ভাবা পরিবো। এচ্চে আপাতত যেই।

।। ৭ ।।

বোদ্যেয়ে ঝারত দারু তোগার। তা পিঝে পিঝে নেনাঙ্যা দারুবনা হানাত।

নেনাঙ্যাঃ ও এক্কেনা লারে আহ্‌তনাও। মুই ইন্ধি দারু বনাবো ন জিনঙর। চাধেবো হুন্ধি যার। এক্কেরে সাপ-চেরা ন থেলেয়ো থায়দে ধক।

দেবান্যেঃ হাক্কে ফুরেবঙ, আর বানা (লিস্টিগান চেনেই) সাদেচ পত। (পিঝেধি মুগোর আহ্‌দত হালাহানিলোই মু বান্যা চেরজন মানুচ সমেলাক্কি)

নেনাঙ্যাঃ মুই আর পাত্তুঙ নয়। মর ভিলে পেত পুরেল্লোই। হন সে পোত্যা আমল্যা লাম্মেইদে আঙুলো মাধালোই হোলা ভাত হেনেই।

হধাগান হোনেই নেনাঙ্যা ফুক গরি বজিলো। লগে লগে একজনে তারে পিঝেন্নিত্তুন মুগুরেল। নেনাঙ্যা ধুলি পরিলো। দিজনে দেবান্যেরে পিঝেন্নিত্তুন জাবেরেই ধরিলাক্কোই। বাগি দিজনে বর্গিহাবর এক্কান্নোই দেবান্যেরে মু উরেইদি ভুদি গরিলাক। সে পরেধি ভুদি সুমুত্তো ভারগরি ঝার' মুক্যা নিলাক্কোই। নেজাদে সলাত বেঙা দেল'। দেনেই দুমুরি দুমুরি আদাম' মুক্যা এল'।

বেঙাঃ ও হারেবো, হালামোদাঘি ধরি নেযাদন্নোইদে। (বজমপুদি, সমারলাল, বলি, ধলাহার্বাচ্যা, টেঙাচান - ভেক্কুনে থুবেলাক্কি)

ভেক্কুনেঃ হোই, হুন্নি ?

বেঙাঃ উয়ো, উন্নি।

ভেক্কুনেঃ যেই যেই যেই - চেয়োই। (ভেক্কুনে ঝারত এলাক। তোগাদে তোগাদে নেনাঙ্যারে সুক পেলাক্কি। তারে হনমদে পানি সক্কা দিনেই, বিজোন বিজিদি সান্ন গরেলাক।)

নেনাঙ্যাঃ পেত পুরের !

বঝমঃ বাভা হোই ?

নেনাঙ্যাঃ পেত পুরের !!

ধলাহার্বাচ্যাঃ ও, আ হুধু গেলস্যা দেবান্যে।

বলিঃ নাহি হালামোদাঘি তারে নিলাক্কোই ধরি।

বঝমঃ ও বা, হুধু গেলে !

সদরঃ তে হায় হুরে তোগেই চেলে হেধক্যা অহ্‌য় ?

ধলাহার্বাচ্যাঃ অহ্‌য়দেস্যা, অহ্‌লে এভ' বর দুরোত নি ন পারন অহ্‌বল। (তোগা ধল্লাক)

সদরঃ ও... জিধু !

বঝমঃ ও বা...! (ভালক্কন তোগানার পরে)

সদরঃ আ দ' বেলো পরি এল', হি গরিবোঙ হাক্কা ?

ধলাহার্বাচ্যাঃ যক্কে ন পেলঙ, সালে দেবান্যে এ বামত নেই পারাপাঙ। দুরোবামানিতদ' হেল্লে ন অহ্‌লে তোগেই পারা যেদ' নয়। দাক ভেক্কুনোরে।

সদরঃ ও সমার, ও বলি, যেই যেই - ফিরিবঙ্গে এচ্চে।

ধলাহার্বাচ্যাঃ তুমি ইয়ে গোচ্ছো ভেইপুত। গাবুচ্যাগুনে এচ্চে রেদোর মধ্যে এক্কা উদো লোয়ো - দেবান্যেরে নাহি রাঙা আদামত নিলাক।

সদরঃ অহ্‌ব' আয়।

।।৮।।

বলাবদ সিঙর ঘাদি। বলাবদ সিঙ গদিত বোই থেব'। চেরজন হালা হানিলোই মু বান্যা মানুঝে ভুদিত্তুন দেবান্যেরে নিহ্গিলেনেই সরি যেবাক্কোই।

বলাবদ সিঙঃ আয় আয় দেবান্যে নানু, বঝা ওহ্ক গরিবর ঘরত।

দেবান্যেঃ ও মারে মা, এক্কেনাত্তেইদ' মারেই ফেলান। আ ইয়েনি হেধক্যা চলাচলি।

বলাবদঃ মাপ গরিচ দেবান্যে নানু। তরে এক্কেনা তুচ্ছে হাহ্বেলুঙ্গে আয়।

দেবান্যেঃ তে তর হি হামত্তেই মরে ভুদি বানি আনিলে ?

বলাবদঃ শুনিবে আয়। আগে জিরেই ল'। ভাত-পানি হেহ্নেই আগে হিয়েঘান দর' গরি ল'।

দেবান্যেঃ না না মর সময় নেই। হ হি হাম।

বলাবদঃ শুন্নোঙ্গে তুই ভিলে হি যমচুরি দারু বানর ?

দেবান্যেঃ আ অহ্যদ'। হিয়া ?

বলাবদঃ সিয়েনদ' যার তার আহ্দত পরিলে গম ন অহ্ব'। মুই চাঙ তুই ম ঘরত থেনেই নিরাপদে দারুঘান বানা। মুই তরে বেক জায়-জুক্কোল গরি দিম।

দেবান্যেঃ আ সিয়েন হিঙিরি অহ্দ' ? মর বই-পত্তর, যন্ত্র-পাদি বেক ঘরত। সিয়েনি সারা মুই হিলোই হি বানেম ?

বলাবদঃ তর সে চিদে গরা পত্ত নয়। সিয়েনি ভেক্কানি আনিবার মুই ইক্কুনু জুক্কোল গরঙর।

দেবান্যেঃ আচ্ছা ! আজলে তুই হি চাচ্ছে, মরে এক্কা ভাঙি হ্ধে।

বলাবদঃ মুই হি চাঙ ? হা...হা...হা..... মুই চাঙ্গে অমর ওহ্বাত্তেই! মুই চাঙ্গে অমর ওহ্নেই গদা পিত্থিমিঘান মর মুহ্দর ভিদিরে ভরেবাত্তেই। মুই চাঙ্গে গদা পিত্থিমিয়ান রাজা ওহ্নেই শাসন গরিভার। হা....হা....হা....!

দেবান্যেঃ তুই ভুল বুঝর বলাবদ ভেই। মুই হন' অমর ওহ্বার দারু ন বানাঙরদ'।

বলাবদঃ তুই মরে ভুগুলি দিবার চেষ্টা ন গরিচ দেবান্যে। আয় থাগদে ম হ্ধাগান মানি ল। আ ন অহ্লে .....।

দেবান্যেঃ না, মুই হন দিন ত হ্ধাত রাজি ওহ্ই ন পারিম। মুই চাঙর ম দারুগান্নোই গদা পিত্থিমির মানেয়ুনোর মঙ্গল ওহ্ক। তুই আগুলত্তে বানা ত মুঝুঙান.....।

বলাবদঃ মুই ত লেকচার শুনিদুঙ ন চাঙ পল্লান্যে। তুই রাজি আঘচ না নেই হ ?

দেবান্যেঃ না নেই। (বলাবদ সিঙ আহ্দর ইজিরে গরিলো। তা মানুচ্ছুনে দেবান্যেরে ধরিলাক্কি)

বলাবদঃ ভাত-পানি হিচ্ছু ন দিবা, ম হ্ধা ন মানে সঙ। নেজগোই। (নিলাক্কোই)

।।৯।।

বলাবদ সিঙর ঘাদি। বলাবদ গদিত বোই আঘে। মিজিলিক্যা তার ঠেঙ চিবি দের। ধলা হার্বাচ্যা সমেলগি।

বলাবদঃ আয় আয় হার্বাচ্যানানু। বেঘে সুক আগধে ননে ?

হার্বাচ্যাঃ আঘিই হনমদে। আচছা শুন্নোচনি, দেবান্যেরেদে পা ন যাত্তে পোচছুত্তুন ধরি ?

বলাবদঃ হোই ন শুনোঙদ'।

হার্বাচ্যাঃ ঈধো মোনো লেজাত দারু তুলো যেনেই হুন্না হালা হানিলোই মু বানি এনেই তারে ধরি নেযেয়োন্নি। (মিজিলিক্যা পানি এক গলচ আ ফল-পাগোর এক হদরা আনিনেই হার্বাচ্যা মুজুঙে থলগি)

বলাবদঃ ল হার্বাচ্যা নানু সিগুন। আ তা লঘে হন জন ন এলাক ?

হার্বাচ্যাঃ বানা নেনাঙ্যা এলধে। তারে আগে শিরেত মুগুরেনেই বেসত গোরেয়োন, তে দেবান্যেরে নেযেয়োন্নোই ধরি।

বলাবদঃ হন জনে দেকখোন নেনা ধরি নেযাদে ?

হার্বাচ্যাঃ বানা ইক্কো গুরোই দেক্কেদে। হালা হানিলোই মু বান্যা এল হেনেই তে মানুচ্ছুন চিনি ন পারে।

বলাবদঃ ল হার্বাচ্যা নানু। মিজিলিক্যা, একখান আহ্ত ধোবার জাগা দেঘিনাও। আ হুধু নিলাকস্যা দেবান্যেরে।

হার্বাচ্যাঃ ইয়ে, হিচ্ছু মনে ন গরিলে একখান হ্ধা হ্ধুঙ !

বলাবদঃ হি হনা।

হার্বাচ্যাঃ শুনো যেয়েদে আমা দেবান্যে নাহি ত ঈধু। হাহ্ম হাহ্ঙর মরে তুই ভালকবার উপকার গচ্ছোচ বলাবদ ভেই। হিন্থু দেবান্যেদ' হন' দুচ ন গরে। আদামর বেঘর ভালা-মন্দ চায় তে। শহর-বন্দর' ডাক্তর-হাসপাতালর র'-বাদাচ দ' আমি ন পেই। তে সারা আমি এব্ভেরে বাজিদঙ নয়।

বলাবদঃ ও হুন্না হয়দে সিয়েনি ? না না, হার্বাচ্যানানু, তুই মরে ভুল বুঝোর। দেবান্যেরে ধরি আনিনেই মুই হি গত্তুঙ ?

হার্বাচ্যাঃ না, মানে গুরোভো যিঙিরি হল' মানুজচুন ত মানুজ ওহ্বাক পারা পেয়োঙ্গে।

বলাবদঃ হালামু বান্যা মানুজচুন মর ভিলি আর হাররে হোয়োচ নেনা ? চেচ, হলে হিন্থু তুয়ো মরিবে। সেবাদে, হালা হানিলোই মু বান্যা অহ্লেই যে ম মানুচ ওহ্বাক তার হন মানে নেই।

হার্বাচ্যাঃ বুজিলুঙ।

বলাবদঃ তে হার্বাচ্যা, হন আক্কলে তুই মরে সন্দেহ গরচ ? দেবান্যে যে হামত ধোচ্ছে, তারে যে পায় দেচ-বিদেঝত্তুন এনেই ধরি নেযেই পারন্নি। তুয়ো সাবধানে থেচ !

হার্বাচ্যাঃ আচ্ছা !

।।১০।।

দেবান্যেরে ইক্কো হুহ্লিত বানি থোয়োন। দেবান্যে ইন্ধি-উন্ধি আহ্দা-উদো গরের - বুদ্ধি জোরার।

দেবান্যেঃ (বন্ধ দোরানত মু দিনেই) মিজিলিক্যা ! ও মিজিলিক্যা ! আ সিবে হুধু দুবিলগোই। তে ভিলে মরে চুগি দেত্তে। ও..ও..মিজিলিক্যা ! (মিজিলিক্যা ধাবা ধাবা এল')

মিজিলিক্যাঃ হি ওয়ে ? আ হি পেদা সারর ? হেল্লেত্তুন ধরি হিচ্ছু

হেহ্‌ই ন পাচ, জিয়ে রবো ন হমে।
দেবান্যেঃ যা, সিঙরে দাক্কোই যা।
মিজিলিক্যাঃ হিয়া ? হোই ন দিচ বুঝো মুই তরে চুগি ন থাঙ্গে সিয়েন। আ হক্কন দোরো বারে থিয়েই থেম হাঙুরো পুজো গরি। ইন্ধি হাক্কে হাক্কে রাঙাচুলি মিসকল দে।
দেবান্যেঃ হোই ন দিম, হোই ন দিম - যা ঝাদি বলাবদ সিঙরে দাক্কোই যা। (মিজিলিক্যা বলাবদ সিঙরে দাগি আনিলগোই)
বলাবদঃ হিত্তেই দাগত্তে দেবান নানু ?
দেবান্যেঃ তে দারুঘান বানেই ফুরেলে মরে ইরি দিবেদ' ?
বলাবদঃ উঃ, অমহত্য দিম। আ সেক্কে তরে বানিহ্‌ রাগেনেইয়ো মুই হি গত্তুঙ ?
দেবান্যেঃ মুই একখান লিস্টি দোঙর - এ বোয়ুন আ দারুগানি ম ঘরত্তুন আনি দিবাল্লোত্তে হ সালেন। (লিস্টিগান দিলো)
বলাবদঃ আচছা, অহ্‌ব' আয়। (বলাবদ সিঙ আ মিজিলিক্যা গেলাক্কোই। যেবার আগে মিজিলিক্যা বারেত্তুন দোরান বানি দি গেল')
দেবান্যেঃ এক্কেনা বাচ্ছাক, হবাল পরা বলাবদ সিঙ। এবার গমেদালে চিনিবে অমর অহ্‌না হারে হয়।

।।১১।।

ধলা হার্বাচ্যার ঘর। রাঙা হার্বাচ্যা আ দঝবলে সমেলাক্কি।
ধলাহার্বাচ্যাঃ আ তোমারেদহি ন চিনঙর ?
রাঙাহার্বাচ্যাঃ ম নাঙান রাঙাহার্বাচ্যা। তুমি নাহি ধলাহার্বাচ্যাদাঘি ?
ধলাহার্বাচ্যাঃ অহ্‌দে অহ্‌দে ! এঝ এঝ বঝগি। হধক ভিলোন পরে। হন চিগোন' লক্কে এক লঘে গুলি হাহ্‌রা হোয়েইদে। সে পরেধি আরদ' দেঘা-দেঘি নেই। তে হিত্তেই নাহি ?
রাঙাহার্বাচ্যাঃ এলঙ্গে আয় এক্কেনা হহ্‌বরা-হহ্‌বর লো। তে দেবান্যা পইদ্যানে হি ভাবর ?
ধলাহার্বাচ্যাঃ আ হি ভাবিবো। চেরোহিত্তেদ' তোগাতোগি গরির। এভ' হন' উদো গরি ন পারিলঙ। (ঘর' ভিদিরেদি মু বাবেনেই) মাধন', এক্কেনা দাবাবো চেই দেধে।
রাঙাহার্বাচ্যাঃ মুই হহ্‌বর পাঙ ধলা আদামত হন হিচ্ছু অহ্‌লে আক্কে আমারে তাগিবা। হিন্দু দেবান্যার হধা শুনিনেই থেই ন পারি মুই নিজে এই পেলুঙ্গে।
দঝবলঃ ধলা আদামর মানুজ অহ্‌লেয়ো দেবান্যা আমারে হনদিন ন ফেলায়। আবদে-বিপদে অনসুর রিনি চেয়ে। (ধলাহার্বাচ্যা ঝিবোই দাবা বাঝেই আনি দিলো)
ধলাহার্বাচ্যাঃ তম্মারে এক্কেনা চা বোজেবাত্তেই হোচ।
রাঙাহার্বাচ্যাঃ তে নেনাঙ্যা ভিলে তা লঘে এল', তে হাররে ন দেঘে ?
ধলাহার্বাচ্যাঃ তা ভুলান্নোই তার গা অজন। সিত্তুনো তারে আক্কেই পিঝেদি মুগুরেই বেসত গোরেয়োন।
রাঙাহার্বাচ্যাঃ মুই ভাবঙত্তে নাহি বলাবদ সিঙে গরিলো হামান। (চা দিলোগি)
ধলাহার্বাচ্যাঃ (রাঙাহার্বাচ্যার হান' হায় মু নেজেনেই) মুয়ো সিয়েন সন্দেহ গরঙত্তে। একবার যেয়ো চেয়োঙ মুই তা ঈধু, মাত্তর তে হাহ্‌ম ন হাহ্‌য়। তে অহ্‌লে হিন্তু দেবান্যারে আর ফেরত পেভার আঝা নেই।
দঝবলঃ হিয়া, হামাক্কায় ঘেচ্চেক গরি হহ্‌বর পেলেধে দো আদাম্যা মিলি যেবঙ্গে দেব্যান্যারে হোহ্‌জা।
রাঙাহার্বাচ্যাঃ তে, থানাত হেচ গরিলেগোই হি অহ্‌য় ?
ধলাহার্বাচ্যাঃ থানাত গেলে আমি বলাবদ সিঙো লঘে বুরেই ন এবঙ। থানা-পুলিচ বেক তার আহ্‌দত থায়। হামাক্কায় ঠায়-ঠিক হহ্‌বরান পেলে দঝবলে হত্তে বুদ্ধিগান আমার ধরা পরিবদে।
রাঙাহার্বাচ্যাঃ তে যে জিঙিরি পারিই আহ্‌দা-আহ্‌ত্যা আমি হহ্‌বর লোই সালেন।
ধলাহার্বাচ্যাঃ অহ্‌দে। মাত্তর সজাক থাক্কো, বলাবদ সিঙে তের পেলে হিন্তু হাররে ইরি দিদো নয়।

।।১২।।

পল্লান দেবানে বলাবদ সিঙোর ঘাদিত দারু বানার। মিজিলিক্যা তারে আহ্‌মক ওহ্‌ই চেই আঘে।
দেবান্যাঃ মিজিলিক্যা, মরে ধরি আনদেগোই তুয়ো যেয়োচ্চে ?
মিজিলিক্যাঃ না দে।
দেবান্যাঃ তে হন্না সে অজাবিনুন ?
মিজিলিক্যাঃ উই বারে থান্নে সিগুনস্যা। বরশিরে, গদাঠেঙাদাঘি।
দেবান্যাঃ এক্কেনা দারুঘান বানেই ফুরোঙ।
মিজিলিক্যাঃ বানেই ফুরেলে ?
দেবান্যাঃ তোমারে এক ফুদোয়ো দিদুঙ নয়।
মিজিলিক্যাঃ হেহ্‌লে ঘেচ্চেকগরি অমর অহ্‌ন্নে অহ্‌নি ?
দেবান্যাঃ তে হি। জেদা বাত্যেদে সর্গত যেই পারেদে।
মিজিলিক্যাঃ মরে এক্কেনা দিচ না। এগফুদো গরি দিচ। মুই ইঝু তরে হিচ্ছু ন গরঙ। (চেরোহিত্তে ভিলভিলেনেই) তে মুই তরে বলাবদ সিঙে ভাত ন দেদে সলাত চুর গরি গরি ভাত ন হাহ্‌বাঙ্গি ? মরে এক্কা গরি দিলে অহ্‌ব'। আ ন অহ্‌লে বলাবদ সিঙোর লগে লগে এ মরার পেত্তোত্তেই যেদোক্কানি হাম গরঙর মরিলে ইঝু গুদি থেদ' নয়। চোক হাহ্‌দি ন তাঙরিম জম ধুততুনে তিগিনিত ধরি সেজেরেই নিবাক্কিদে।
দেবান্যাঃ মরে একখান হধা হবেনি হ ?
মিজিলিক্যাঃ হোম হোম ! হনা হি হধা।
দেবান্যাঃ বঝরপত্তি চর' ভুয়ান' ধানুন হন্না হাবি আনেগোই ?
মিজিলিক্যাঃ হহ্‌বর ন পাঙ।
দেবান্যাঃ হ, ন অহ্‌লে দারু পেধে নয়। দেঘরদ' ? এক ফুদো হেহ্‌লে অমর। (মিজিলিক্যা আহ্‌ত বাভায়) ইক্কে নয়, আগে হ।
মিজিলিক্যাঃ মুই নয়।
দেবান্যাঃ তে হন্না, বলাবদ সিঙে ? (মিজিলিক্যা সিরে তিগুত তিগুত গরে) আচ্ছা ! তে হালা হানিলোই মু বানিনেই হন্না রাঙা আদামত আ ধলা আদামত সাজন্যা মাধান মানুচ মারিবেত্তেই পাধায় ? বলাবদ সিঙে ? (মিজিলিক্যা শিরে তিগুত তিগুত গরে) যদ' তে এহ্‌না জালেয়েদে এহ্‌দক ভুলোন। এক্কেনা দারুঘান বানেই ফুরোঙ ! মুয়ো

পল্লান দেবান। এক্কেনা দারুগানি বানেই ফুরোঙ .... বাস্, দারুগানির জুক্কোল শেচ।

মিজিলিক্যাঃ হোই, দে মরে।

দেবান্যাঃ শুন, বলাবদ সিঙো আহ্দত পলে হিন্তু তোমারে দিদো নয়। তে হহ্বর ন পাদে তুমি হ। যা, বরশিরেদাঘিরে ডাক্কোইযা।

মিজিলিক্যাঃ আচ্ছা, যাঙ সালে। (বরশিরেদাঘি চের জনরে ডাগি আনিলোগোই)

দেবান্যাঃ এঝ' এঝ'। হন্না আগে হেহ্ব' ? (মুই মুই গরি ভেক্কুনে আক্কোই এলাক) আ, তোমাল্লোই অহ্দ' নয়। এক জন এক জন গরি এঝ'। মিজিলিক্যা, তুই মরে দারু বানাদে বল দোচ হেনেই তুই আগে আয়।

মিজিলিক্যাঃ (দারুঘান চুমি চেনেই) আ ইঝু ফকগুজো বাচ !

দেবান্যাঃ আ এত্তোমান তুর দারু বুঝো সত্যে বাজ অহ্দ' ? নাগ ধিবেই দি হা। (দারুঘান হেহ্নেই মিজিলিক্যা পথম মহ্ঙসা অহ্ল', সে পরেধি গিরগিরেই গিরগিরেই এহ্ক্কা ধরিলো। সে পরেধি হিদিক হিদিক আহ্জা ধরিলো।)

বরশিরেঃ আ তে হি সেধক্যা গরের ?

দেবান্যাঃ সিয়ে পথম পথম অহ্য়দে। এঝ', তুমি এঝ' এহ্বেল। (তারারে জুদো শিজিরিত্তুন হাহ্বেব')

গদাঠেঙাঃ আ মিজিলিক্যারে উ্ভোখুন নয় হাহ্বেয়োচ্চে ?

দেবান্যাঃ তারে হাহ্বেয়োঙ্গে এক আহ্জার বঝর বাজেদে দারু। তোমারে হাহ্বাঙত্তে এক্করে অমর অহ্য়দে দারু। (দারুঘান হেহ্নেই তারায়ো পথম মহ্ঙসা ওহ্লাক। সে পরেধি তারা এক জনরে এক জনে রিনি চেই হি হোভার চেলে মুওদি হন র' ন নিহ্গিলে। মিজিলিক্যা আহ্জে আ বরশিরেদাঘি আহ্দ' ইজিরেদি হি হো হি গরন। বোদ্যেয়ে জুদো ইক্কো দারু শিজিরি লোনেই গুধিবোত্তুন নিহ্গিলিনেই তারারে তালা-চাবি মারি থল'। সে পরেধি বলাবদ সিঙো গুধিবো হিত্তে গেল'।

দেবান্যাঃ বলাবদ ভেই।

বলাবদঃ হন্না ? (দেবান্যারে দেনেই উগুরি উধি) আ তুই হিঙিরি এলে ?

দেবান্যাঃ দারুঘান বানেই ফুরেয়োঙ হেনেই মিজিলিক্যাদাঘিরে হোই-হুই তরে পথম দিবেত্তেই এচ্চোঙ্গে।

বলাবদঃ হোই, চাঙ !

দেবান্যাঃ এয়ে। (দারুঘান দিলো)

বলাবদঃ হাঃ হাঃ হাঃ। মুই এবার অমর ! অমর ! ন মরিম আর মুই! মুই অমর ! মাত্তর পল্লান্যা ? চুঃ চুঃ চুঃ। তরধ এবার মরা পরিবো। (সুরি একখান নিহ্গিলেনেই) মরে মাপ গরিচ দেবান্যা নানু.....।

দেবান্যাঃ বাচ্ছাক, বাচ্ছাক ! মরে আগে মারিলে, তে দারুঘান হেহ্বার পরে তরে হন্না ঝারিবো ?

বলাবদঃ মানে ?

দেবান্যাঃ মানে, চোরোনধরা ইক্কো আন্নোই যা।

বলাবদঃ হিয়া ?

দেবান্যাঃ তুই দারুঘান হাহ্নার পরে মুই সিবেলোই তরে ঝারি পেমদ'। ন অহ্লে দারুগানে ধরিদো নয়।

বলাবদঃ ও আচ্ছা ! (চোরোনধরা ইক্কো আনিলোগোই)

দেবান্যাঃ হা এভেল। (বলাবদ সিঙে দারুঘান হেহ্নেই ভেগেদেই উদিলো। দেবান্যা চোরোনধরাবোলোই মন্দর জবি জবি তারে ঝারা ধরিলো)

বলাবদঃ উঃ, ওমা ! দেবান্যা তুই মরে ঝারর না মারর ?

দেবান্যাঃ বাচ্ছাক না। (হাক্কন থেনেই বলাবদ সিঙে আহ্ততানি রাদা ধোক্কে ঝাগারা ধরিলো। সে পরেধি দাক হারা ধরিলো 'হেক্‌কেরে হেক, হেক্‌কেরে হেক' গরি। দুমুরি বারে নিহ্গিলিলগোই। বারে নিহ্গিলিনেয়োই আর' দাক হারিলগোই 'হেক্‌কেরেহেক'।)

দেবান্যাঃ হবালপরা - হেঝান পাচ ? দাকহার এবার সারা জনম। (দুমুরি ঘর মুক্যা গেলগোই)।

।।১৩।।

নাচ-গীদোর অনুষ্ঠান চলের। দেবান্যে, বজমপুদি, রাঙাহার্বাচ্যা, ধলাহার্বাচ্যা ওঘিত বোই আঘন। রাঙা আদাম্যা, ধলা আদাম্যা বেঘে এচ্চোন নাচ-গীত চেভাত্তেই।

দেবান্যেঃ বাপ-ভেই, মা-ভোন লক। তুমি বেঘে জানি পারিলা আমি এধক ভুলোন ধরি দি আদাম্যায় যে মারামারি-হাবাহাবি গরি এঝির সিয়েনির পিঝেধি আজলে এল' বলাবদ সিঙে। তেয়োই আমারে হোল বাঝেই দিবাত্তেই আমা দুও আদাম্যারে হালা হানিলোই মু বান্যা মানুচ বাঝেইদি মারিদো। তেয়োই বঝরপত্তি চর' ভুয়ান' ধানুন হাবি নিদঘি। তেয়োই আমা দুও আদামত দাগেদি গরিদঘি। এবার আমি তা আহ্দত্তুন সরান পেলঙ। দুও আদাম্যায় সঙ-সমারে এবার আমি সুগে-শান্দিয়ে জিঙহানি গোঙেই পারিবোঙ।

তে, মর যমচুরি দারু বানেবার হধাগান। পথম হঙ দিও লুদিগানর হধা। জিয়েনর একখান পাদা মুম গরি থেলে সাত দিন সঙ হিচ্ছু ন হেহ্ই থেই পারে। লুদিঘান মুই এভ' সঙ সুক ন পাঙ। সিয়েন এভ' সঙ তোগাঙর। আ অমর ওহ্বার দারুঘান - জিয়েনর লুভে মরে বলাবদ সিঙে ধরি নেজেয়ে - গমে হধ গেলে সিয়েন হন দারু নয় - সিয়েনি অহ্লদে হয়েকখান হাম - জিয়েনি গমে গরিলে যমচুরি ওহ্ই পারে। বেঘত্তুন হুহ্জির হহ্বর অহ্লদে, যে হামানি গরিলে যমচুরি ওহ্ই পারে ভিলি শিপচরনর শেচলামাভোত লেঘা আঘে, সিয়েনি ভেক্কানি আগেত্থুনধরি আমা আঘরতারাগুনোত আ আমা ঘরর বুদ্ধ ধর্মর বোয়ুনোত লেঘা আঘে পরাক পরাক গরি। আমার বেঘর ঘরে ঘরে লেঘা আঘে শিপচরনর যমচুরি বিদ্যার তালিক্কো। দরকার বানা গমেদালে পালেবার। সেনত্তেই আমি ঠিগ গোচ্ছেই - যে চর' ভুয়ান্নোই আমি দি আদাম্যায় এধক-ভুলোন জোল বাঝেই এচ্ছেই সুয়োত দি আদাম্যা মিলি একখান দোল হিয়োঙ বানেবঙ। (ভেক্কুনে হুহ্জিয়ে আহ্ত তালি দি জগার পারি উধিলাক। ঝাগ' সেরেত্তুন বলাবদ সিঙেয়ো দাক হারি উধিলো 'হেক্‌কেরে-হেক'।)

।।থুম।।

31st TRIPURA STATE LEVEL BIJHU FESTIVAL ORGANISING COMMITTEE

Madhab Master Aadam, Manugung, Tripura.

12th, 13th & 14th April 2012.

Executive Committee

Chairman - Sri Arun Kumar Chakma, MLA
President - Biman Kanti Dewan, Ex-MDC
Vice President - Sri Mano Mohan Chakma
Vice President - Sri Sukhamoy Chakma
Secretary - Sri Paritosh Chakma
Asstt. Secretary - Sri Mahadev Chakma
Asstt. Secretary - Sri Julias Chakma
Asstt. Secretary - Sri Manoj Kanti Chakma
Convenor - Sri Bimal Reang, SDM, Longthorai Velley
Joint Convenor - Smt. Sarojini Chakma, H/M, Madhab Chandra Higher Secondary School
Cashier - Sri Jnana Prabin Chakma, I/S, Chailengta
Asstt. Cashier - Sri arun Bikash Chakma
Organizing Secretary - Sri Ajit Kanti Chakma
Sri Matilal Chakma
Sri Tapan Chakma

Members

1. Sri P. K. Debbarma, BDO, Manu R. D. Block
2. Sri Shanti Ranjan Chakma, BDO, Chawmanu R. D. Block
3. SDPO, Manu/Chawmanu
4. DFO, Manu Division
5. Sri Sushanta Chakma, SDO, PWD
6. SDMO, Chailengta
7. CDPO, Manu/Chawmanu
8. Sub-ZDO, Manu/Chawmanu
9. O/C, PS, Manu/Longtorai Velley
10. SSO, Fire Service, Manu
11. Sri Mriganka Chakma
12. Superintendant of Agriculture, Chailengta
13. Superintendant of Horticulture, Manu
14. Superintendant of Fisheries, Manu/Chailengta
15. SDO, Water Resources, Manu

Advisory Committee

1. Nirajoy Tripura, MLA
2. Bijoy Hrangkhwal, MLA
3. Gajendra Tripura, EM, TTAADC
4. Sandhya Rani Chakma
5. Matilal Suklabaidya, Chairman, BAC, Manu
6. Sabitri Debbarma, MDC, TTAADC
7. Shanti Rani Debbarma, VC, Mainama
8. Kshirode Chakma, VC, Manu
9. Anil Kumar Chakma, Ex-MLA
10. Sushil Kumar Chakma, Ex-MLA
11. Abhishek Singh, DM & Collector, Dhalai
12. Tushar Kanti Chakma, Director, Handloom
13. SP, Dhalai
14. Meghanad Chakma, ZDO, Ambassa
15. Commandant, 8th Bn, TSR, Lalcharra
16. Commandant, 103 Bn, BSF, Nalkata
17. Dr. Sujit Chakma, CMO, Dhalai
18. SDMO, Longtorai Velley
19. Amulya Kumar Reang, Asstt. Project Director, SSA
20. Jogamaya Chakma, Joint Director, Education
21. Kshudiram Chakma, SRO, Social Education, Agartala
23. Krita Ranjan Chakma, Joint Director, Tourism
24. Swarna Kamal Chakma, Deputy EO, TTAADC
25. Pratap Chakma, Senior TCS
26. Deputy General Manager, TSEC, Manu

27. Deputy Director, ICAT, Dhalai
28. MO I/C, PHC, Manu
29. Mohitlal Dewan
30. Purnima Chakma
31. Basudeb Das
32. Mohan Lal Dewan
33. Bindu Lal Karbari
34. Satya Priya Chakma
35. Samaram Debbarma, VC, Mainama
36. Madan Chakma, Tilakpara
37. Gouri Chakma, H/M
38. Samarjit Chakma, H/M
39. Basudeb Chakma, H/M
40. Malay Dewan, Silachari
41. Megha Baran Chakma, Kailashahar
42. Chitta Ranjan Chakma, Baganbari
43. Atindra Chakma, Tilakpara
44. Makhan Das, VC, Chailengta
45. Sujit (Basu) Dev, Chailengta
46. Sneha Ranjan Chakma, Manager, Co-Operative Bank
47. Prasanta Chakma, Baganbari
48. Mangal Debbarma, Baganbari
49. Pradip Chakma, Shantipur
50. Bimal Momen Chakma, Machmara
51. Debabrata Chakma, H/M
52. Amalendu Chakma, TCS, Agartala
53. Soumitra Chakma, TCS, Kailashahar
54. S. R. Khisa, Agartala
55. Kakali Chakma, Agartala
56. Niranjan Chakma, Kanchanpur
57. Adv. Pratibindu Chakma, Agartala
58. Prof. Goutam Chakma, Agartala
59. Mohini Mohan Chakma, Machmara
60. Pragati Chakma, Gandacharra
61. Amalendu Chakma, Baganbari
62. Shanti Priya Chakma, Baganbari
63. Fuleshwar Chakma, Nabincharra
64. Babru Bahan Chakma, Nabincharra
65. Manoj Dewan, Manikpur
66. Anil Baran Chakma, Andharcharra
67. Mahian Chakma, Baganbari
68. Parimal Debbarma, Baganbari
69. Mayukh Chakma, Baganbari
70. Padma Debbarma, Baganbari
71. Ajoy Chakma, Agartala
72. Samiran Chakma, Kumarghat
73. Ratnasen Chakma, Chailegta
74. Suniti Chakma, Chailengta
75. Manobihari Dewan, Baganbari
76. Hirajiban Dewan, Baganbari
77. Dr. Dayashis Chakma, CHC, Manu
78. Hiran Chakma
79. Dr. Shoubhik Debbarma, CHC, Manu
80. Ajit Baran Dewan
81. Pranay Chakma, Ex-ASP, Arunachal Pradesh

Cultural Sub-Committee

1. Senior Information Officer, ICAT, Longtoraivelley, (Joint Convenor)
2. Talea Dewan
3. Tapasi Chakma
4. Kripa Mohan Chakma
5. Kanan Chakma
6. Janaki Chakma
7. Karpan Chakma
8. Nabanna Chakma
9. Alokananda Chakma
10. Pratap Chakma

Disciplinary Sub-Committee

1. O/C, Manu/Longtorai Velley, (Joint Convenor)
2. Bhuja Ranjan Chakma
3. Mano Mohan Chakma
4. Paritosh Chakma
5. Arun Bikash Chakma
6. Priyatosh Chakma
7. Bishal Chakma
8. Rupak Chakma
9. Ajit Kanti Chakma

Stage, Exhibition & Decoration Sub-Committee

1. Jyotindra Jamatiya, SDO, DWS (Joint Convenor)
2. Priyatosh Chakma
3. Bankim Dewan
4. Priyo Shanti Chakma
5. Uday Chan Chakma
6. Sukanta Chakma
7. Vanjan Chakma

Information & Publicity Sub-Committee

1. Ajit Kanti Chakma (Joint Convenor)
2. Matilal Chakma
3. Tapan Chakma
4. Julias Chakma
5. Suniti Chakma (Bara)
6. Surajit Chakma
7. Mrinal Kanti Chakma

Souvenir Sub-Cpmmittee

1. Kusum Kantin Chakma (Joint Convenor)
2. Mahadev Chakma
3. Matilal Chakma
4. Sujoy Chakma
5. Ajit Kanti Chakma

Finance Sub-Committee

1. Jnana Prabin Chakma (Joint Convenor)
2. Biman Dewan
3. Paritosh Chakma
4. Sukhamay Chakma
5. Tapan Chakma
6. Hitlar Dewan
7. Matilal Chakma
8. Mahadev Chakma
9. Nila Kanti Chakma
10. Inanta Chakma
11. Sujoy Chakma
12. Mriganka Chakma
13. Mano Mohan Chakma
14. Aniruddha Chakma
15. Annapurna Chakma

Sports & Games Sub-Committee

1. Banajit Bagchi, SO, Longtorai Velley, (Joint Convenor)
2. Deb Kumar Chakma
3. Biplab Chakma
4. Prapriti Chakma
5. Sanjib Chakma
6. Joydip Chakma
7. Juliet Chakma
8. John Jewel Chakma
9. Kanup Chakma
10. Pushpa Dhan Chakma

Food Sub-Committee

1. Mano Mohan Chakma
2. Raju Chakma
3. Sudipta Chakma
4. Manoj Kanti Chakma
5. Bijoy Chakma
6. Sanjib Chakma
7. Annada Chakma
8. Purnajoy Chakma
9. Jagadish Chakma
10. Sukamal Chakma
11. Milton Chakma
12. Sushanta Chakma
13. Koushik Chakma
14. Bashsa Dhan Chakma
15. Penti Chakma

Reception Sub-Committee

1. Mano Ranjan Chakma
2. Sarojini Chakma
3. Biman Dewan
4. Sulata Dewan
5. Purnima Chakma
6. Nabiba Chakma

7. Dr. Janaki Chakma
8. Dr. Anwesha Chakma
9. Alongkrita Chakma
10. Bandhana Chakma
11. Alokika Chakma
12. Prahelika Chakma
13. Portia Chakma
14. Anurupa Chakma

Bhava Chakra Sub-Committee

1. Kankan Chakma (Joint Convenor)
2. Basanta Chakma
3. Manoj Chakma (Mahesh)
4. Julias Chakma
5. Ashim Chakma
6. Rupjoy Chakma
7. Pratap Chakma

Volunteers

1. Priyatosh Chakma
2. Animesh Chakma
3. Uddipan Chakma
4. Arun Bikash Chakma
5. Surajit Chakma
6. Surajit Dewan
7. Ishita Chakma
8. Ramesh Chakma
9. Namajit Chakma
10. Sanjoy Chakma
11. Daning Chakma
12. Paltan Chakma
13. Tapan Chakma
14. Amar Sing Chakma
15. Anurupa Chakma
16. Umatara Chakma
17. Yasmita Chakma
18. Nigire Chakma
19. Ali Chakma
20. Pulak Chakma
21. Usmita Chakma
22. Antarika Chakma
23. Pattama Chakma
24. Elora Chakma
25. Dharmatma Chakma
26. Jueli Barua
27. Sanjit Chakma
28. Usha Ketan Chakma
29. Tapas Chakma
30. Dinesh Debbarma
31. Apan Kumar Chakma
32. Dulal Debbarma
33. Dipak Debbarma
34. Dharani Ranjan Chakma
35. Sumit Barua
36. Samar Bikash Chakma
37. Prashanta Chakma
38. Nirmalendu Chakma
39. Kalpa Ranjan Chakma
40. Bijoy Sing Chakma
41. Prasenjit Chakma
42. Sujan Chakma
43. Anamika Chakma
44. Arpita Chakma
45. Shanti Priya Chakma
46. Karna Chakma
47. Ayushman Chakma
48. Mukul Chakma
49. Bakul Chakma
50. Shibaji Chakma
51. Rampu Chakma
52. Kalachan Chakma
53. Arup Debbarma
54. Guddu Chakma
55. Sanjoy Kanti Chakma
56. Arolal Chakma
57. Tarachan Chakma
58. Swarna Kamal Chakma
59. Kallol Chakma

60. Ranjuni Chakma
61. Bipash Debbarma
62. Nabajit Chakma
63. Sanjib Chakma
64. Sourabh Chakma
65. Ajoy Chakma
66. Priyanka Chakma
67. Zarzia Chakma
68. Zincal Chakma
69. Apurba Chakma
70. Hemananda Chakma
71. Pragyananda Chakma
72. Jadu Chakma
73. Ashim Chakma
74. Sanjib Chakma
75. Dulal Debbarma (Jr.)
76. Juhi Chakma
77. Manmath Chakma
78. Shanti Bikash Chakma
79. Mandeep Chakma
80. Chira Jyoti Chakma
81. Surya Kishor Chakma
82. Satyajit Chakma

TRIPURA STATE LEVEL BIJHUMELA STANDING COMMITTEE (2011-2013)

1. Arun Kumar Chakma, MLA - President
2. Sushmita Chakma, Vice President
3. Sujoy Chakma - General Secretary
4. Aniruddha Chakma -Astt. General Secretary
5. Tanmoy Chakma - Cashier
6. Kusum Kanti Chakma
7. Matilal Chakma
8. Ajit Kanti Chakma
9. Arun Kanti Chakma
10. Sukhbilas Chakma
11. Chitra Mallika Chakma
12. Kusum Chakma
13. Paritosh Chakma
14. Shanti Bikash Chakma
15. Kamal Chakma
16. Debananda Chakma
17. Dipal Chakma
18. Kakali Chakma
19. Lalilaksha Chakma
20. Debabrata Chakma
21. Sumantasen Chakma
22. Darbasa Chakma
23. Members from Silachari

জাদ ভালেদির আহ্ওজ লোনেই, ধর' বেঘে আহ্দে-আহ্দ,
বানেবঙ বেঘে জধা ওহ্নেই, তজিমপুরো চাঙমা জাত।

[illegible]

'মাদি' ফগদাঙী জধা ঃ
নীল কান্তি চাকমা, দেবল চাকমা, কুসুম কান্তি চাকমা, মতিলাল চাকমা,
অজিত কান্তি চাকমা, কুসুম চাকমা, সুশান্ত চাকমা।

Ph. 9436721772/9436482808/9436535883, Website : chakmamaadi.wordpress.com,
Email : chakmamaadi11@ymail.com

রোগী কল্যান সমিতি

গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল

ধলাই ত্রিপুরা।

এখানে স্বল্প খরচে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ঠ নিম্ন লিখিত
পরীক্ষাগুলি করা হয় ঃ-

1. Hb%,
2. TC
3. DLC,
4. ESR
5. UREA,
6. CREATININE
7. URIC ACID,
8. BILLIRUBIN
9. BLOOD SUGAR,
10. WIDAL
11. URINE R/E,
12. HBSAG
13. ASO,
14. RA
15. PREGNANCY,
16. BLOOD GROUP.

চেয়ারম্যান

রোগী কল্যান সমিতি

গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল

ধলাই ত্রিপুরা।

বজর' বিদেই

আ

নুও বঝর গঝি লনার

রঙ–ধঙর সমারে ইধোত রাগা পরিবো

মা–পিখিমিরে যত্তন গরিভার।

ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ।

উন্নয়নের পথে সালেমা আর. ডি. ব্লক

আমরা সর্বদা জনগণের পাশে

১. গ্রামীন জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চলছে নিরলস প্রয়াস।

২. সম্পূর্ণ গ্রামীন রোজগার যোজনার মধ্য দিয়ে চলছে পরিকাঠামোগত সম্পদ সৃষ্ঠির কাজ।

৩. যোগাযোগ ব্যাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যে চলছে বাগান তৈরির কাজ ও SHG Group গঠন।

৪. পানীয় জলের উৎস তৈরীতে আশানুরুপ সাফল্য।

৫. বি. পি. এল. ও RoFR পরিবারে আবাসন যোজনায় চলছে গৃহ নির্মানের কাজ।

৬. স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্য, কৃষি ও পশুপালনে গুরুত্ব আরোপ।

৭. কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন।

৮. স্বচ্ছতা নিরিক্ষণে তৃতীয় পক্ষের দ্বারা হিসাব পরীক্ষণ।

ধন্যবাদান্তে -

সালেমা আর. ডি. ব্লক

A HELMET CAN SAVE YOUR
LIFE
USE IT!!!

STOP
VIOLENCE
AGAINST WOMEN

STOP DOMESTIC
VIOLENCE

AVOID ROAD TRAFFIC
ACCIDENTS

ত্রিপুরা পুলিশ

সবার কাছে সুখী এবং সম্বৃদ্ধশালী বিঝু উৎসবের
আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

এই উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো
সর্বসাধারনের কল্যানের জন্য জানানো হচ্ছে।

১। অনুগ্রহপূর্বক ট্রাফিক বিধি এবং নিয়মকানুনগুলি মেনে চলুন।

২। মহিলাদের প্রতি অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করুন এবং নিরাপদ থাকুন।

শুভ বিঝু উৎসব

TRIPURA POLICE WISHES
A HAPPY AND PROSPEROUS
BIJHU TO ALL

ON THIS FESTIVE OCCASSION TRIPURA POLICE SHALL LIKE TO CONVEY THE FOLLOWING POINTS FOR THE GENERAL WELFARE OF THE PUBLIC

☼ PLEASE OBEY TRAFFIC RULES AND REGULATIONS

☼ STOP CRIMES AGAINST WOMEN
STAY SAFE

HAPPY BIJHU !!!

১৯৬৯ থেকে এলাকার জনগনের উন্নয়নে নিরলসভাবে নিয়োজিত –

ছামনু আর. ডি. ব্লক

লংটরাই ভ্যালী, ধলাই।

৭৮৩৩ টি পরিবারকে (জব কার্ড) ৬১০১৬৯ শ্রম দিবসের কাজ দেওয়া হয়েছে। এতে মোট কাজ হয়েছে ৬৯৪ টি।

ক) ব্রিক সলিং রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে - ৪ টি

খ) পুকুর/জলাশয়/চেক ড্যাম নির্মান করা হয়েছে - ৪০ টি

গ) বিভিন্ন ধরনের ফলের বাগান (আনারস/কলা) -২০০ হেক্টর

ঘ) রাবার বাগান - ৬০ হেক্টর

ঙ) বক্স কালভার্ট নির্মানের কাজ চলছে - ২ টি

চ) পাকা ড্রেইন - ৬ টি

ছ) ইরিগেশন চ্যানেল - ১ টি

এতে খরচ হয়েছে মোট ১১ কোটি ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। আমাদের লক্ষ্য গ্রামীন মানুষের শ্রম দিবসের কাজের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা।

ছামনু আর. ডি. ব্লক

AGRICULTURAL TECHNOLOGY MANAGEMENT AGENCY (ATMA), DHALAI

ধলাই জেলা কৃষি প্রযুক্তি নির্বাহ সংস্থা

আত্মাতে কৃষকের প্রান
আত্মা কৃষকের উন্নতির সোপান।
আত্মা কর্মসূচীর যবে হবে সফল রূপায়ণ
কৃষকের মুখে ফুটবে হাসি, ছুটবে প্রগতির বান।

●

সৌজন্যে

প্রকল্প অধিকর্তা (আত্মা)
ধলাই জেলা, জহরনগর।

শিক্ষার অধিকার

সর্বশিক্ষা অভিযান

সবাই পড় সবাই এগিয়ে যাও

জতন' পরিদি জতন' বীসকাঙ হিমদি

সর্বশিক্ষা অভিযান

এক নজরে সাফল্যের খতিয়ান

(২০০২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত)

বিদ্যালয়-বহির্ভুত শিশুকে (৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী) বিদ্যালয়ে ভর্তিকরন।	- ৩৩, ৪৩৪ জন
চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ (প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক)	- ১,৪২৫ জন
নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন	- ৩৫৩ টি
শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণ কেন্দ্রকে (Education Guarantee Scheme Center) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ	- ৫৬ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ	- ১৯৯ টি
নতুন বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ (প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক)	- ৩১৮
অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	- ৫৮৯
প্রধান শিক্ষক-কক্ষ	- ১১২ টি
সি. আর. সি. হল নির্মাণ	- ৫০ টি
বি. আর. সি. হল নির্মাণ	- ৫ টি
CAL (Computer Aided Learning)-এর মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষা দান চালু করা হয়েছে	- ১৪ টি
ICT@PROJECT-এর মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষা দান চালু করা হয়েছে	- ২৬ টি
KIT BASED PROJECT-এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান চালু করা হয়েছে	- ১০০ টি
প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালিকাদের জন্য শৌচাগার নির্মানণ	- ৩৫১ টি
প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে	- ৩৯৭ জন
প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়ে চলাচল সহায়ক উপযুক্ত ঢালু স্থাপত্যের (RAMP) সংস্থান	- ১২০ টি
প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহ-ভিত্তিক শিক্ষা (Home Based Education) দেওয়া হয়েছে	- ৫৬ জন
বিদ্যালয়-ছুট ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চলতি বছরে NRSTC (Non-Residential Special Training Center) চালু করা হচ্ছে	- ২৭ টি
বিদ্যালয়-ছুট ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই বছর পর্যন্ত RBCC (Residential Bridge Course Center) চালু করা হয়েছে	- ৪ টি

শুভ রঞ্জন দাস

জিলা প্রকল্প সহায়ক (সর্বশিক্ষা অভিযান)

জিলা শিক্ষা অধিকর্তা

ধলাই, জওহরনগর

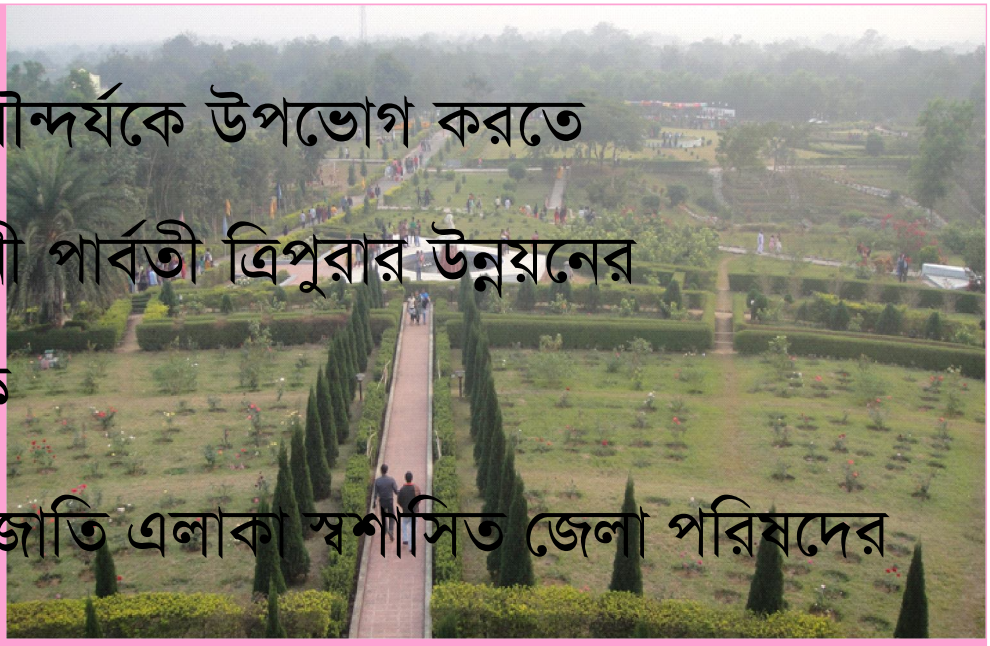

প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে

সবুজ বনানী পার্বতী ত্রিপুরার উন্নয়নের

প্রতীক

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের

সদর দপ্তর

খুমুলৌঙ চলুন।

এখানে রয়েছে খুমুলৌঙ পার্ক,

পার্কের পাশেই গড়ে উঠেছে পিকনিকের স্থান।

এছাড়াও রয়েছে ত্রিপুরা ট্রাইবেল মিউজিয়াম কাম

হেরিটেজ সেন্টার সহ

আরও কত কিছু ?

ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।

রাজ্যভিত্তিক বিঝু উৎসব ২০১২মেলায় আগত সকল দর্শনার্থীদের ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগের পক্ষে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

কৃষক ভাইদের জন্য সুখবর-

২০১১-১২ ইং অর্থবছর থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলা ব্যাপী শুরু হয়েছে নতুন কৃষি প্রকল্প ঃ-

রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন (NFSM-RICE)

এই প্রকল্পে প্রদেয় সুবিধাগুলি নিম্নরুপ ঃ-

১) ধানের প্রদর্শনী চাষের সহায়তা প্রদান।
২) মাটির অম্লত্ব নিবারণের জন্য মৃত্তিকা শোধন ব্যাবস্থা।
৩) জমির অণু খাদ্যের অভাব দূরীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি শুরু।
৪) কৃষি ক্ষেত্রে বহুল পরিমানে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যাবহার বৃদ্ধির জন্য ভর্তুকী মূল্যের সুবিধা।

এছাড়াও এই প্রকল্পে কৃষক ভাইদের জন্য আরো অনেক সুবিধা রয়েছে যা কৃষক ভাই নিকটবর্তী কৃষি অফিস থেকে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

সৌজন্যে ঃ উপকৃষি অধিকর্তা, (প্রকল্প আধিকারিক, আত্মা), উত্তর ত্রিপুরা, ধর্মনগর।

বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর

ত্রিপুরা সরকার

সেহা নং-এফ.৮(১০-৭৮)এসই/এম.ডি.এম/২০১১-১২(এল-৫) তারিখ ১৭/০৩/২০১২

মিড-ডে-মিল প্রকল্প

বিদ্যালয়ে ‘মিড-ডে-মিল’ প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচী। আমাদের রাজ্যে সকল সরকারী ও সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় পাঠরত **১ম** থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিদিন বিদ্যালয় দিবসে ‘রান্না করা খাবার’ (মিড-ডে-মিল) পরিবেশন করা হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ-

- ৬-১৪ বছরের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির জন্য উৎসাহিত করা।
- সব শিশুদের (৬-১৪ বছর) জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা এবং তাদেরকে ধরে রাখা।
- বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রপ-আউটের হার শূন্যে নিয়ে আসা।
- ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি বৃদ্ধি সহায়তা করা।
- শিশুর স্বাভাবিক দৈহিক বিকাশ এবং সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা।
- ক্ষুধা বা অপুষ্টির কারনে শিশুদের শিক্ষা অর্জনে অন্তরায় দূর করা।
- একসাথে বসে খাবারের মাধ্যমে শিশুদের মনে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিবোধ জাগিয়ে তোলা।

মিড-ডে-মিল প্রকল্পের আওতায় উপকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (১লা এপ্রিল ২০১১) থেকে -

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	-	প্রাথমিক স্তর	৪,৫৬৪ টি
		উচ্ছ প্রাথমিক স্তর	১,৯৪৬ টি
		সর্বমোট	**৬,৫১০ টি**
উপকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	-	প্রাথমিক স্তর	৩,৮২,১৩৭ জন
		উচ্ছ প্রাথমিক স্তর	২,০৯,১১১ জন
		সর্বমোট	**৫,৯১,২৪৮ জন**

প্রকল্পের অধীনে প্রতি বিদ্যালয় দিবসে মাথাপিছু রান্না বাবদ বরাদ্দ ঃ-

প্রাথমিক স্তর - ৩ টাকা ১০ পয়সা ও বিনামূল্যে ১০০ গ্রাম চাউল এবং

উচ্ছ প্রাথমিক স্তর - ৪ টাকা ৪০ পয়সা ও বিনামূল্যে ১৫০ গ্রাম চাউল।

সাপ্তাহিক একরকম (Uniform Menu) ১৩ জুন ২০১১ থেকে ঃ-

সোমবার	খিচুড়ি
মঙ্গলবার	ভাত-ডিম-তরকারী
বুধবার	ভাত-সব্জি-তরকারী
বৃহস্পতিবার	ভাত-ডিম-তরকারী
শুক্রবার	ভাত-সব্জি-তরকারী
শনিবার	পায়েস (মিষ্টান্ন)

ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেড

(ত্রিপুরা সরকারের অধিগৃহীত একটি সংস্থা)

প্রধান কার্যালয় ঃ পেলেস কম্পাউন্ড (উত্তর গেইট), আগরতলা
দূরভাষ - (০৩৮১) ২৩২৩৭৩২/২৩২৩২৩১/২৩২৩৪৩১

টি. আর. পি. সি.-র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) রাবার বাগান চাষের মাধ্যমে ভূমিহীন জুমিয়া উপজাতিদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন প্রদান।

২) জুমচাষ প্রথা কমিয়ে আনা।

৩) প্রান্তিক চাষীদের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ণ।

৪) উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় রাবার বাগান করা।

৫) রাবার উৎপাদন ও বাজারজাত করা।

৬) গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারনে সহায়তা করা।

৭) গুণমান সম্পন্ন রাবার চারা তৈরী করা এবং

৮) রাবার চাষীদের মধ্যে নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণের উপর প্রশিক্ষণ ঃ

ক) স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ,

খ) রাবার চাষ ও বাগিচা পরিচর্যা বিষয়ে ৫ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ ও

গ) মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

জননী ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম

জননী ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের সুযোগ গ্রহণ করুন এবং নিশ্চিত করুন মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য

- গর্ভবতী মায়ের সাধারণ প্রসবের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা পর্যন্ত এবং সিজারিয়ান প্রসবের ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা পর্যন্ত ওষুধসহ চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করবে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশণ।
- রুগ্ন ও অসুস্থ নবজাতকের ক্ষেত্রে জন্মের পর ৩০ দিন পর্যন্ত ওষুধসহ সুচিকিৎসার জন্য ২০০০ টাকা (সর্বাধিক) চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করা হবে।
- সাধারণ প্রসবের ক্ষেত্রে হাসপাতালে যাতায়াত বাবদ ৫০০ টাকা (সর্বাধিক) এবং উচ্ছ ঝুঁকিপূর্ণ মায়েদের রেফার করা হলে ১০০০ টাকা পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করা হবে।
- রুগ্ন ও উচ্ছ ঝুঁকিপূর্ণ নবজাতকের চিকিৎসাকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য ১৫০০ টাকা (সর্বাধিক) পর্যন্ত ব্যয়ভার বহন করা হবে।
- হাসপাতালে থাকাকালীন প্রসবের ক্ষেত্রে ৩ দিন পর্যন্ত ও সিজারিয়ান প্রসবের ক্ষেত্রে ৭ দিন পর্যন্ত বিনামূল্যে পথ্য প্রদান করা হবে।
- রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত সমস্ত রকম পরীক্ষার ব্যয়ভার বহন করবে রাজ্য সরকার এবং প্রয়োজনীয় রক্ত বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে।

বিস্তারিত জানার জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান সমিতি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

আমবাসা, ধলাই ত্রিপুরা

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ

কৈলাশহর, উত্তর ত্রিপুরা

● স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ও স্বাবলম্বনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ণমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে চলেছে ...

● ২০১০-১১ অর্থবর্ষে পঞ্চায়েত উন্নয়ণ তহবিলের প্রাপ্ত অর্থ ৩,০৪,৩১৫ টাকা ব্যয় করে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি রুপায়ণ করে চলেছে ...

● প্রানীজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যে ৪০ টি পরিবারকে ব্রয়লার মুরগী পালনের জন্য প্রানীসম্পদ দপ্তরকে ৪ (চার) লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

● মৎস্য চাষীদের আরো উদ্যোগী করে তুলতে ৮০ জন মৎস্যচাষীকে ৮০ টি কুনি জাল সরবরাহ করার জন্য ৮০,০০০ টাকা মৎস্য দপ্তরকে প্রদান করা হয়েছে।

● আলু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে উন্নতমানের আলুবীজ গরীব কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকিতে বিতরন করার স্বার্থে ৫ মেট্রিক টন আলুবীজ কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য উদ্যান দপ্তরকে ৪.৫ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

● এস. আর. আই. পদ্ধতিতে অধিক ফলনশীল ধান উৎপাদনের স্বার্থে ৬০০ জন কৃষককে একটি করে প্যাডি উইভার প্রদাণ করার জন্য কৃষি দপ্তরকে ৩৬০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

● কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ৬০০ জন কৃষককে এইচ. সি. স্প্রেয়ার এবং ১০০০ জন কৃষককে নিড়ানী প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি দপ্তরকে ৭৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

● ২০১০-১১ অর্থবর্ষে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অর্থকমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত ১,০৩,০৬,০০০ টাকায় ৪৩৬ টি বিদ্যালয়কে সার্বিক স্বাস্থ্যসন্মত শৌচাগার নির্মানের জন্য ডি. ডবস্নু. এস. দপ্তরকে ১,০৩,০৬,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান ও নিজস্ব আয়ের বাস্তবমুখি ও উৎপাদনশীল ব্যয়ের পরিকল্পনা ও তার রূপায়নই হল আমাদের মূল লক্ষ্য - এর বাস্তবায়নে চাই আপনাদের সুনির্দিষ্ট মতামত ও ঐকান্তিক সহযোগিতা।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ

জয়েন্ট ব্লক প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর

ছৈলেংটা, লংটরাই ভ্যালী, ধলাই

১) ছৈলেংটা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (এডিসি) অধীনস্থ মোট ১২৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৫৬ টি উচ্ছ বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে।

২) ছৈলেংটা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (এডিসি) অধীনে সর্বশিক্ষার অধীনস্থ সর্বমোট ৩১৬ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন।

৩) সর্বমোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৩২৬ জন এবং উচ্ছ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৪৮৯০ জন।

৪) পরিদর্শকের (এডিসি) অধীনস্থ সর্বশিক্ষা খাতে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে ১৩ টি অতিরিক্ত ক্লাসরুমের কাজ হয়েছে।

৫) পরিদর্শকের (এডিসি) অধীনস্থ ১৮২ টি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

৬) প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান মূল্যায়নের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

৭) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শেণী পর্যন্ত সকল প্রকার পাঠ্য পুস্তক বিতরন করা হয়েছে।

৮) প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯) শিক্ষা জন চেতনার জন্য কমিউনিটি লিডার্স ট্রেনিং ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

১১) সর্বশিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক বিদ্যালযের ছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যববস্থার কাজ চলছে।

১২) সর্বশিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাণীয় জলের সুব্যাবস্থার কাজ চলছে।

বিদ্যালয় পরিদর্শক
(টি. টি. এ. এ. ডি. সি.)
ছৈলেংটা, ধলাই।

T-SAMETI

A State Level Premier Training Institute of Tripura *for Human Resource Development and Capacity Building of Extension Functionaries on Scientific Extension Management.* **Estd. 2005.**

VISION IS OUR MISSION

Tripura State Agricultural Management And Extension Training Institute (T-SAMETI) Lembucherra, West Tripura.

Tel. No.- 0381-2865212/0381-2865218
Fax- 0381-2865212.
Email ID: tsameti.govt@gmail.com

AT A GLANCE OF DEVELOPMENT WORKS DONE BY ZDO, DHALAI, TTAADC DURING THE YEAR 2011-12

1. Mini Deep Tube Well For drinking purpose 11nos. Cost Rs.44.541 Lakhs.
2. Mini Deep Tube Well for irrigation purpose under MGNREGA 41 nos. Cost Rs75.26.600
3. Shallow Tube Well 188 Nos. Cost Rs.46.24800 Lakhs.
4. Raising of Rubber Plantation 359 Hectors for 354 Nos. families. Cost Rs.269.25 Lakhs.
5. Raising of Bamboo Plantation 400 Hectors. Cost involved Rs.66.88 Lakhs.
6. Construction of Water Harvesting Structure 2 Nos. Cost involved Rs.5.34 Lakhs.
7. Construction 100 seated ST Hostel 7 Nos. Cost involved Rs 623.78346 Lakhs.
8. Construction of Culverts 1 Nos. Cost involved Rs 8.30950 Lakhs.
9. Construction of Flate Brick Soling Road 11KM. Cost involved Rs.96.72.Lakhs.
10. Sewing Machines distributed free of cost 124 Nos. Cost involved Rs7.0455 Lakhs.

AT A GLANCE OF DEVELOPMENT WORKS DONE BY ZDO, DHALAI, TTAADC DURING THE YEAR 2011-12

1. Training imparted on Tailoring 30 Nos. beneficiaries Cost involved Rs.2.7798 Lakhs.
2. Training imparted on Weaving 10 Nos. Cost involved Rs.0.9266 Lakhs.
3. Training imparted on Honey Cultivation 10 Nos. Cost involved Rs.0.9266 Lakhs.
4. Training imparted on Cane and Bamboo 10 Nos.Cost involved Rs.0.9266 Lakhs.
5. Training done for Flower Cultivation 25 Nos. Cost involved Rs.0.0875 Lakhs.
6. Training done for Chanachur making 10 Nos. Cost involved Rs.0.7585 Lakhs.
7. Training given on Sweet making 10 Nos. beneficiaries. Cost involved Rs.1.26 Lakhs.
8. Training given on improved Jhum Cultivation 1758 Nos. Cost involved Rs.31.644 Lakhs.
9. Musical Instrument distributed 12 Nos. of beneficiaries. Cost involved Rs.1.5882 Lakhs.
10. Sports Goods distribution 12 Nos. beneficiaries. Cost involved Rs.1.2755 Lakhs.
11. Mother Awareness Programme and Baby show.

CONST. OF RCC BOXCELL SPN - 10.00 MTRS. AT.

SINKING AND INSTALATION OF MINI DEEP TUB WELL DRINKING PURPOSE AT SHIVBARI UNDER MAHARANI SUB - ZONE.

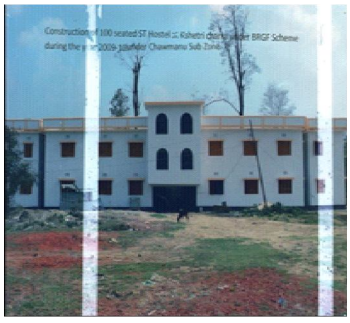

অগ্রগতির পথে গৌরনগর আর. ডি. ব্লক

মিনি ডিপ-টিউব ওয়েল

স্টীল ব্রীজ

চা নার্সারী

চা বাগান

সৌজন্যে :-- গৌরনগর আর.ডি. ব্লক, কৈলাসহর, উনকোটি জেলা ।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

The Tripura Scheduled Tribes Cooperative Development Corporation Ltd.

(A Society registered under Tripura Cooperative Societies Act. 1974)

Towards Fulfillment
of
The Aspirations of poor Tribals of Tripura

The Corporation provided so far the financial assistance **under NSTFDC scheme as on 30-09-2011.**

Name of the Schemes	Total No. of beneficiaries	Total financial assistance made
Transport sector, Agri sector & other small business etc.	2251	Rs.2951.34 lakhs

Besides an attractive scheme termed as Education Loan being provided to ST students for prosecuting higher studies in Diploma/Degree/Medical Science etc. @Rs.35,000/- per year subject to maximum of Rs.1,75,000/- .

The Corporation provided Rs.216.985 lakhs for 561 students for this purpose up to 30-09-2011.

(১) শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ১লা এপ্রিল ২০১০ থেকে চালু হয়েছে।

(২) ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ করা এখন আইনসম্মত অধিকার।

(৩) ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুরাও এখন বিনামূল্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার আইনগত অধিকারী।

(৪) ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিশুদের ঐখন বিনামূল্যে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রারম্ভিক (প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক) শিক্ষা লাভ করা আইন সম্মত অধিকার।

(৫) **শিক্ষার অধিকার আইনে ঃ-**

* ভর্তির সময় কোন কেপিটেশন আদায় ও বাছাই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ।
* শিক্ষকদের গৃহ শিক্ষকতা নিষিদ্ধ।
* ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি ও মানসিক ভাবে হয়রানি নিষিদ্ধ।
* বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির তিন-চর্তুথাংশ সদস্য হবেন শিশুদের পিতামাতা অথবা অভিভাবক।

রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা, সর্বশিক্ষা অভিযান রাজ্য মিশন, ত্রিপুরা,বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, কর্তৃক প্রচারিত।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা গ্রামোন্নন সংস্থা
কৈলাশহর :: উত্তর ত্রিপুরা

*** দ্রুত দারিদ্র দুরীকরনের লক্ষ্যে রুপায়িত পদক্ষেপ ***

স্ব-সহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলিকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করে তাদের আর্থ সামাজিক ভাবে আত্মর্নিভরশীল করে গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

* বি. পি. এল. পরিবার ভুক্ত গ্রামীন মহিলা/পুরুষ একই মানসিকতা সম্পন্ন সংখ্যায় ১০ থেকে ১৫ জন মিলে একটি স্ব-সহায়ক দল গঠন করতে পারবে।

* প্রতি সদস্য/সদস্যা একটি নিদিষ্ট পরিমান টাকা প্রতি মাসে সঞ্চয় করে ব্যাঙ্ক একাউন্টের মাধ্যমে ব্যাঙ্কে জমা করবে।

* দলকে প্রতি মাসে অন্তত: তিনবার মিটিং এর মাধ্যমে সদস্য/সদস্যাদের মাসিক জমা ঋন পরিশোধ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদ ভাবে লেনদেন সংক্রান্ত হিসাব রাখতে হবে।

* দল গঠনের ৬ মাস পর ডি. আর. ডি. এ ও ব্যাঙ্ক যোথ ভাবে দলের একটি পরীক্ষা নেবে।

পরীক্ষার বিষয়গুলো নিম্নরূপ

*** দলের একতা ও শৃঙ্খলা।**
*** নিজেদের মধ্য ঋণের আদান-প্রদান সঠিক ভাবে হয় কিনা।**
*** নির্দিষ্ট তারিখে মিটিং হয় কিনা।**
*** হিসাব পত্র সঠিকভাবে রাখা হয় কিনা।**
*** জমা ঠিকমত হয় কিনা।**
*** দল কোন সমাজ সেবা মূলক কাজে অংশ গ্রহন করে কিনা।**

যদি এই পরীক্ষায় দলটি সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয় তবে চাকে আর্বতনকারী অর্থ তহবিল প্রদান করা হয়।

এই আর্বতনকারী অর্থ প্রদানের ৬ মাস পর নেওয়া হয় দ্বিতীয় একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দলটিকে প্রকল্পের ব্যায় অনুযায়ী অর্থ ঋন হিসাবে ব্যাঙ্ক হিতে এবংঋনের পরিমানের উপর নির্ভর করে ডি.আর.ডি.এ সরকারি ভর্তূকি প্রদান করে নিয়ম নীতি অনুযায়ি।

বিস্তারিত বিবরনের জন্য যোগাযোগে করুন -

সমষ্টিউন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে অবস্থিত ড.আর.ডি.এ শাখা অফিসে,
অথবা
জেলা গ্রামোন্নন সংস্থা, কৈলাশহর অফিসে।

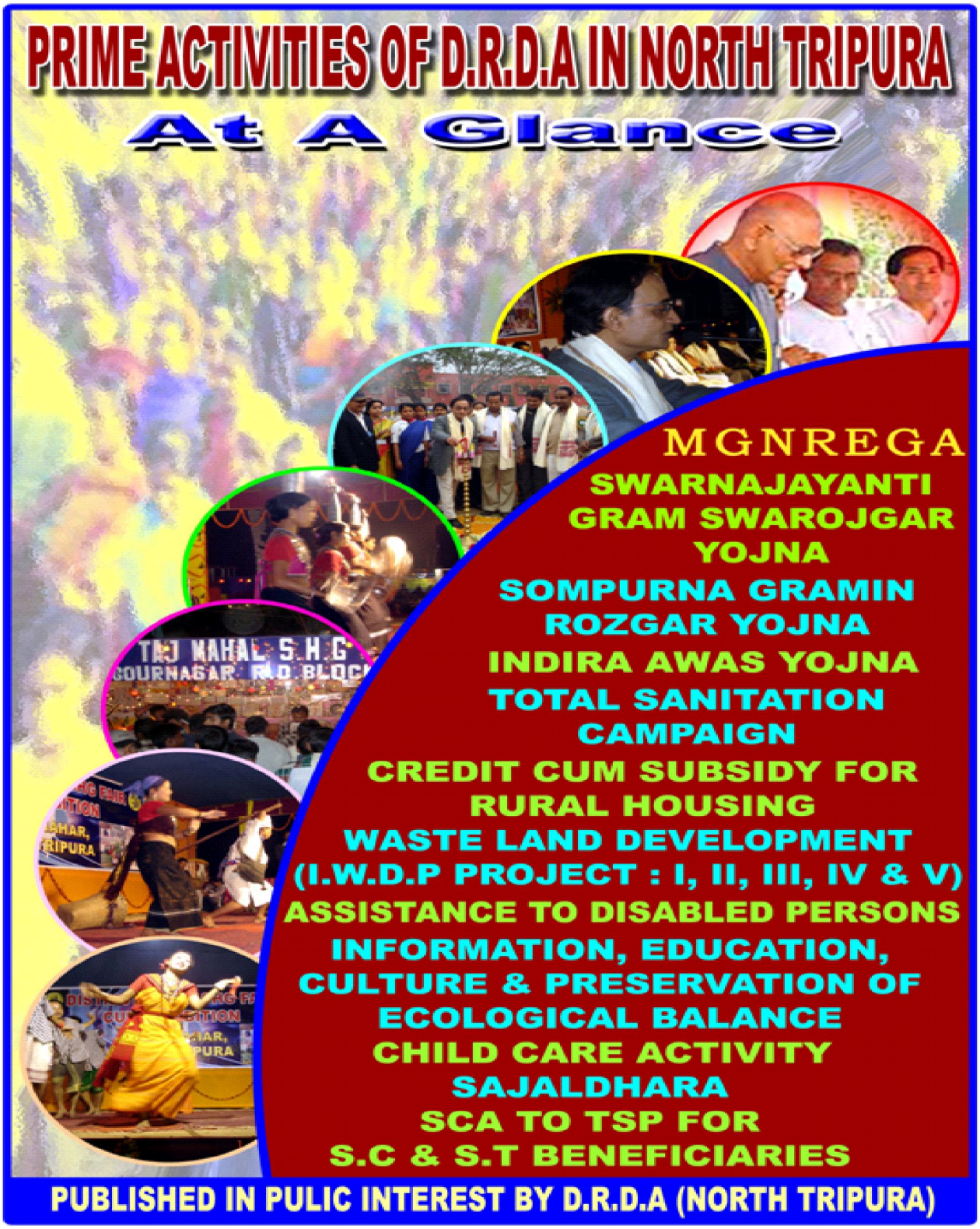

PRIME ACTIVITIES OF D.R.D.A IN NORTH TRIPURA
At A Glance
TAJ MAHAL S.H.G
GOURNAGAR R.D.BLOCK
MGNREGA
SWARNAJAYANTI
GRAM SWAROJGAR
YOJNA
SOMPURNA GRAMIN
ROZGAR YOJNA
INDIRA AWAS YOJNA
TOTAL SANITATION
CAMPAIGN
CREDIT CUM SUBSIDY FOR
RURAL HOUSING
WASTE LAND DEVELOPMENT
(I.W.D.P PROJECT : I, II, III, IV & V)
ASSISTANCE TO DISABLED PERSONS
INFORMATION, EDUCATION,
CULTURE & PRESERVATION OF
ECOLOGICAL BALANCE
CHILD CARE ACTIVITY
SAJALDHARA
SCA TO TSP FOR
S.C & S.T BENEFICIARIES
PUBLISHED IN PULIC INTEREST BY D.R.D.A (NORTH TRIPURA)

জাতীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা আইন

জাতীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা আইন
গ্রামের গরীব মানুষের কাছে এক আশীর্বাদ - যা দেয়

কমপক্ষে ১০০ দিন রোজগারের নিশ্চয়তা

এই আইনের অন্তর্গত প্রকল্প আরও সুন্দর ভাবে পরিচালনার জন্য
সকলে এগিয়ে আসুন, সক্রিয় অংশ নিন
এই মহান জাতীয় প্রকল্পকে সার্থক করে তুলুন

কুমারঘাট আর.ডি.ব্লকের কিছু সাফল্যের কথা

Financial Year 2010-2011

NREGA

- ফান্ড পাওয়া গেছে — ₹ ২০,৭৪,৬২,২০০/-
- মোট রাস্তা হয়েছে — ২১৮ টি (২২০ কিমি)
- বনায়ন হয়েছে — ৬৮ টি (১৭৯.৩৪ হেক্টর)
- ইটের তৈরী রাস্তা হয়েছে — ৩৩ টি (৩৫ কিমি)

→ মোট শ্রম দিবস তৈরী হয়েছে — ১২,৫৩,৪৯৪ (৭৮.৩৪)
→ ক্ষুদ্র সেচ — ১৩৬ টি (১৩৭ কিমি)
→ বন্যা নিয়ন্ত্রন — ৮ টি (৫ কিমি)

***২০১০-২০১১ অর্থ বছরে *IAY* প্রকল্পে মোট ৫১৬ টি বি.পি.এল ভুক্ত পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে ।**

Financial Year 2011-2012 upto the Month of Nov, 2011

NREGA

- ফান্ড পাওয়া গেছে — ₹ ২৫,৬১,৫৮,৯৪২/-
- মোট রাস্তা হয়েছে — ১৫৫ টি (১৫০.৫ কিমি)
- বনায়ন হয়েছে — ২৫ হেক্টর
- ইটের তৈরী রাস্তা হয়েছে — ১৮ টি (১৯ কিমি)

→ মোট শ্রম দিবস তৈরী হয়েছে — ৬,৬৫,৯২৮ (৪৪)
→ ক্ষুদ্র সেচ — ১২৪ টি (১২৮ কিমি)
→ বন্যা নিয়ন্ত্রন — ১১ টি (১০ কিমি)

IAY

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে *IAY* প্রকল্পে মোট ৪৪৩ টি বি.পি.এল ভুক্ত পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেওয়া হবে।
২০১১-২০১২ অর্থ বছরে *IAY* প্রকল্পে মোট ৩৯৪ টি পাট্টা প্রাপক পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেওয়া হবে।

KUMARGHAT R.D.BLOCK MARCHING AHEAD WITH A PASSION FOR DEVELOPMENT

চল পড়ি দেশ গড়ি ।

কাচা পায়খানায় যেও না
রোগ ডেকে এনো না ।

কুমারঘাট ব্লকের বেতছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত উত্তর ত্রিপুরার মধ্যে প্রথম নির্মল গ্রাম পুরস্কার এর শিরোপা অর্জন করে ২০০৮ সনে ।

Kumarghat
R.D.Block,
TRIPURA(N)

এক নজরে শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

১) গ্রাম পঞ্চায়েতেরে নাম ঃ শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
২) গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির নাম ঃ কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি
৩) ব্লকের নাম ঃ কদমতলা আর. ডি. ব্লক
৪) মহকুমা ঃ ধর্মনগর
৫) জেলা পরিষদের নাম ঃ উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ
৬) তহশীল ঃ শনিছড়া
৭) বিধানসভা কেন্দ্র ঃ ৫৫ নং বাগবাসা বিধানসভা
৮) নির্বাচিত গ্রাম প্রধান ঃ শ্রী অমরেন্দ্র চন্দ
৯) উপ-প্রধান ঃ শ্রী বুদ্ধ চন্দ্র সিনহা
১০) পঞ্চায়েত সচিব ঃ অরূপ শর্মা
১০) মোট পঞ্চায়েতে সদস্য ঃ ১২ জন
১১) আয়তন ঃ ১৩.০১ বর্গ কিমি

অন্যান্য তথ্য

১) মোট ওয়ার্ড ঃ ৬ টি
২) মোট জনসংস্যা ঃ ৫৪৫৩ জন (১২০৮ পরিবার)
৩) মোট পুরুষ ঃ ২৮৪৮ জন
৪) মোট মহিলা ঃ ২৬০৫ জন
৫) তপঃ উপজাতি ঃ ৬১ জন (১৪ পরিবার)
৬) তপঃ জাতি ঃ ৫৪১ জন (১৩৪ পরিবার)
৭) সংখ্যালঘু পরিবার ঃ ২৭৯ টি
৮) অন্যান্য পরিবার ঃ ২৬৯ টি
৯) অন্যান্য পশ্চাৎপদ পরিবার ঃ ৫২৩ টি
১০) মোট রেশন কার্ড ধারী ঃ ১২০০
১১) বি. পি. এল. কার্ড ধারী ঃ ৩৪৮
১২) অন্ত্যোদয় কার্ড ধারী ঃ ১৩২
১৩) অন্নপূর্ণা স্কীম সুবিধাভোগীঃ ১৩
১৪) বার্ধক্য ভাতা ঃ ১৮৯
১৫) বিধবা ভাতা ঃ ৭৬
১৬) স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা ঃ ২০
১৭) রেগা কার্ড ধারী ঃ ৮৮৩
১৮) গ্রাম সংসদ হয়েছে ঃ ১২ টি
১৯) গ্রাম পঞ্চায়েত অধিবেশন ঃ ২৪ টি
২৯) সাধারণ গ্রামসভা ঃ ১ টি
৩০) রেগা গ্রামসভা ঃ ১ টি
৩১) সামাজিক নিরীক্ষা ঃ ২ টি

এক নজরে ২০১০-১১ অর্থবছরে উন্নয়ণমূলক কাজ

১) পি.ডি.এফ. ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থে উন্নয়ণমূলক কাজ ঃ ৪,০৪,০২২ টাকা
২) টি. এফ. সি. ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থে উন্নয়ণমূলক কাজ ঃ ১,১৪,১২৯ টাকা
৩) ডি. ডব্লিউ. এস. ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থে উন্নয়ণমূলক কাজ ঃ ৯৬,৫৪৮ টাকা
৪) এম. জি. এন. আর. ই. জি. এ. প্রকল্পে নিম্ন লিখিত কাজগুলি রূপায়িত হয়েছে -
ক) কাঁচা নালা সংস্কার ঃ ২৪,৯৭,৯৬৮ টাকা
খ) ভূমি সমতলীকরণ ঃ ৭,৮৮,১০০ টাকা
গ) রাস্তা প্রসস্তিকরণ ও সংস্কার ঃ ৫১,৪৭,৯৮০ টাকা
ঘ) কৃষিজ জলাধার নির্মাণ (পুকুর) ঃ ৬৪,৪৪,৮০০ টাকা

অন্যান্য উন্নয়ণমূলক কাজ

১) বাড়ির পাশে কাঁচা কুয়া নির্মাণ/সংস্কার ঃ ২২ টি
২) ইন্দিরা আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণ ঃ ২৩ টি
৩) আই. এইচ. এইচ. এল. প্রকল্পে শৌচাগার নির্মাণ ঃ ২৭ টি

শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, কদমতলা আর. ডি. ব্লক, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

সুসংহত শিশু সুরক্ষা কর্মসূচী

(Integreted Child Protection Services)

আপনারা জানেন কি ? সুসংহত শিশু সুরক্ষা কর্মসূচী (Integreted Child Protection Services) হল এমন একটি ব্যাবস্থা যার মাধ্যমে শিশুদের অধিকারকে সর্বোচ্চ প্রাথমিকতার ভিত্তিতে সুনিশ্চিত করার ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

-ঃ এই কর্মসূচীর মূখ্য উদ্দেশ্যগুলো ঃ-

ক) একটি পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করে আইনের সঙ্গে সংঘাট প্রাপ্ত শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান ও পরিচর্যার ব্যাবস্থা করা।

খ) নিগৃহীত শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত শিশু ও অপরিচ্ছন্ন স্থানে বসবাস করা শিশুদের জন্য সুব্যাবস্থা তৈরী করা।

গ) শিশু প্রতিপালনে অসমর্থ পরিবারগুলিকে সক্ষমতা প্রদানে সহায়তা করা।

ঘ) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে আইন অনুসারে গৃহহীন/পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদেরকে দত্তক প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিবার কেন্দ্রীক ঠিকানার ব্যাবস্থা করা।

ঙ) প্রতিটি গৃহহীন/পিতৃ-মাতৃহীন/অনাথ পথশিশুদেরকে ন্যুনতম ৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা বিধান ও পরিচর্যার ব্যাবস্থা করা।

চ) প্রতিটি গৃহহীন/পিতৃ-মাতৃহীন/অনাথ পথশিশুদেরকে সুসংহত শিশু সুরক্ষা কর্মসূচীর পরিসেবাগুলির সুবিধা প্রদান করা।

ছ) এই কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশু প্রতিপালনে অক্ষম পরিবারগুলিকে ২ টি শিশু পর্যন্ত প্রতিপালনে সহায়তা দানা।

জ) আশ্রয়হীন শিশুদের আশ্রয়ের ব্যাবস্থা করা।

ঝ) যে কোন শিশুর আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য Toll free Child Line নামে ফোনের সুবিধা প্রদান।

ঞ) শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যাবস্থা করা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুবিধা দান।

ট) ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ।

ঠ) যে কোন ধরনের সাধারণ আইন ভঙ্গকারী শিশুকে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান।

-ঃ সুসংহত শিশু সুরক্ষা কর্মসূচীর সুবিধাগুলি কারা পাচ্ছে ঃ-

ক) গৃহহীন/পিতৃ-মাতৃহীন/পথশিশুরা,

খ) কোন অনাত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রিত শিশু,

গ) শারিরীক/মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শিশু,

ঘ) অক্ষম পিতা-মাতা/অবিভাবকের কাছে পালিত শিশু,

ঙ) নির্যাতিত শিশু (দৈহিক/মানসিকভাবে, যৌন শোষণ),

চ) আইনের সঙ্গে সংঘাট যুক্ত শিশু।

রাজীব গান্ধী কিশোরী ক্ষমতায়ন যোজনা - সবলা

সৃষ্টির মূল উৎস হচ্ছে নারী । নারীকে বাদ দিয়ে সমাজ, তথা দেশের উন্নয়ন অসম্ভব । অথচ সমাজে বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরীদের একটি বিরাট অংশ অবহেলা ও অযত্নের ফলে অশিক্ষা ও অপুষ্টিতে দারুন ভাবে ভুগছে এবং পরবর্তী কালে নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলছে, যা আগামী দিনে দেশ ও সমাজের জন্য অশনি সংকেত । এই সমস্যা থেকে উত্তরন অত্যন্ত জরুরী ।

বয়ঃসন্ধিকাল তথা কিশোরী-জীবন হচ্ছে নারীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়, যখন সে কিছু শারিরীক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে শৈশব-উত্তীর্ন হয়ে পূর্নবয়স্ক নারীতে পরিনত হয় । নারীদের এই অধ্যায়কে গুরুত্ত্ব দিয়ে বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরীদের সঠিক যত্ন নিলে আজকের কিশোরী আগামী দিনের পরিপূর্ন মা বা সুস্থ ও সবল নাগরিক রূপে বিকশিত হবে । এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১১-১৮ বৎসর বয়সের কিশোরীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান, সচেতনতা মূলক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিয়ে ত্রিপুরায় সদ্য চালু হল **'সবলা'** ।

১১-১৮ বছরের সকল কিশোরীদের সবলা প্রকল্পের সকল পরিষেবা পাবার জন্য নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে নাম নথীভূক্ত করান ।

নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ত্রিপুরা সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

সৌজন্যে :-সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

বিঝুমেলা-২০১১-র এক ঝলক

বিঝুমেলা-২০১১-র এক ঝলক

MGNREGA under PECHARTHAL RD BLOCK

Financial Year:- 2011-12

Financial & Physical performance:

Total ADC Village	:	13 Nos.
Total Job Card holder	:	7621 Nos.
Employment Provided	:	90 Days per Household.
Total Fund received	:	1475.7 Lakh.
Total Expenditure	:	92%

Programme Officer
Pecharthal RD Block
Unakoti, Tripura.

Special Thanks To

Shri Gajendra Tripura,
Honourable EM, T. T. A. A. D. C.

Shri Abhishek Singh, IAS
DM & Collector, Dhalai District.

Shri Bimal Riang, TCS
SDM, Longthorai Velley

Shri Santosh Chakma
Gandacharra

Shri Biman Dewan
Honourable Ex-MDC, T. T. A. A. D. C.

Shri Sukhamoy Chakma
Tilakpara

THE MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT

OBJECTIVE OF THE SCHEME :

- TO PROVIDE GUARANTEED EMPLOYMENT OF 100 DAYS IN A YEAR TO EVERY RURAL HOUSE HOLD WHOSE ADULT MEMBERS ARE WILLING TO DO UNSKILLED MANUAL WORK.
- TO CREATE DURABLE COMMUNITY ASSETS IN THE RURAL AREAS.
- TO STRENGTHEN THE LIVELIHOOD RESOURCE BASE OF THE RURAL POOR.
- Ü TO ENCOURAGE THE SELF HELP GROUPS.
- TO ENSURE PARTICIPATORY DEVELOPMENT OF PEOPLE THEMSELVES IN VARIOUS REMU NERATIVE ACTIVITIES.
- TO MAKE THE PROGRAM SELF-SUSTAINING IN THE LONG RUN.

HIGHLIGHT ON THE ACHIEVEMENT:

- NOS. OF HOUSEHOLD REGISTERED - 71492
- NOS. OF HOUSEHOLD ISSUED JOBCARDS - 71492
  - SC - 11489
  - ST - 45717
  - OTHERS - 14286
- MANDAYS GENARATED SO FAR - 58.55 LAKHS MANDAYS
- WATER BODY CREATED - 337.47 HAC.
- PLANTATION - 3769.29 HAC.
- ROAD FORMATION - 901 KM.

FOR DETAILS - PLEASE CONTACT WITH CONCERNED LOCAL PANCHAYAT OFFICE OR BLOCK DEVELOPMENT OFFICER'S OFFICE.

DISTRICT ADMINISTRATION, DHALAI DISTRICT, JAWAHARNAGAR.

হাত ধোয়ার পাঁচটি ধাপ জেনে নাও,
পরিষ্কার হাতের ম্যাজিক দেখাও

আমাদের হাতেই আমাদের স্বাস্থ্য

সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত ধুলে

- ডায়রিয়া, কলেরা ইত্যাদি পেটের রোগ এবং
- জীবানু ঘটিত অসুখ কমে যাবে ।

কখন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া দরকার -

- পায়খানা পর
- শিশুর মল পরিষ্কার করার পর
- খাওয়ার আগে
- খাবার পরিবেশনের আগে

পানীয় জল ফুটিয়ে পান করবেন ।

সৌজন্যে ঃ **পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান**
আমবাসা বিভাগ, ধলাই ত্রিপুরা